বিশ্বাস বিজয়।

অর্থাৎ

বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের গতির রীতি প্রকাশার্থ

উপাখ্যান।

৺ মিসিস্ মলিন্স্ কর্ত্তৃক

বিরচিত হইয়া

ট্রাক্ট সোসাইটীর জন্যে অনুবাদিত হইল।

স্বর্গ হইতে আমার নিকট বাক্যবাদি এই রব শুনিলাম, “লেখ, যে মৃতেরা প্রভুতে মরেন তাঁহারা অদ্যাবধি ধন্য। ধর্ম্মাত্মা কহেন, সত্য, যেন তাঁহারা আপনাদের পরিশ্রমহইতে বিশ্রাম পান, ও তাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহাদের অনুগামি হয়।” প্রকাশ ১৪; ১৩।

এতদ্দ্বারা তিনি মৃতা হইয়াও অদ্যাপি কথা কহিতেছেন। ইব্রী ১১; ৪।

কলিকাতায়

বাপ্তিস্ট মিসন্ প্রেসে মুদ্রিত।

খ্রীঃ ১৮৬৭ সাল।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বিশ্বাস-বিজয়।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষ ইংরাজাধিকৃত হইবার পর প্রথমে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক এ দেশে আসিয়াছিলেন, অনেক বৎসর হইল, তাঁহাদের মধ্যে এক জন সাগরদ্বীপের বালুকাময় মরুভূমিতে অজ্ঞানান্ধ অসংখ্য২ পৌত্তলিকদিগের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া অনন্ত জীবনদায়ক সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন। সেই স্থান যার পর নাই মরু হইলেও সহস্র২ লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। তাহারা বিষম শীতের সময় স্ব২ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে আসিয়াছে। সুকুমার রমণীগণ ও বালক বালিকারা অনাবৃত নৌকাতে বসিয়া আর্দ্র শীত সমীরণে অপরিসীম ক্লেশ পাইতেছে। অনেকে যে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় আনিয়াছিল, তাহা ব্যয় করিয়া অনাহারে শুষ্ক হইতেছে। কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কালকবলে পতিত হইতেছে, তাহার শুশ্রূষা করিতে কেহই ছিল না, এবং কত ক্ষণে উহার শীর্ণ কলেবরহইতে জীবনলেশ বহির্গত হইবে, কত ক্ষণে উহার দেহ লইয়া আপনার ক্ষুধাতুর শাবককে আহার দিবে, বন্য শকুনি এই আশয়ে লোলুপ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে পুত্রগণ চিতা সাজাইয়া মাতার মুখাগ্নি করিতে২ "জননী ঈদৃশ শুভ দিনে ঈদৃশ পবিত্র তীর্থে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন," এই কথা বলিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। কর্কশ শঙ্খধ্বনি,

1866.] B [1000 copies.

তীর্থাগত স্ত্রীলোকদিগের কলরব ও অসভ্যোচিত বাদ্যের ভীষণ শব্দে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইতেছে। অসঙ্খ্য২ স্ত্রীলোক একটী বিশ্রী ক্ষুদ্র মন্দিরের নিকটবর্ত্তি অপরিষ্কৃত পল্বলের দিগে ধাবমান হইতেছে। উহার গভীরতা দুই হস্তের অধিক নহে। স্ত্রীলোকেরা সেই পঙ্কিল পল্বলে মগ্ন হইয়া কঙ্কর অথবা ক্ষুদ্র২ ইষ্টকখণ্ড তুলিতেছে, এবং ইহাতে আমাদের সন্তানলাভ হইবে এই মনে করিয়া মহামূল্য বস্তুর ন্যায় তৎসমুদায় সঞ্চয় করিতেছে। সত্যই "এই জগৎপতি সেই অবিশ্বাসীদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়াছে।"

সমুদ্রের ধার নানাবিধ নৌকাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন২ নৌকাতে স্ত্রী পুরুষে পঞ্চাশ জনেরও অধিক বাস করিতেছে। সেই বালুকাময় মরুভূমির যে দিগে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিগেই মনুষ্যমস্তক ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তথায় কএক দিনের নিমিত্ত বাঁশ ও চাঁচ প্রভৃতি সামান্য২ দ্রব্য নির্ম্মিত ও চিত্র বিচিত্র পতাকায় শোভিত সারি২ দোকান বসিয়াছে। উহাতে বহুমূল্য পণ্য সামগ্রী দেখিয়া দর্শকগণ বিস্ময়াপন্ন হয়েন। সেখানে পারস্য দেশীয় বহুমূল্য সাটিন অবধি এ দেশীয় সামান্য হুঁকা পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুই পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে যে মেল্লার বিষয় বর্ণন করিতেছি উহা তীর্থের বাজার বলিয়া সেখানে যে কিছু ক্রীত হয় তৎসমুদায়ই মহামূল্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে স্থানে এই মেলা হইয়া থাকে সেখানে মনুষ্যের বসতি নাই, সকল স্থানই ব্যাঘ্র ভল্লূক প্রভৃতি

হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুত পাগলামির বিষয় যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা ব্যতীত আর যে কেহই এই স্থানে মেলা হইবার কথা শুনিবেন তিনিই চমৎকৃত হইবেন। পৌষ মাসের শেষ তিন দিন সেখানে মেলা হয়। এই তিন দিন ব্যতীত সমুদায় বৎসরের মধ্যে দূর বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও নিবিড় জঙ্গল ব্যতীত তথায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মেলা হিন্দু ইতিহাসের একটী অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা-হইতেই এই স্থানে হইয়া থাকে। ফলতঃ হিন্দু মুনিগণের প্রতি বিশ্বাস করিলে, কি ধর্ম্মপুস্তক কি অন্যান্য ইতিহাস লিখিত বিষয়, সমুদায় অপেক্ষা এই ঘটনাটী অতি প্রাচীন কালীয় বোধ হয়। সেই ঘটনার নিমিত্তই এই স্থান নির্দ্দিষ্ট সময়ে দর্শন ও এই পবিত্র জলে স্নান অতি পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হইয়াছে।

রামায়ণে লিখিত আছে; পুরা কালে সগর নামে এক নরপতি ছিলেন। অনুপম কীর্ত্তি, পুণ্য কর্ম্ম, বিশেষতঃ তপস্যা ও ব্রাহ্মণদিগকে দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার যশঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনব্যাপী হইয়াছিল। এই নৃপতি সর্ব্ব সুখ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও পুত্ররত্নে বঞ্চিত হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত থাকিতেন। যাহা হউক, অবশেষে অতি অদ্ভুত প্রকারে পুত্রপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা এক নির্জ্জন কাননে পুত্রকামনায় মহাদেবের অতি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। শিব তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া "তোমার ষাটি

হাজার পুত্র হইবে,” এই বলিয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন। রাজা এই বর পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া শিবের স্তুতিবাদ করিতে২ গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী কিশোরী শীঘ্রই একটী সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা পুত্রের নাম অসমঞ্জ রাখিলেন। অপর মহিষী সুমতির প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি পুত্র প্রসব না করিয়া একটি কুষ্মাণ্ড প্রসব করিলেন। নরপতি এই উপহসনীয় ব্যাপার দেখিয়া ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ও হতাশ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শিবনিন্দা করিতে২ সেই কুষ্মাণ্ড শত খণ্ডে ভগ্ন করিলেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! তন্মধ্যহইতে সর্ষপাকারে ষাটি হাজার পুত্র বহির্গত হইল। রাজা এই চমৎকার ঘটনা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া এই বহুসংখ্যক পুত্রের আহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি ষাটি হাজার দুগ্ধপূর্ণ পাত্র আনিয়া আহার দিয়া পুত্রদিগের রোদন শান্তি করিলেন। পুত্রেরা দুগ্ধপান করিতে২ প্রকৃত শিশুর অবয়ব প্রাপ্ত হইল। ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে পিতা হস্ততালি দিবামাত্র তাহারা হামাগুড়ি দিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিত।

তাঁহারা সকলেই আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে এক দিন মহর্ষি বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, “ইহাদের কেহই অমর হইবে না; বরং অতি শীঘ্রই কালকবলে পতিত হইবে।” তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই সম্পন্ন হইল।

সগর রাজা অতি দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। তিনি বি-

খ্যাত নাম ও দেবগণ সন্নিধানে উৎকৃষ্ট২ বর প্রাপ্ত হইয়াও তদপেক্ষা মহত্তর সম্মানের নিমিত্ত ক্ষোভ করিতেন। ফলতঃ তিনি কি পরাক্রমে, কি গৌরবে, কি সন্তানে, সাধারণ জনলোভনীয় সমুদায় সুখেই অধিকাংশ লোককে ইতিপূর্ব্বেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার কেবল একটী বাসনা পূর্ণ হয় নাই। দেব মধ্যে পরিগণিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারেন নাই।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই মহত্তর সম্মান লাভের এক মাত্র উপায় আছে। এক২ টী করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই উহা লাভ হইতে পারে। সগর রাজা ইহা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইন্দ্র মানবদিগের যাগযজ্ঞে সন্তুষ্ট হন বটে, কিন্তু স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আপন স্বত্বের প্রতি অতি সতর্ক থাকেন। যাহাতে আপনাকে দেবরাজ নামহইতে বিচ্যুত হইতে হইবে, তিনি সাবধান হইয়া কোন মনুষ্যকেই তাদৃশ ক্ষমতা লাভ করিতে দিতেন না। এই নিমিত্তে তিনি সর্ব্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাঘাত করিতেন। সুতরাং কেহই যে এ পর্য্যন্ত উহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, আমরা সহজেই তাহা অনুভব করিতে পারি। এই গুরুতর যজ্ঞের নিয়মানুসারে বলিদানের পূর্ব্ব রাত্রিতে এক নির্জ্জন স্থানে বলির অশ্ব বন্ধন করিতে হয়; এবং কি দৃশ্য কি অদৃশ্য কোন শত্রুতে উহাকে আক্রমণ করিতে না পারে তজ্জন্য সতর্কভাবে রক্ষা করিতে হয়। ইন্দ্রের চরগণ যে শেষোক্ত শত্রুর মধ্যেই থাকিতেন ইহা বলা বাহুল্য। যাহা

হউক, উহাদের অলৌকিক শক্তি ও অত্যন্ত সতর্কভাব থাকিলেও সগর রাজা একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার মন আ-শাতে পরিপূর্ণ হইল। আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব, এই বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া শত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। হায়! কি দুঃখের বিষয়! "কল্য এই অশ্ব বলিদান করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইব, কিন্তু পাছে ইহাকে কেহ হরণ করে," রাজা এই ক্লেশকর চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া নির্জ্জন বন মধ্যে অশ্বরক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে নিরাশ ও বিস্মিত করিয়া যেন কোন মায়া-শক্তিতে সেই অশ্ব অদৃশ্য হইল। ইন্দ্রই যে অশ্ব অপ-হরণ করিয়াছেন ইহাতে আর কোন সন্দেহই হইল না। মনোরথ বিফল হওয়াতে রাজা ইন্দ্রকে অনেক শাপ দিলেন ও নিন্দা করিলেন।

সেই ঘোটকটী অবশ্যই অনুসন্ধান করিতে হইবে। উহার পরিবর্ত্তে অন্য ঘোটক দিলে হইবে না। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা স্থির করাই কঠিন। যাহা হউক, পরাক্রান্ত নরপাল কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি আপনার ষাটি হাজার পুত্রকে উপযুক্ত বিবে-চনা করিয়া অশ্ব অন্বেষণে নিযুক্ত করিলেন। যুব-কেরা উৎসুক চিত্তে পিতৃভক্তি সহকারে অপহৃত অশ্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তাঁহারা দলে২ বিভক্ত হইয়া অনেক দূর ভ্রমণ করিলেন, জগতের কোন স্থানই অন্বেষণ করিতে আর অবশিষ্ট রহিল না। সাগর দ্বীপের যে স্থানে কপিলমুনির মন্দির

এক্ষণে রহিয়াছে অবশেষে কোন অদ্ভুত ঘটনাক্রমে সকলেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কপিলমুনি একতান মনে ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। তিনি উহাতে এত অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে এই যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। যুবকেরা চিরান্বেষিত অশ্ব তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী বন মধ্যে এক বৃক্ষে বাঁধা রহিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা অতি ভ্রমণে ক্লান্ত, নৈরাশ্যে বিরক্ত ও মুনির অনুমিত কপটভাব ও প্রতারণায় ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনিই সেই অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন, এই স্থির করিয়া মনের সাধে তাঁহাকে যথোচিত প্রহার করিলেন। তৎকালে হিন্দু মুনিবাক্য সেই ষাটি হাজার বলবান যুবকগণের যষ্টি অপেক্ষাও সমর্থতর ছিল। ঋষি যষ্টি প্রহার জন্য ক্লেশের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষ্য করিলেন না; কিন্তু ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া প্রহর্ত্তাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন। তিনি অভিসম্পাত করিবামাত্র তাঁহাদের দেহ সকল ভস্মরাশি ও আত্মা সমুদায় নরকগামী হইল।

নরপতি পুত্রদিগের ঈদৃশ বিষম বিপদের সম্বাদ পাইয়া, পূর্ব্বে অশ্বের নিমিত্তে যেমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের নিমিত্তেও সেই রূপ ব্যাকুল হইলেন। তিনি মুনি সন্নিধানে পুত্রদিগের ভ্রম বৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া, ক্ষমা ও তাঁহাদের উদ্ধারের উপায় প্রার্থনা করিলেন। ঋষির নিকট অশ্ব রাখা সাহসশূন্য ইন্দ্রেরই যে ধূর্ত্ততা তাহা প্রকাশ হইল। এত পুঙ্খানুপুঙ্খ

অন্বেষণ করা হইয়াছিল যে, পাছে অশ্ব আপনার নিকট পাওয়া যায় এবং আপনি তাদৃশ বলবান শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া অশ্ব রক্ষা করিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় ইন্দ্র ধ্যানপরায়ণ মুনি সমীপে গুপ্তভাবে অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যুবকেরা তথায় অশ্ব অবলোকন পূর্ব্বক ঋষিকে প্রহার করিয়া আপনাদের দুঃসাহসের শাস্তি পাইবে। রাজার পুত্রশোক জনিত দুঃখ দেখিয়া মুনির হৃদয় করুণার্দ্র হইল। তিনি নরপতিকে পুত্রগণের উদ্ধারের নিমিত্তে সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেই কার্য্য সাধনের একমাত্র উপায় ছিল। স্বর্গহইতে গঙ্গাকে আনয়নপূর্ব্বক পাতালে লইয়া যাইলেই এই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ঐই কার্য্য সগর বা তাঁহার বংশীয় আর কাহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

সগরবংশীয় অনেকেই উহা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে ভগীরথ বিষ্ণুর সাহায্যে গঙ্গাকে হিমালয়ে অবতারণ করিলেন। লক্ষ২ পাপীকে উদ্ধার করিলে, পাছে কেহ তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গে আনয়ন করিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। "তুমি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কেবল সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলেই, আমি তোমাকে পুনরায় স্বর্গে আনয়ন করিব" বিষ্ণু তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর গঙ্গা শান্তভাবে ভগীরথের অনুগমন করিয়া হিমালয়ে গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তথাহইতে হরিদ্বার ও অন্যান্য অনেক স্থান অতিক্রম করিলেন।

সেই সমুদায় স্থান তাঁহার আগমনে তীর্থস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইল। আসিবার সময় পথে তাঁহাকে অনেক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছিল। এক সময়ে তিনি এক গিরিগুহায় বার বর্ষ পর্য্যন্ত রুদ্ধ ছিলেন। অবশেষে ইন্দ্রগজ ঐরাবত পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। আর এক সময়ে শিব বার বৎসর তাঁহাকে আপনার জটার মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইলে মহেশ আপনার জটা চিরিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিলেন। হরিদ্বারে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। রামায়ণে উহার এই রূপ উল্লেখ আছে—

"হরিদ্বারে যে বা নর স্থান দান করে।
তার পুণ্যের সীমা ব্রহ্মা বলিতে না পারে॥"

সেই পবিত্র জলময়ী গঙ্গা আসিবার সময় যে সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিল সেই সমুদায় স্থানও পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় স্থান তীর্থ বলিয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে গঙ্গা ষাটি হাজার বৎসর গমনের পর সাগর অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগীরথ এতাবৎ কাল দৃঢ় ভক্তি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাসাগর অন্তরীপে আসিয়া পাতালে অবতরণপূর্ব্বক সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করিলেন। গঙ্গাসলিল স্পর্শমাত্রেই তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইল। ভগীরথ অভীষ্টসিদ্ধি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া আশীর্ব্বাদ

করিলেন; এবং “আমি সাগরের সহিত মিলিত হই, তুমি আপনার রাজ্যে গিয়া বহুকাল তাহা ভোগ কর।” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। ভগীরথ তাহাই করিলেন; কিন্তু অনেক কাল গঙ্গার সহবাসে থাকাতে, পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তিনি গঙ্গাকে মাতা বলিয়া ডাকিতেন। অবশেষে আপন পুত্র সৌদাসকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রিয়তম জননী গঙ্গার নিকট একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপে যাবজ্জীবন সুখে অতিবাহিত করিলেন। তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছিলেন।

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে গঙ্গার ইতিহাস এই রূপে লিখিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মমেলার কথা অবলম্বন করিয়া এই উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে, পাঠকবর্গকে কেবল সেই স্থানের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত আমরা উহা এত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এই নদী হিন্দুদিগের অর্চ্চনার একটী প্রধান বস্তু, এবং এই উপাখ্যানে সর্ব্বদা উহার উল্লেখ হইবে বলিয়া ঈদৃশ বাহুল্যরূপে বর্ণন করা গেল। সাগর অন্তরীপেই এই পবিত্র নদী সাগরে পতিত হওয়াতে এই স্থানে এই স্বর্গাগত নদীর সলিলে স্নান করা হিন্দু উপধর্ম্মের এক অত্যন্ত পবিত্র কার্য্য। তদ্বিষয় রামায়ণে এই রূপ কথিত আছে—

“মহাতীর্থ হইল যে সাগর সঙ্গম।
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥

যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইয়া যায় স্বর্গ পুরে ॥"

প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শেষে ২৭শেহইতে ৩০শে পর্য্যন্ত এই স্থানে মেলা অর্থাৎ সাগরস্নান হইয়া থাকে। ঐ সময়ে সন্ন্যাসী ও যাত্রী দেশের সকল স্থানহইতেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা, বেহার, মাদ্রাস্, বর্ম্মা, পঞ্জাব ও নেপাল প্রভৃতি স্থানহইতে সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়াতে, খ্রীষ্টান পাদরিদিগের প্রতি সর্ব্বসাধারণের নিকট সুসমাচার প্রচার ও ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করিবার যে ঈশ্বরের আদেশ আছে, তাহা সম্পন্ন করিবার উত্তম সুযোগ হয়। আমরা পাঠকবর্গের নিকট প্রথমে যে পাদরির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এই স্থানে তাদৃশ সময়ে সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন।

পাদরি জনতার মধ্য দিয়া যাইতে২ তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। ঈশ্বর অবজ্ঞাত হইতেছেন এবং তিনিই সেই মানবসমাগম শূন্য ক্ষুদ্র দ্বীপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের এক মাত্র দূতস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকাতে তাঁহার প্রতি কি ভয়ানক ভার অর্পিত হইয়াছে, তিনি মনে২ তাহা ভাবিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন মুমূর্ষু লোকদিগকে বলে, তিনি সেই রূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ওষ্ঠহইতে প্রত্যেক বাক্য নিঃসৃত হইবার সময় স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদের নিমিত্ত তাঁহার নয়নদ্বয় ঊর্দ্ধদিগে নিপতিত হইল; এবং প্রত্যেক ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করি-

বার সময় তিনি অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! তোমার বাক্য যেন লোকের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত না হয়। ইহাতে যেন তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হয়। যাহারা ইহা গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণে যেন ইহা সুফল উৎপাদন করে।" বিনষ্ট প্রায় পাপীদিগের প্রতি যীশুর কেমন আশ্চর্য্য প্রেম, তিনি প্রত্যেকের নিকট তাহা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সস্নেহ অনুরোধ প্রযুক্ত উহা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত পৌত্তলিক শ্রোতৃবর্গ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা তাঁহার গাত্রে প্রস্তর কর্দ্দম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিল। তিনি প্রহারিত ও তিরস্কৃত হইলেন। অবশেষে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ হইয়া পুস্তক মুদ্রণ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ ভাবে চলিয়া গেলেন। পৌত্তলিকেরা মহা জয়লাভ হইল মনে করিয়া আত্মগৌরব করিতে লাগিল। সেই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ ক্রন্দন করিতে২ তাহাদের নিকটহইতে যাইবার সময়, তাহাদের প্রাচীন উপধর্ম্মের প্রতিকূলে নিস্তব্ধ ভাবে যে অমোঘ অস্ত্র চালনা করিতেছিলেন, তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। "ঈশ্বর উঠিয়া আপন শত্রুদিগকে ছিন্নভিন্ন করুন," তিনি যে এই প্রার্থনা করিলেন, তাহারা তাহা শুনিতে পাইল না। "আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহাতে আমি তোমার অধিকারের নিমিত্তে অন্যদেশীয়দিগকে, ও তোমার রাজ্যের নিমিত্তে ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগকে দিব," আপন প্রিয় পুত্র যীশুর নিকট ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণজন্য তিনি

যে তাঁহাকে সাধ্যসাধনা করিতেছিলেন, তাহারা তাহা শুনিল না। কিন্তু যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট আছেন, তিনি তাহা শুনিলেন; এবং যদিও তাঁহার সেই বিশ্বস্ত ভৃত্য ইব্রাহীম, ইসহাক ও যাকূবের সহিত স্বীয় প্রভুর রাজ্যের অধিবাসী হইবার পূর্ব্বে আপন প্রেমময় পরিশ্রমের পুরস্কারের বিষয় জানিতে পারেন নাই; কিন্তু তৎকালেই ঈশ্বর তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন।

পাদরি যাইতে২ কতিপয় ব্যক্তিকে আধুনিক কপিল-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাদের অনুগমন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। সেই মন্দিরটী ক্ষুদ্রাকৃতি ও চতুষ্কোণ, তীরহইতে চারি শত হস্ত দূরে অবস্থিত, দেখিতে অতি বিশ্রী, এবং পূর্ব্ব মন্দিরের সহিত তুলনা করিলে অতি সামান্য বোধ হয়। পূর্ব্ব মন্দির যদিও অনেক কাল হইল সমুদ্র তরঙ্গে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার ভিত্তি দেখিলে তাহা যে একটী বৃহৎ মন্দির ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। এক্ষণে যে ক্ষুদ্র দলটী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাতে একটী ব্রাহ্মণকন্যা ও তাঁহার দুইটী পুত্র ছিলেন। একটী পুত্র প্রায় দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক ও দেখিতে সুন্দর। দ্বিতীয়টী কয়েক মাসের শিশুমাত্র। তাঁহাদের সঙ্গে দুইটী দাসী ছিল। সেই ব্রাহ্মণকন্যা ও দাসী দুইটী দুঃখিত চিত্তে রোদন করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে মন্দির সমীপে তিন বার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার পর ব্রাহ্মণকন্যা আপন পুত্রদ্বয় লইয়া মোহন্তের নিকট গেলেন। মোহন্ত বিশ্রী প্রস্তরময় কপিলমূর্ত্তির অনতিদূরে বসিয়াছি-

লেন। কপিলের এক পার্শ্বে লোহিত বালুপ্রস্তরে নির্ম্মিত অপহৃত অশ্বের এবং চতুর্দ্দিগে হনূমান ও অন্যান্য সামান্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী মোহন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া এক খানি অতি সুন্দর রুমালে করিয়া তাঁহাকে একটী স্বর্ণমোহর দিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার চরণতলে কয়েক হস্ত উৎকৃষ্ট রেশমি কাপড় রাখিলেন। অনন্তর মাতা শিশু সন্তানটীদ্বারা কিছু দিবার নিমিত্ত কম্পমান করে যৎকালে তাহার হাত বাড়াইয়া ধরিলেন তৎকালে লোভপরায়ণ মোহন্ত যে ঘুঙ্গুর গুলিতে সেই অবোধ শিশুটীর ক্ষুদ্র পদদ্বয় তৎকাল পর্য্যন্তও অলঙ্কৃত ছিল, তাহা খুলিয়া লইলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে মোহন্ত অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে অন্যান্য সহস্র২ লোকের সহিত বাজারের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত প্রধান ঘাটে গমন করিলেন। এই স্থানে চারি জন পুরোহিত তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। উহাদিগকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া সেই আর্দ্র ভূমিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। দাসীরা তাঁহাকে ধারণ করিল। তিনি স্বয়ং যাইতে পারিলেন না, উহারা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া জলের ধারে লইয়া গেল। এই স্থানে একটী মহাজনতা হইল। প্রধান ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তহইতে সৌম্যমূর্ত্তি ছোট শিশুটীকে লইয়া তৈল, সিন্দূর ও হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইল, এবং লোহিত ও হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র পরাইয়া তাহার মস্তকে অনেক মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া পাদরির অন্তঃকরণে অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল। উহারা যে দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার ভাব তাঁহার অন্তঃকরণে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আবির্ভূত হইল। তিনি ঈশ্বর-শক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোন প্রকারে তাঁহার ক্ষমতা-সাধ্য হইলে, সেই নিষ্ঠুর কার্য্য নিবারণ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জানিতেন ভারতবর্ষের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি পূর্ব্ব আগষ্ট মাসে, যে গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিবে, তাহার কঠিন শাস্তি হইবে বলিয়া, এক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্যবস্থা তৎকাল পর্য্যন্ত কার্য্যে প্রয়োজিত হয় নাই। পাদরি একাকী ছিলেন। কিন্তু পুরোহিতগণ ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে ব্যগ্র ও বহুসঙ্খ্যক সাধারণ লোকে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিল। সুতরাং একাকী প্রতিজ্ঞাপালনে হস্তক্ষেপ করা উন্মত্ত চেষ্টা হইবে, তিনি এই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই শিশুহত্যা নিবারণের নিমিত্ত যে অস্ত্রধারী সেপাই দল পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা অবশ্য সেই বাজারের কোন না কোন স্থানে থাকিবে, ইহা তাঁহার স্মরণ হইল। অনন্তর, তাহাদের আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে, এবং আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই শিশুটী কোন ক্ষুধাতুর কুম্ভীরের উদরস্থ হইতে পারে, সহসা তাঁহার অন্তঃকরণে এই চিন্তার উদয় হইল। যাহা হউক, এই সমুদায় বিষম চিন্তায় মগ্ন হইয়াও তিনি বিলম্ব করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের প্রতি

নির্ভর, এবং "হে ঈশ্বর! যেন কোন ঘটনাতে এই ক্রিয়ার বিলম্ব হয়," সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিয়া সিপাই-দের অন্বেষণে গমন করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে তাহারাই সেই শিশুকে বাঁচাইতে পারিবে।

এই সময়ে মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক শিশুকে জলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা মূর্চ্ছাপন্ন মাতাকে তুলিতে চেষ্টা করিল। তিনি অব-শেষে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন। কিন্তু যে দারুণ কাণ্ড হইবে, তাঁহার তাহা স্মরণ হইবামাত্র, "আমার সন্তা-নকে বাঁচাইবার কি কোন উপায় নাই?" উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ব্রা-হ্মণ এই নির্দ্দয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে অনেক দক্ষিণা পাইবে, এই আশা করিয়া বলিল, "না২ তাহা হইবে না, তুমি ইহাকে গঙ্গাকে দিবে বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; সেই প্রতিজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। কিন্তু দেবতাদের নিকট ইচ্ছাপূর্ব্বক দানের আ-বশ্যক; কেমন তুমি সম্মত হইলে ত? সম্মত হইলে, বল, তাহা হইলে আমি গঙ্গাকে তাঁহার আপন বস্তু প্রদান করি।" সেই শোকসন্তপ্ত জননী, "না২ আমি সম্মত হই নাই," উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন। "আমি প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে আমার প্রতি অভিসম্পাত হইবে। অভিসম্পাত হয় হউক; এই দুর্ঘটনা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল।"

এই কথা শুনিয়া প্রধান পুরোহিত রুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ! অভিসম্পাত হইবে বটে, কিন্তু তোমার প্রতি সেই

অভিসম্পাত হইবে না। তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতিই হইবে—তোমার নয়নতারা ও হৃদয়রত্ন এই বালকের প্রতিই হইবে। তুমি ইহার প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলা, এক্ষণে উহা ভঙ্গ করিতে সাহস করিতেছ! স্ত্রী লোক! তুমি জানিও, গঙ্গা দেবী তোমাকে শাপ দিলেন। আমি তোমাকে শাপ দিলাম। হাঁ! তুমি অঙ্গীকৃত দান না দিয়া, তোমার এই অকর্ম্মণ্য সন্তানকে লইয়া কল্য সকালে গৃহে যাইবে বটে; কিন্তু তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারাইবে। তোমার এই বংশধর চিতায় দগ্ধ হইবে। স্ত্রীলোক! তুমি এখনও অস্বীকার করিতেছ?"

এত কথা কথিত হইল বটে, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। যাতনাতে তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া বলিল, "যদি তুমি কথা কহিতে না পার, তাহা হইলে হাত নাড়িয়া আমাকে তোমার সন্তানকে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিতে অনুমতি কর।" তাহাতে অভিলষিত সঙ্কেত প্রদত্ত হইল; লোকেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনন্তর পুরোহিত শিশুটীকে হাতে করিয়া "হে গঙ্গে! গত বৎসর যখন এই শিশু জন্মগ্রহণ করে নাই, তৎকালে ইহার মাতা 'যদি তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই সাংঘাতিক রোগ শান্তি কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই শিশুকে দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; তুমি ইহাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ করাতে, ইনি এক্ষণে এই শিশু সন্তানকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছেন। তুমি ইহাকে

গ্রহণ কর; এ তোমার বস্তু।” এই মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিল। শিশুটী জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, ঝুপ্ করিয়া একটী শব্দ হইল। জননী উহা শুনিবামাত্র শোকে উন্মত্তা হইয়া জল মধ্যে নিমজ্জন পূর্ব্বক শিশুটীকে বাঁচাইলেন; এবং “না না, আমি গঙ্গাকে ছেলে দিব না। যখন আমি সেই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তৎকালে আমি একবারে পাগল হইয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার মেয়ে ছেলে হইবে। তাহা হইলে আমি এক দিন দিলেও দিতে পারিতাম, কিন্তু বেটা ছেলে! না, তাকে আমি কখনো প্রাণ ধরে্য দিতে পারিব না। আমি চক্ষুর সম্মুখে আমার শিশুটীকে জলে ডুবে্য মরিতে দেখিতে পারিব না।” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় দেখাইল। ব্রাহ্মণীর অন্তঃকরণে মাতৃস্নেহের ন্যায় উপধর্ম্ম বিশ্বাসও বলবত্তর ছিল। সুতরাং তিনি পুনরায় সম্মত হইলেন। পুরোহিত দ্বিতীয় বার শিশুটীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অমনি পাদরি আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন। সিপাই দলও ঊর্দ্ধশ্বাসে পাদরির পশ্চাৎ২ আসিয়াছিল। দুরাত্মা ব্রাহ্মণ সাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিষেধক ব্যবস্থা প্রচার হইয়াছে শুনিয়াও, সেই অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ডে উদ্যত হওয়াতে, ঐ সিপাই দলের অগ্রস্থিত ব্যক্তি কঠিন রূপে তাহার মস্তকে প্রহার করিল। পুরোহিত এই ব্যাপার দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তাহার পর অন্যান্য লোক সকলও পলাইল।

ক্ষণকাল মধ্যেই পাদরি, সিপাই দল ও সেই আনন্দিত পরিবার ব্যতীত তথায় আর কেহই রহিল না। নিরু-পায় জননী পূর্ব্বে যে পাদরিকে স্পর্শ করিলে আপ-নাকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে এক প্রকার পূজাই করিলেন। তিনি বলিলেন "মহাশয়! আপনাকে সহস্র২ ধন্য-বাদ; আপনি আমার বাছাকে বাঁচাইলেন; আপনি আমাকে আনন্দিত করিয়াছেন। হায়! আমি ছেলে হারাইয়া কেমন করিয়া বেঁচে থাকিতাম। আমি আপ-নার কিছুই উপকার করিতে পারি না; কিন্তু জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর আপনাকে ইহার পারিতোষিক দিবেন। আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা আমাদের দেব-তাদিগের নিকট প্রার্থনা করিব। আপনি সাত বেটার বাপ হইবেন। আপনার লক্ষ্মীলাভ ও মান বৃদ্ধি হইবে; এবং আপনার সোনার দোয়াত কলম হইবে।"

ব্রাহ্মণী আনন্দিত হইয়া এই সমুদায় কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণেই আবার তাঁহার অর্দ্ধপ্রফুল্ল অর্দ্ধ বিষণ্ণ বদনে উদ্বেগসূচক বিষাদ চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি ভীত হইয়া সিপাইদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমি এই মাত্র পুরোহিতের অভিসম্পাতের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; পুরোহিত বলিয়াছেন যে আ-মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্র এই মরুদ্বীপে চিতায় দগ্ধ হইবে। সত্যই কি আমার কপালে তাহাই ঘটিবে? আ-মাকে কি নিতান্তই ছেলেটীকে এখানে রাখিয়া যাইতে হইবে? হায়, আমি কি হতভাগিনী জননী! হাঁ গো!

একটী ছেলেকে নষ্ট না করিয়া আর একটীকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় নাই?”

সিপাইরা হিন্দু ছিল। তাহারা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আকার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, “না না মহেন্দ্র মারা পড়িবে না। তুমি তো অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে সম্মত হইয়াছিলে; কিন্তু আমরা বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলাম; ইহাতেও গঙ্গার প্রতিফল দিবার ইচ্ছা হইলে, তাঁহার অভিসম্পাত তোমার বা তোমার কোন পরিবারের প্রতি না হইয়া, আমাদের প্রতিই হইবে। ফলতঃ তিনি এমন করিবেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না।”

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকন্যার বিষণ্ণ মুখে কিঞ্চিৎ আশার লক্ষণ লক্ষিত হইল। তিনি পরিচারিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ও দাসি! ও তারা! আয়, আমরা একবারেই এই ভয়ানক স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নৌকায় যাই। দেবতারা করুন, আমাকে যেন আর এই স্থান দেখিতে না হয়।” দাসীরা এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিল, “মা ঠাকুরণ! অমন কথা বলিবেন না। এ তীর্থস্থান; ও কথা বলিলে দোষ হয়। মা ঠাকুরণ! আপনি ও কথার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করুন, ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নতুবা আমাদের নৌকা জলে ডুবিয়া যাইবে। দেবতারা কখনই আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীতে পৌঁছিতে দিবেন না।”

ব্রাহ্মণী তাহাদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আমি তাড়াতাড়ি কি বলিয়াছি, দেবতারা যেন আমাকে

তজ্জন্য ক্ষমা করেন। তাঁহাদের প্রতি কোন বিরুদ্ধ ভাব আমার মনে উদয় হয় নাই; কিন্তু আমি এই তীর্থস্থানে আসিয়া, যে কি ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তোরা আমার মত ব্যথা পাইলে আর কখন এখানে আসিতে চাহিতিস্ না। পুরোহিত ব্রাহ্মণ যখন আমাকে বলিল যে আমি আমার বাছা রাজেন্দ্রকে না দিলে গঙ্গা আমার মহেন্দ্রকে নষ্ট করিবেন; তখন এই কথা শুনিয়া, গঙ্গার প্রতি আমার মনে যে ভয়ানক ভাব হইয়াছিল, তাহা শুনিলে তোরা কি না বল্‌বি? সেই পাপ চিন্তার বিষয় বলিয়া আমি আর তোদের মন অপবিত্র করিব না। সে কথা কাহারো কাণে যাবে না। যাহা হউক, আমি উপবাস, পূজা ও দান ধ্যান করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

অনন্তর পাদরি, সিপাই দল ও ব্রাহ্মণকন্যা পরস্পর সস্নেহভাবে বিদায় হইলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া, যেখানে নৌকা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই দিগের পথে যাইতেছেন; এমন সময়ে হঠাৎ পাদরির মনে একটী ভাব উদিত হইল। ঈশ্বর যেন স্বয়ং এই ভাবটী তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত করিয়া দিলেন। তিনি মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "মহেন্দ্র! থাম২, তোমাকে এই একখানি পুস্তক দিব। তুমি ইহা নষ্ট করিও না; কিন্তু পড়িতে শিখিলে, পড়িও।" এই কথা বলিয়া, তিনি তাহাকে একখানি নূতন ধর্ম্মনিয়ম দিতে গেলেন। কিন্তু মহেন্দ্র উহাকে অপবিত্র বস্তুর ন্যায় বোধ করিয়া শিহরিয়া উঠিল, এবং

মাতার পরামর্শের নিমিত্ত তাঁহার মুখের দিগে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন, "মহেন্দ্র! তুমি ওখানি লও, যে সাহেব তোমার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাইলেন তুমি তাঁহাকে দুঃখিত করিবে?" এবং পাদরির দিগে ফিরিয়া বলিলেন, "কিন্তু মহাশয়! আমি জানি, মহেন্দ্রের পিতা উহাকে কোন খ্রীষ্টানি পুস্তক পড়িতে দিবেন না। যাহা হউক, আমি আপনার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতে পারি যে, আপনার অনুরোধে আমি ঐ পুস্তক খানি কখন নষ্ট করিব না।"

ঈশ্বরপরায়ণ পাদরি বলিলেন, "তুমি যে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিলে, তজ্জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ দিলাম; কিন্তু এই পুস্তকে কি আছে, তুমি জানিতে পারিলে, ও তোমার পুত্রেরা ইহা পড়িলে কত সন্তুষ্ট হইতে। ইহাতে নিষ্পাপ এক ব্যক্তির কথা আছে; তাঁহার নাম যীশু খ্রীষ্ট। তিনি পাপের দণ্ডস্বরূপ মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য ও আপনার অমূল্য শোণিত পাত করিয়া জগতের সমুদায় লোকের পাপের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। হায়! তুমি যদি তাঁহাতে বিশ্বাস ও কেবল তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে তোমাকে সমুদায় অপরাধের ক্ষমার নিমিত্ত এখানে এই জলে স্নান করিতে আসিতে হইত না। জলে কেবল শরীর পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু আত্মা পবিত্র করিতে পারে না। আমাদের ঈশ্বর প্রেমসিন্ধু। পাপি লোকেরা মুক্তির নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিয়া বিনষ্ট হইবে কেন? এই ভাবিয়া তিনি আপন পুত্রকে তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মৃত্যুভোগ করিতে

পাঠাইলেন। এই রূপে নিরপরাধি ব্যক্তি অপরাধিদিগের নিমিত্ত প্রাণ দান করিলেন। এই পুস্তকে যে ঈশ্বরের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি তোমার এই শিশু সন্তানকে চাহিতেন না। কারণ সমুদায় পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুই তাঁহার। তিনি কেবল তোমার অন্তঃকরণ চান। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রেম ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেই, তুমি অনন্ত মুক্তিলাভ করিতে পার।" এই সমুদায় কথা সেই ব্রাহ্মণকন্যার কর্ণে অদ্ভুত বোধ হইল এবং আঁহার স্মৃতিপথে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিল। যদিও তিনি এত মূর্খ ছিলেন যে আত্মসংক্রান্ত উপধর্ম্ম ও নিষ্ঠুরতাপ্রণালী ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারিতেন না; এবং যদিও সেই সমুদায় বাক্যের তাৎপর্য্য কিছুই তাঁহার মনে নিহিত হইল না, কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে চিন্তা ও বার২ উহা উচ্চারণ করিলেন এবং তাঁহাকে বিকসিতচিত্ত বোধ হইল। যাহা হউক, তিনি হঠাৎ পাদরির দিগে ফিরিয়া "মহাশয়! আপনি যে সকল কথা বলিলেন, উহা আমার শুনা উচিত নহে। আমি যে উহাতে কর্ণপাত করিয়াছি, মহেন্দ্রের পিতা এই কথা শুনিলে, কি বলিবেন?" এই কথা বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাতে কি উপকার? একটী অমূল্য ক্ষুদ্র বীজমাত্র বপন করা হইল। যাহারা ধর্ম্মপুস্তকের জীবনপ্রদ সত্য বাক্য পাঠ করিতেও স্বীকার করিবে না, বরং গৃহের আবর্জ্জনের অংশমাত্র এবং ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত বস্তুস্বরূপ বোধ করিবে, তাহাদিগকে একখানি প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ঐ রূপ

ফল হইলে একেবারে নিরুৎসাহ হইতে হয়। কিন্তু আমরা যে সময়ের বিষয় লিখিতেছি, তাহা অতি অল্প ফল হইবার সময়। যে পুস্তকের বাক্যদ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে সেই পুস্তকের একখানি একটী হিন্দু পুরোহিতের পরিবার মধ্যে গ্রহণ করাইতে, ঈশ্বর তাঁহাকে সমর্থ করাতে, পাদরি ঈশ্বরের প্রতি সকৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া আপনার নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন।

মাতা পুত্রগণ সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে গমন করিয়া পাঁচ দিনের পর তথায় পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মণী এক্ষণে পতির সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ করিবেন তদ্বিষয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। "আমি অধার্ম্মিক, আমার মন অতি দুর্ব্বল, আমি দেবতার নিকট অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন করি নাই, এই ভাবিয়া, পাছে স্বামী আমাকে আপনার নিকটহইতে দূরীকৃত করেন, তিনি এক বার এই আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, কি জানি, পুত্রবাৎসল্য তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হইলে তিনি আহ্লাদিত হইয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন।" যাহা হউক, তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং এ পর্য্যন্তও শিশু সন্তানটী জীবিত আছে এই অর্দ্ধ সুখ দুঃখজনক গোপনীয় বিষয়টী বিবেচনাপূর্ব্বক আপন স্বামির নিকট প্রকাশ করিতে হইবে এই ভাবিয়া তৎকালে সাবধানে নিদ্রিত সন্তানকে বসনমধ্যে লুকাইয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ সাবধান হইবার আবশ্যক ছিল না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন কালীন পূজা করিতে বসিয়াছিলেন; এই সময়ে কেহ তাঁহাকে

বিরক্ত করিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না, ইহা তাঁহার স্ত্রী ও ভৃত্যগণ বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি শিবপূজা সমাপন করিয়া আহ্নিক আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, মহেন্দ্র সাগরদ্বীপে যে সকল অদ্ভূত ঘটনা দেখিয়াছিল, তৎসমুদায় একটী বৃদ্ধ দাসীর নিকট বলিতেছে। সেই কঠোরব্রত পুরোহিতের অন্তঃকরণে মানবোচিত দয়া দাক্ষিণ্য ছিল, সুতরাং তিনি যে শীঘ্র২ পূজা সমাপন করিয়া প্রিয়তম শিশুর বাস্তব বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পত্নীর নিকট গমন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার পত্নী ধীরভাবে ও সস্মিত বদনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে, তিনি চমৎকৃত হইলেন।

তিনি বলিলেন, "কি! গঙ্গা আমাদের শিশুটীকে লইয়াছেন! মহেন্দ্রের মা! তুমি ছেলেটীকে সাগরে ফেলিয়া দিয়া ওখানে ধীরভাবে কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ? দেবতারা যে তোমাকে এরূপ সুস্থির রাখিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে প্রশংসা করি। তাঁহারা তোমার প্রতি যে রূপ প্রসন্ন, আমার প্রতি সে রূপ নহেন। আমি গত দশ দিন পর্য্যন্ত যে কি যাতনা পাইতেছি, বলিতে পারি না। তুমি জান, আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়া, দুই বার তোমার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম; এবং বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তুমি সেই পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বালকটীকে ফিরাইয়া আনিবে? তাহা হইলে গঙ্গাও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন। কিন্তু অঙ্গীকৃত প্রতিপালনে অসম্মত হইলে, আমাদের গৃহ চিরকালের নিমিত্ত অভিশপ্ত

হইবে এই ভাবিয়া, আমি দুই বারই তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম। যাহা হউক, উহা যে সম্পন্ন হইয়াছে, মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। তুমি যে তাহাকে দিয়াছ আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি। কারণ দেবতাদের ক্রোধ অতি ভয়ানক ব্যাপার।” এই কথা বলিতে২ তাঁহার নয়ন-যুগলহইতে অনবরত অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “কিন্তু ও মহেন্দ্রের মা! তোমার এই ধীর ও প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া আমি তোমাকে অধিক ভাল বাসিতে পারি না। তোমার এই ভাব এত অস্বাভাবিক ও এত উদাসীন, যে তোমাকে দেখিতে আমার ভয় হয়। ও স্ত্রীলোক! তুমি কেমন করিয়া এরূপ রহিয়াছ, বল।”

এক্ষণে তাঁহার নিস্তব্ধ ভাব ভঙ্গ হইবার সময় উপস্থিত হইল। এক্ষণে তাঁহার গোপনীয় বিষয় অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে। তিনি পতির পদতলে নিপতিত হইয়া বলি-লেন, “সে নষ্ট হইলে কি আমি তোমাকে সেই বিবরণ বলিতে জীবিত থাকিতে পারিতাম? না২, আমাদের বাছা মরে নাই। সে বাঁচিয়া আছে। আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। সে স্থির হইয়া দোলাতে ঘুমাইতেছে।” ইহা শুনিয়া পিতা কাঁপিতে২ বলিলেন, “কেমন কথা! অভি-সম্পাত! তোমার কি অভিসম্পাতের ভয় নাই? নিশ্চয়ই অভিসম্পাত বর্ত্তিবে। ও স্ত্রীলোক! তুমি কি করিয়াছ?”

“তুমি আমাকে দূষিবার পূর্ব্বে ক্ষণকাল বিলম্ব কর।” ব্রাহ্মণী পতিকে এই অনুরোধ করিলেন, এবং কি প্রকারে সলিলসমাধিহইতে প্রিয়তম পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়া-ছিলেন, তৎসংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, কেবল

পাদরির সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা বলিলেন না। পিতা একতান মনে ও হর্ষবিকসিত নেত্রে তৎসমুদায় শ্রবণ করিলেন, এবং কথা সমাপ্ত হইলে, "হাঁ২ সিপাহিরা যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য, গঙ্গাদেবী আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না," এই কথা বলিতে২ তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তি কুঠরীতে শিশুটীকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন।

ইঙ্গলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তাদের সুশাসনদ্বারা বহুকালাবধি কোন পরিবারের বিবরণে পূর্ব্বোল্লিখিত শোচনীয় ঘটনা ব্যক্ত করিতে হয় না। এক্ষণে হিন্দু মাতারা ঈশ্বরদত্ত সন্তানের পরিবর্ত্তে গঙ্গাসাগরে পুষ্প ও নারিকেল প্রভৃতি ফল নিক্ষেপ করিবার সময় তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন, এই সমুদায় ভাবিয়া ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা আনন্দিত হউন।

মধ্যাহ্ন কালীন উপাসনা ও আহ্নিক সমাপন না করিয়া, প্রগাঢ় হিন্দুরা কখনই আহার করেন না। পিতা পুত্রের আহার হইলে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহেন্দ্রকে গঙ্গাসাগরহইতে কি২ দ্রব্য আনিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া অমনি মাতার নিকটে দৌড়িয়া গেল। মাতা যদিও ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পতির আহার সমাপন না হইলে আহার করিতে বসেন নাই। তিনি আহার করিতে বসিতেছেন, এমন সময়ে মহেন্দ্র গিয়া বলিল, "মা! আমরা গঙ্গাসাগরহইতে যে সকল সামগ্রী আনিয়াছি, সেই সমুদায় আমাকে দেও, বাবা দেখিবেন।" মাতা নূতন ধর্ম্মনিয়মের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মহেন্দ্রকে আপনার

চাবি দিয়া, এই কথা বলিয়া দিলেন, “আমরা যে সবুজ সিন্ধুকটী সঙ্গে লইয়াছিলাম, সেইটী খুল; তাহা হইলেই সমুদায় পাইবে। আমি এখন খেতে বসিলাম, আমাকে যেন আবার যাইতে না হয়। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। তুমি জান, আমি এক বার খাইতে২ উঠিলে, উহা উচ্ছিষ্ট হইবে; উহা আর খাইতে পারিব না।”

ব্রাহ্মণী আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা গুলি শুনিয়াছেন, এবং খ্রীষ্টানি পুস্তক স্পর্শ করিয়া হস্ত অপবিত্র করিয়াছেন, এই কথা শুনিলে পতি আপনার প্রতি কেমন বিরক্ত হইবেন জানিয়া, পাদরির সহিত কথোপকথন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম গ্রহণ এই বৃত্তান্ত গুলি সাবধান হইয়া স্বামির গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক মহেন্দ্র অন্যান্য দ্রব্যের সহিত নূতন ধর্ম্মনিয়মখানিও লইয়া পিতার নিকট দৌড়িয়া গেলেন। তিনি একটী ক্ষুদ্র পাত্র দেখাইয়া বলিলেন, “বাবা! সাগরের সঙ্গে গঙ্গা যেখানে মিলিয়াছেন, সেই স্থানের জল এই পাত্রটীতে আছে। মা বলিয়াছেন, সাবধানে এই জল রাখিলে আমাদের অনেক মঙ্গল হইবে। এই বিল্বপত্র ও জবা ফুল; জলে ফেলিয়া দিবার সময় আমি ইহা তুলিয়া লইয়াছিলাম। মা গহনা রাখিবার নিমিত্ত এই সুন্দর বাক্সটী কিনিয়াছেন। এই দেখ মা আমার জন্যে কেমন চেলির কাপড় কিনিয়াছেন। তোমার এই সাদা কাপড়।” বালক এই রূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে নূতন ধর্ম্মনিয়ম খানির প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে অমনি পিতা কহিলেন, “এই যে আর এক খানি রামায়ণ দেখিতেছি; বোধ হয়

তিন খানিতেও আশা পূর্ণ হয় নাই। মহেন্দ্র! তোমার মা আবার এখানি কিনিলেন কেন?" এই কথা শুনিবামাত্র, মাতা এই পুস্তক খানি যে লইয়াছেন, পিতার নিকট এই বিষয় গোপন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রের একবারেই সেই কথা স্মরণ হইল। উহা ভুলিয়া আনিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন। এবং সত্যের বিষয়ে একবারেই অশিক্ষিত বাঙ্গালি বালকের স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত্ততা ও চতুরতা সহকারে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হাঁ বাবা, এখানি খুড়া মহাশয়ের রামায়ণ, মার যাইবার সময় 'আমি গঙ্গাসাগরের মেলাহইতে কেনা একখানি পুস্তক ভাল বাসি,' এই বলিয়া তিনি এই খানি কিনিতে তাঁহাকে টাকা দিয়াছিলেন।"

মহেন্দ্র পিতাকে এই রূপ প্রতারণা করিয়া আপনার চতুরতার বিষয় বলিবার নিমিত্ত পুস্তক খানি লইয়া, মাতার নিকট দৌড়িয়া গেলেন। তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এবং "যাহা হয় হউক, আমি সেই সাধু ব্যক্তির নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা প্রতিপালন করিব, এই পুস্তক নষ্ট করা হইবে না।" এই কথা বলিতে২ নিরাপদ স্থানে সেই অমূল্য পুস্তক খানি লুকাইয়া রাখিলেন।

মাতা ও পুত্র তাদৃশ যত্ন সহকারে যে পুস্তকখানি রাখিতেছিলেন, তদ্দ্বারা হিন্দু পরিবারের মধ্যে কখন যে অনিষ্ট ঘটনা হয় নাই তাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে ইহা অনুভব করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পরচল্লিশ বৎসরের অধিক সময় অতীত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা পাঠকবর্গকে সেই গৃহেই প্রবর্ত্তিত করিতেছি। আহা! উহার অবস্থা কেমন পরিবর্ত্ত হইয়াছে! মহেন্দ্রের বৃদ্ধ পিতা অনেক কাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধের পত্নী তদপেক্ষা ত্রিশ বৎসরের ছোট, তিনি এখনও জীবিত রহিয়াছেন। হিন্দুবিধবোচিত ক্লেশ ব্যতীত বোধ হয়, তিনি শেষ অবস্থা সুখে ও নিরুদ্বেগচিত্তে যাপন করিতেছেন। সেই বালক মহেন্দ্রের মস্তকে এখানে সেখানে দুই এক গাছি চুল পাকিয়াছে। তিনিই এক্ষন বাটীর কর্ত্তা। পৈত্রিক সম্পত্তি সকল তাঁহারই অধিকৃত। মহেন্দ্র বাবু সেই বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া, বদান্যতা প্রকাশপূর্ব্বক আশ্রিত ও দরিদ্র অনেক গুলি কুটুম্বকে প্রতিপালন করিতেছেন। মহেন্দ্র বাবুর যথাসময়ে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী চারি পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন। তিন পুত্র ইতিপূর্ব্বেই বিবাহিত হইয়াছে। চতুর্থটী কলেজে লেখা পড়া করে। কন্যাটী সুন্দরী ও চতুরা, বয়স ছয় বৎসর এবং বাটীর সকলের আদরের সামগ্রী।

মহেন্দ্র বাবুর স্বভাব প্রায় তাঁহার পিতার মত ছিল। তিনি পিতার ন্যায় কঠোরব্রত ছিলেন, এবং সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে উল্লিখিত নিয়ম ও আচার গুলির প্রতি তাঁহারও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। অন্যান্য বিষয়ে হউক আর না হউক, পৈত্রিক ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিতে

পুত্রেরা আমার অনুকরণ করে, ইহা তাঁহার অত্যন্ত অভি-লষণীয় ছিল। কিন্তু এই বিষয়েই তিনি নিতান্ত নিরাশ হই-লেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্য কুমার ব্যতীত, আর কেহই উহাতে কিছুই ভক্তি করিতেন না। দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রকুমার অবাধ্য ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন। আপনার পিতা প্রস্তর ও কা-ষ্ঠের পূজা করিতেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে স্পষ্টই পরি-হাস করিলেন; এবং কেবল জনশ্রুতিমাত্র হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা শ্রুত হইয়াছিল যে তিনি হিন্দুধর্ম্মো-চিত ব্যবহার গুলির এত বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্মে যাহাদের সহিত আহার করা নিষিদ্ধ, আপনার ন্যায় যথেচ্ছাচারী সেই সকল লোকের সহিত তাঁহার একত্র ভোজন পান চলিত।

চন্দ্রকুমারের ছোট প্রসন্ন কুমারের স্বভাব তদ্বিপরীত ছিল। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সুগঠিত পাণ্ডু-বর্ণ বিষণ্ন বদন অবলোকন করিলে, তাঁহার শরীরে যে ক্ষয় রোগ জন্মিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু আপনি অধিককাল জীবিত থাকিতে না পারেন, ইহা তাঁহার আপনার বা পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারো মনে উদ্বোধ হয় নাই। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি ছিল। তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের জিজ্ঞা-সায় অত্যন্ত মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার পিতা ও অন্যান্য প্রাচীন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণেরা যে হিন্দুধর্ম্মানুসারে চলি-তেন, তিনি তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, উহাতে বালকবৎ উপহসনীয় আচার, অত্যন্ত অপবিত্রতা ও আত্ম-বিঘাতক অসত্যতা দেখিয়া অনেক কাল উহা পরিত্যাগ

করিয়াছিলেন। আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের দ্বারা উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার সত্যান্বেষণের ভয়ানক প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। তিনি উঁহার বাহ্যাড়ম্বরসম্পন্ন যুক্তি ও অদ্ভুত তর্ক বিতর্কে মোহিত হইয়া ভাবিলেন, আমি ইহাহইতে অনেক জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে ও ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিব। তিনি উহার সংক্ষিপ্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম ও নিরাকার উপাসনাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি কোন প্রকারে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য সহকারে আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং অকৃত্রিম ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থনা, অধ্যয়ন ও ধ্যান করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মদের মতে উহাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। যদিও তিনি এই রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন, তথাপি তাহাকে অস্থির ও অসুখী বোধ হইত।

সকলে এই অবস্থায় অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে এক দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের মনোহর সায়ংকালে প্রসন্ন একত্র বেড়াইতে যাইবার নিমিত্ত, প্রিয়তম কনিষ্ঠ সহোদরকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা বাহিরে উপস্থিত হইলে, "দাদা! আপনি কি সমাজে যাইতেছেন?" নবকুমার প্রসন্নকে এই কথা জিজ্ঞাসিলেন।

প্রসন্ন বলিলেন, "না নব! আমি সমাজে যাইতেছি না; আমাদের বাটীর সকলে যাহা শুনিলে বিরক্ত হইবেন, আমি এমন একটী কাজ করিতে যাইতেছি। সেই নিমিত্ত আমি তাঁহাদের সম্মুখে উহার উল্লেখ করি নাই। কিন্তু

বোধ হয়, তোমার নিকটে অনায়াসেই আমার গোপনীয় বিষয়টী বলিতে পারি। কেমন, পারি না?

নব বলিলেন, হাঁ দাদা! আপনি অনায়াসেই বলিতে পারেন, আমি কখনো কাহারো নিকট প্রকাশ করিব না। আপনি জানেন, আমি সকলের অপেক্ষা আপনাকে অধিক ভাল বাসি।

প্রসন্ন কহিলেন, ভাল, তবে বলিতেছি। রামদয়াল নামক যে খ্রীষ্টান্‌টীর সহিত আমাদের সে দিন আলাপ হইয়াছে, তাঁহার নিকট যাইতেছি, তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিব। তিনি বাইবলের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইবেন, আমিও ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা করিবার নিমিত্ত সর্ব্ববিষয়ে প্রস্তুত হইয়া যাইতেছি। ঈশ্বর করুন, যেন আমাদের ধর্ম্মই সত্য নিকষে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু নব, আমি ইহাতে কথঞ্চিৎ নিরাশ হইতেছি। আমি যে সুখ অন্বেষণ করি, ইহাতে তাহা পাই না।

নব বলিলেন, দাদা! আপনি এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ রূপে সাধন করিতে পারেন নাই বলিয়া, ঐ রূপ হইতেছে। কিছু দিন হইল, আমাদের মামাত ভাই বলিয়াছিলেন যে, আমরা সরলভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিয়ম সকল গ্রহণ ও নিশ্ছিদ্ররূপে তৎসমুদায় সম্পাদন করিয়াছি, যে পর্য্যন্ত এই কথা বলিতে না পারি, সেই পর্য্যন্ত আমরা শান্তির আশা করিতে পারি না।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসিলেন, নব! তিনি কি স্বয়ং এমন কথা বলিতে পারেন?

নব বলিলেন, হাঁ, তিনি বলেন যে আমি বলিতে পারি।

প্রসন্ন দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হায়! তবে আমাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান অত্যন্ত স্বতন্ত্র। ভাল নব! ক্ষমা কি নিয়ত কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট ও প্রশংসিত হয় নাই? উহা কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন, দুর্ব্বলের বল এবং বলির ভূষণ বলিয়া কথিত হয় নাই? কিন্তু আমরা কি সে দিন আমাদের মামাত ভাইকে তাঁহার শ্বশুরের সহিত সেই লজ্জাকর বিবাদ করিতে শুনি নাই? তিনি সেই কার্য্য করিয়া কি প্রকারে ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে প্রবোধ দিলেন? নব! তাহা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। তিনি যাহা বিবেচনা করেন, তাহা অসম্ভব। বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য নিয়ম রক্ষা করা অতি কঠিন কর্ম্ম। সেই বিষয় স্মরণ হইলে, আমার উৎসাহ ভঙ্গ হয়। আমি দেখিতেছি, যে প্রতিমুহূর্ত্তেই পাপে পতিত হই। ভাল, এখন ও কথা থাকুক, রামদয়াল আসিতেছেন, আইস আমরা ইহাঁর সহিত বাটীর মধ্যে যাই।

যুবকেরা পরস্পর শিষ্টাচারপূর্ব্বক নমস্কারাদি করিলেন। নব অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। সহোদর ব্রাহ্মধর্ম্মেই সুস্থির থাকেন, তিনি মনে২ এই অভিলাষ করিলেন বটে, কিন্তু প্রসন্নকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা প্রতিরোধ বা তাঁহার অভিপ্রেত কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রামদয়াল তৎক্ষণাৎ বন্ধুদ্বয়কে বসিতে আসন দিয়া মেজের উপর একটী আলোক রাখিলেন এবং আপনার বাইবলখানি লইয়া তাঁহাদের নিকট বসিলেন।

স্বর্গীয় দূতেরা যেরূপ সভা দেখিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের সভা সেই রূপ হইল। পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রামদয়াল আপনার উপাস্য ঈশ্বরের নিকট সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের অনুমতি চাহিলেন। তাঁহার বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ অতি বিনীত ভাবে সেই অনুরোধে সম্মত হইলেন। অনন্তর রামদয়াল দণ্ডায়মান হইয়া, ঈশ্বরে অন্তঃকরণ অর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে জ্ঞান, আলোক, জীবন ও সুখের মঙ্গলময় উৎস! তুমি আমাদের অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হও; আমাদিগকে তোমার সমুদায় ইচ্ছা জ্ঞাত কর; কিরূপ সেবা তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য তদ্বিষয়ে আমাদিগকে উপদেশ দেও; এবং যে পথে আমাদের অনন্ত জীবন লাভ হইতে পারে, তোমার প্রকাশিত সেই পথে আমরা যাহাতে গমন করিতে পারি, আমাদিগকে এরূপ প্রসাদ বিতরণ কর। আমরা নিজ নামে নয়, কিন্তু যিনি আমাদের পাপের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তোমার সেই প্রিয়তম পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামেই এই সমুদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

ঐ যুবকেরা তৎকালে এই প্রার্থনার মর্ম্মাববোধ করিলেন কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু পরে প্রসন্ন সর্ব্বদা বলিতেন যে, তিনি কখনো উহা বিস্মৃত হন নাই। সেই কথা গুলি তাঁহার পারমার্থিক অভাব এমন প্রকৃতরূপে প্রকাশ করিল, যে পরে বাইবল বা কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক খুলিবার পূর্ব্বে স্বতই তাঁহার মুখহইতে, "হে জ্ঞান, আলোক, জীবন এবং

সুখের মঙ্গলময় উৎস! তুমি আমার অন্তঃকরণে দেদীপ্যমান হও,” আপনার খ্রীষ্টান্ বন্ধুর এই প্রার্থনা বাক্যটী উচ্চারিত হইত।

প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, প্রসন্ন এই রূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, ভাল রামদয়াল! তুমি স্বয়ং ব্রাহ্ম ছিলে, কিন্তু এখন ব্রাহ্মসভার মত পরিত্যাগ করিয়াছ। তুমি কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহার কারণ বলিবে?

রামদয়াল বলিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না থাকাই আমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিরক্ত হইবার প্রথম ও প্রধান কারণ।

এই কথা শুনিয়া নব কহিলেন, রামদয়াল! তুমি খ্রীষ্টানের মত তর্ক করিও না, আমাদের সহিত তোমার সাধারণভাবে তর্ক করাই উচিত। আমরা প্রায়শ্চিত্তের, অন্ততঃ মনুষ্য যাহা করিতে পারে না এরূপ কোন কার্য্যের আবশ্যকতা একেবারেই অস্বীকার করি।

রামদয়াল বলিলেন, ভাল, ঈশ্বরের গুণ বিষয়ে অনেক অংশে আমাদের উভয় পক্ষেরই ঐক্য আছে। তোমরা বল যে তিনি অনাদি অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, প্রেমময় এবং বিশুদ্ধির উৎস ও পাপের দণ্ডদাতা। আমরাও তাহাই বলিয়া থাকি। ভাল, আমি এখন জিজ্ঞাসা করি, বিশুদ্ধির উৎস ও সত্যস্বরূপ সেই পবিত্র পুরুষ আমাদের পাপ ও দুষ্কর্ম্ম সকল কি প্রকার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন? তোমাদের কি বোধ হয়? তৎসমুদায়ে কি তাঁহার ক্রোধ হয় না? আপনার স্বভাবানুসারে পাপের দণ্ডদাতা

হইয়া, আমাদিগকে কর্ম্মানুরূপ ফল দেওয়া কি তাঁহার উচিত নহে? দেখ, কোন ব্যক্তি মনুষ্যের নিকট দোষ করিলে, তাহাকে তজ্জন্যে প্রকৃত দণ্ড ভোগ করিতে হয়, এবং সেই দণ্ডবিধানও আমাদের ন্যায়ানুগত বোধ হয়; অতএব এখন বিবেচনা কর, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি, তাঁহার প্রতি পার্থিব পিতা মাতা, বন্ধুবান্ধব ও সর্ব্ব প্রকার উপকারক অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি ও ভক্তি করা এবং তাঁহার নিকট একান্ত বাধ্য থাকা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য, ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে ত্রুটি ও অবহেলা করিলে বিশেষ অপরাধ হয়, তাহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। ঐ বিশেষ অপরাধের বিশিষ্টরূপ দণ্ড হওয়াও আবশ্যক, নতুবা ঐশিক ব্যবস্থার যথোচিত মর্য্যাদা কোন মতেই রক্ষিত হইতে পারে না।

আমরা যে পাপী এই কথা অস্বীকার করিবে, বোধ হয়, আমাদের মধ্যে এমন অবিবেচক কেহই নাই। ভাল, আমরা যদি পাপী হইলাম, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আমরা ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন রূপ অপরাধের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি কি না? তাহা যদি না হয়, তবে আর কোন পুরুষ উহা করিতে ইচ্ছুক কি না? যদি এমন কেহ না থাকেন, তবে আমাদিগকে অবশ্যই পাপের উচিত শাস্তিগ্রহণ করিতে হইবে।

নব বলিলেন, তুমি যেমন বিবেচনা করিতেছ, আমার সে রূপ বোধ হয় না। মনুষ্য যে আপনার পাপের প্রা-

য়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ, ইহা এমন অসম্ভব কি? মনুষ্য ঐশিক গুণ সকল চিন্তা, পাপের নিমিত্তে অনুতাপ এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কি উহা করিতে পারে না?

প্রসন্ন কহিলেন, নব! তুমি রামদয়ালের তর্কের মর্ম্ম-গ্রহ কর নাই। মনুষ্য আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা, পালক, ও উপকারকের নিকট পাপ করিয়াছে, এবং ঈদৃশ পাপের নিমিত্তে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। কেবল অনু-তাপ ও প্রার্থনায় সেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তুমি কি এমন কথা বলিতে পার?

রামদয়াল বলিলেন, প্রসন্ন! তুমি আমার কথার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিয়াছ। ঐ তর্কসংক্রান্ত আর একটি কথা উপস্থিত হইতেছে। মনুষ্য কি স্বয়ং প্রকৃত অনুতাপ অর্থাৎ পাপ ত্যাগ করিতে পারে?

এই কথা শুনিয়া, প্রসন্ন সন্দিহান হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পূর্ব্বে নবের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি কি দৈনিক কি ক্ষণিক আপনার কোন পাপভার-হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। অথচ মানবস্বভাব-সুলভ আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অতএব তিনি বলিলেন, রামদয়াল! আমার বোধ হয়, আমরা সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিলে পাপ না করিয়া থা-কিতে পারি।

রামদয়াল বলিলেন, প্রিয়তম! ও সম্পূর্ণ ভ্রম। পৃথিবীর ইতিহাসে কি ঐ রূপ উদাহরণ পাওয়া যায়? যে সকল জাতি ও যে সকল রাজ্য খ্রীষ্টধর্ম্মরস আস্বাদন করে নাই,

পাপহইতে মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা বরং ক্রমে২ অধিকতর পাপে মগ্ন হইয়াছে। মনুষ্য স্বয়ং বিশুদ্ধ হইতে পারে না, তাহা ইতিহাসেই সপ্রমাণ হইতেছে।

আরো দেখ, কোন্ বিষয় ন্যায়সম্মত ও কোন্ বিষয় ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং কোন্ কর্ম্ম সৎ ও কোন্ কর্ম্ম অসৎ, ইহা স্থির করিতে মনুষ্য যতই চেষ্টা করে ততই তাহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি প্রকাশ পায়। এমন কি, এতদ্দেশীয় একেশ্বর-বাদিদের অনেক বিষয় উত্তম রূপে বুঝিবার সুযোগ থাকিলেও, তাঁহারা পাপ পুণ্যের সম্পূর্ণ স্পষ্ট লক্ষণ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। পাপ শব্দের যথার্থ কি অর্থ করেন, আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। কর্ত্তব্য বিষয়ক নিয়ম বেদে কিছুই নাই। রাজা রামমোহন রায় ও অন্যান্য লোকে ন্যায় অন্যায়ের যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি উত্তম বটে, কিন্তু সেই সকল মত কোথাহইতে পাওয়া গিয়াছে? এবং তৎসমুদায় যে সত্য তাহারই বা প্রমাণ কি? সকলি মনুষ্যকৃত; সুতরাং অত্যন্ত অপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক।

প্রসন্ন কহিলেন, তুমি এমন কথা বলিও না। ব্রাহ্মেরা প্রকৃতির আলোকহইতে কর্ত্তব্য নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ; সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণে তাহা দেদীপ্যমান রাখিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, আমরা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশক আর কোথাও পাইতে পারি না।

রামদয়াল বলিলেন, প্রিয়তম! আমি তোমাকে নিশ্চয়

বলিতেছি, প্রকৃতির আলোক (অথবা বট্‌লার যেমন বলিয়াছেন, প্রকৃতির অন্ধকার) অত্যন্ত অস্থির উপদেশক। অনেক স্থলেই অন্যান্য মনুষ্যের মতের সহিত প্রাকৃত-মতাবলম্বিদের উপদেশের অনৈক্য। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরই অনৈক্য। পরলোকসংক্রান্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যে প্রশ্ন, প্রকৃতির উপদেশানুসারে তাহা সম্ভাব্য-মাত্র জানিতে পারি। কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণ ইহাতে সন্তুষ্ট নহে, নিশ্চিত বিষয়ই আকাঙ্ক্ষা করে। কলিকাতার ব্রাহ্মদের মধ্যে এই অস্থিরতা দৃষ্ট হয়। তুমি জান, তাঁহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্ম মনুষ্যের মৃত্যুর পর আর অন্য লোক নাই, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তে এক খানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন। এই অস্থিরতার নিমিত্তে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। ইউরোপে ঐ রূপ যে মত প্রচলিত আছে, তাহার অপেক্ষা ইহাতে নূতন আর কিছুই নাই।

বিশেষতঃ পাপের বিষয় আলোচনা করিবার সময়ে, সর্ব্বদা আমার মনে এই সকল প্রশ্ন উদিত হইত। আমি পাপের উচিত দণ্ডহইতে কি প্রকারে মুক্ত হইব? সর্ব্ব-শক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও ন্যায়বান্ এক ঈশ্বর আছেন; আমি তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি; এখন কি প্রকারে উদ্ধার হইবে? কেই বা আমার নিমিত্ত সেই নিয়ম প্রতি-পালন করিবেন? দেখিলাম, অনুতাপ ও আত্মশুদ্ধি ব্য-তীত আরো কোন বস্তুর আবশ্যক আছে। অনুতাপ ও আত্মশুদ্ধি ভাবি পাপহইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু অতীত পাপহইতে কে মুক্ত করিবে? আমি দেখিলাম,

বাইবলে এই বিষয় উল্লিখিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। আমি এই পুস্তক ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া, ইহার সত্যতার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাইয়াছি। এখন ঐ পুস্তকে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য করিয়া থাকি; এবং অল্প বুদ্ধিপ্রযুক্ত উহার মত সকল সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি আর না পারি, কিন্তু অসন্দিগ্ধচিত্তে তৎসমুদায় বিশ্বাস করি। বাইবলে উক্ত আছে, "রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না।" যীশু খ্রীষ্ট "আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" কারণ "যখন আমরা ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম তখন ঈশ্বরপুত্র আপন মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বরের সহিত আমাদের পুনর্মিলন করিয়াছেন। এখন ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত হইয়া যীশুর জীবনদ্বারা আমাদের উদ্ধার হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" বিবেচনা করিয়া দেখ, এই সমুদায় বাক্য পাঠ করিয়া, পুণ্য কার্য্যদ্বারা মুক্তিলাভের মত সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্যের সদ্‌গুণদ্বারা আমি মুক্তি পাইব, যে মতে এই উপদেশ দেয়, আমি তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না।

প্রসন্ন কহিলেন, আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি; কিন্তু তোমার বলিবার সময় আমার অন্তঃকরণে আর একটী ভাব উদিত হইয়াছে। বিবেচক ও বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব হইয়া, যুক্তিবিরুদ্ধ কোন মত গ্রহণ করা কি আমাদের উচিত?

যাহা হউক, পুনঃসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত আমরা উভয়েই

এই বিষয় বিবেচনা করি। তাহা হইলে সেই সময়ে আমরা সম্পূর্ণ রূপে বিচার করিতে পারিব। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তোমার যে সকল আপত্তি আছে, তাহা বল; কিন্তু তুমি এমন বিবেচনা করিও না যে, আমি প্রায়শ্চিত্তের মতে সম্মত হইলাম। আমাদের যে এরূপ কথোপকথন হইবে, আমি অগ্রে তাহা জানি নাই, সুতরাং এখন তোমাকে উত্তর দিতে পারিলাম না; কিন্তু পুনঃ সাক্ষাৎকার সময়ে উত্তর দিব। রামদয়াল বলিলেন, প্রিয়তম! আমি ঈশ্বরসমীপে এই প্রার্থনা করি, তাঁহার মঙ্গলময় সত্য বাক্যের প্রতিকূল আপত্তি সকল আলোচনা করিবার সময়ে, তিনি যেন তোমাকে আপনার পবিত্র আত্মাদ্বারা শিক্ষা দেন; সমুদায় বিষয় তোমার নিকট বিশদ করেন; "এবং খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া তোমাকে জানান।"

অনন্তর রামদয়াল বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষদিগের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশু পরিবর্ত্তন দেখিয়া, উহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবার প্রারম্ভে, যখন আধুনিক পৌত্তলিক মত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতি প্রদর্শিত ধর্ম্মের অনুসন্ধান করা হয়, তৎকালে আমাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, প্রমাণ, ও ঈশ্বরদত্ত এবং ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে পাদরি ও অন্যান্য লোকের সহিত তর্ক বিতর্ক হয়। তাঁহারা অন্যান্য তর্কের মধ্যে উপনিষদের বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার প্রতি আপত্তি করিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে কেহই উহার খণ্ডন

করিতে পারেন নাই, সুতরাং বেদ অসত্য বলিয়া প্রতীত হইল। এই সকল কারণে কতিপয় বৎসরের মধ্যে পরিত্যক্ত হইল। ফলতঃ এখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার ব্যবহার ও মতের স্মরণার্থক চিহ্ন মাত্র বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা যেমন ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া উহার সম্মাননা করিতেন, এক্ষণে আর সে রূপ করা হয় না।

এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া, আমার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমাদের শিক্ষক ও অধ্যক্ষ কে? যথার্থ জ্ঞান কোথায়? আমাদের প্রমাণ কি? আমি আপনাপনি এই সকল প্রশ্ন করিলাম। এক সময়ে যে সকল লোক ঐ সমুদায় বেদ ঈশ্বরোক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিছুকাল পরে আবার সেই সকল লোকই তাহা অস্বীকার করিতেছেন। অতএব দেখ, এত প্রয়োজনীয় বিষয়েও আমরা কেবল অব্যবস্থিত চিত্ত ভ্রান্ত মনুষ্যদের দ্বারা চালিত হইতেছি।

আমার ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর, উহাতে আর একটী মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা প্রকৃতিদত্ত উপদেশের সাধারণ মতে সন্তুষ্ট না হইয়া, ইউরোপ ও আমেরিকাহইতে সহজ জ্ঞানের মত আনয়ন করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন উহা প্রচলিত করিবার নিমিত্তে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই রূপে ইতিমধ্যেই তাঁহারা দুই সম্প্রদায় হইয়াছেন। নিশ্চিত বস্তুই আত্মার অভিলষণীয়, আত্মা ক্ষমা ও পরলোক বিষয়ে বিশ্বসনীয় স্থিরতাই

অভিলাষ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই সকল বিষয়ের কিছুই না পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলাম।

প্রসন্ন বলিলেন, উহা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কোন যুক্তি হইতে পারে না।

রামদয়াল কহিলেন, হাঁ, তোমার কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য বটে। যে সমুদায় স্থির যুক্তিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণ হইয়াছে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া, খ্রীষ্টান্ হইয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে তৃপ্তি না হওয়াতেই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে আমার মন আকর্ষিত হয়। এমন বিবেচনা হইল যেন আমরা কতকগুলি মনুষ্য একখানি জাহাজে রহিয়াছি; কোন মানচিত্র বা যন্ত্র সঙ্গে নাই; মস্তকের উপরে অন্ধকারময় আকাশ রহিয়াছে; পথপ্রদর্শকদিগের মধ্যেই পরস্পর অনৈক্য; আমরা ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু কোথায় যাইতেছি তাহা জানি না।

এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদের জাতিভেদ বিষয়ে ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি। জাতিভেদের দোষ অসংখ্য ও অনুরোধ অন্যায়। আমরা ভিন্ন জগতের কোন জাতিই উহার দাস নহে। ব্রাহ্মদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই তাহা দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু কাহাকেও মুক্ত হইতে সচেষ্ট দেখা যায় না। প্রকৃতি সর্ব্বত্র এই জাতিভেদের দোষ প্রকাশ করে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উহার সম্মাননা ও রক্ষা করিতেন বলিয়া, প্রকৃতির শিষ্য হইয়াও তাহা পালন করিতেছি।

পৌত্তলিকতার বিষয়েও সেই রূপ দেখা যায়। একমাত্র ঈশ্বর আছেন, আমরা সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকি। অতএব দেবতারা দেবতা নয়; তাহাদের অস্তিত্ব নাই; প্রতিমূর্ত্তি কল্পনামাত্র; এবং তাহাদিগকে পূজা করা নিষ্ফল ও মিথ্যা। সত্য পরমেশ্বরকে পূজা না করিয়া উহাদিগকে অর্চ্চনা করিলে, তাঁহার প্রতি অবমাননা করা হয়। কিন্তু আমি ব্রাহ্মদিগকে প্রত্যহই তাহা করিতে দেখিতে পাই। যত দিন বাড়ীতে ছিলাম, তত দিন আমাকে করিতে হইত। প্রসন্ন! তোমাকেও করিতে হয়। আর তুমি জান, আমাদের বন্ধু কেশব, কাশী ও অন্যান্য শত২ লোকে তাহা করিয়া থাকেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা সকলেই পৌত্ত-লিকতার প্রতিপোষণ বিষয়ে সাহায্য করিতেছিলাম। এক্ষণকার লোকদিগের মধ্যে আমরা শিক্ষিত; অন্যা-ন্য লোকের অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক জ্ঞানী ও সভ্য বিবেচনা করিয়া থাকি; কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে এপর্য্যন্ত যত প্রকার কুরীতি প্রতিপালিত হইয়াছে, তৎসকলের অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ অধিক-তর মন্দ, এই দুই কুরীতির রক্ষাতে আমরাই সাহায্য করিতেছিলাম।

এই রূপ করাতে আমার লজ্জাবোধ হইত। আমি জানি, আমরা আত্মীয়বর্গকে ভয় করিয়া দুঃখিত ও সঙ্কুচিত মনে পিতা মাতার আচার ব্যবহার ও মত সকলের সম্মাননা করিতাম। কিন্তু সত্যের অধিক আ-দর ও মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের অধিক সম্মান করা উচিত,

এবং যাহাতে তাঁহার অবমাননা করা হয়, তাহাতে লিপ্ত থাকা উচিত নহে, মনোমধ্যে এই সমুদায় ভাব উদিত হইত। অতএব বিষম বিপদ উপস্থিত হইলেও সাহস ও বিশ্বাস অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা সত্যানুসরণ করাই আমার কর্ত্তব্য বোধ হইল।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি যত্নসহকারে নূতন ধর্ম্মনিয়মের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলাম, আমার ইচ্ছা সমুদায় আদি খ্রীষ্টানদের বিবরণদ্বারা দৃঢ়ীভূত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। আমি ক্রমে২ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, যিনি আমার অন্তঃকরণে এই সমুদায় ভাব অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট আমার অভাব সকল দূর করিলেন। তিনি আমাকে যে সত্যে প্রেম করিতে উপদেশ দিলেন, আমি তাহার অনুসরণ করিলাম; এবং তন্নিমিত্তই আমি খ্রীষ্টান্ হইয়াছি।

রামদয়ালের ধর্ম্মানুরাগে ও সৎসাহসে প্রসন্ন মোহিত হইলেন, এবং তাঁহার উৎসাহ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আরো অধিক ক্ষণ কথোপকথন চলিত, কিন্তু সেই দিন রাত্রিতে তাঁহার সহিত প্রসন্নের শ্বশুরের দেখা করিতে আসিবার কথা ছিল, তাঁহার তাহা স্মরণ আছে কি না, নব জিজ্ঞাসা করাতে বন্ধ হইল।

প্রসন্ন বলিলেন, না, আমি তাহা ভুলি নাই, এখনো অধিক রাত্রি হয় নাই। এই কথা বলিয়া, কটা বাজিয়াছে, রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামদয়াল বলিলেন, নয়টা বাজিতে পাঁচ মিনিট আছে।

এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা দুই সহোদরেই একেবারে উঠিলেন; এবং অতিবিনীত ভাবে সত্বর রামদয়ালের নিকট বিদায় লইলেন।

তাঁহাদের গমনের পূর্ব্বে প্রসন্ন রামদয়ালকে কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলেন, রামদয়াল! তুমি কিছু দিনের নিমিত্তে আমাকে একখানি বাইবল দিতে পার? আমি বাড়ীতে যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতে অভিলাষ করি।

রামদয়াল এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! তুমি এত দিন সেই মঙ্গলময় পুস্তক পাঠ কর নাই?

প্রসন্ন বলিলেন, না, আমি পাঠ করি নাই। এই কথা বলিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি আদি ভাগের ইতিহাস এক বার সামান্য রূপে পাঠ করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে আমার অত্যন্ত আমোদও হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেমন করিয়া পাঠ করা উচিত, সে রূপ পাঠ করা হয় নাই।

তোমার বাঙ্গালা না ইংরাজী বাইবল চাই? রামদয়াল তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রসন্ন কহিলেন, আমার বাঙ্গালা বাইবল ভাল বোধ হয়। ভিন্ন ভাষা অপেক্ষা আপন ভাষায় কথিত ভাব সকল অতিশয় হৃদয়রঞ্জক হয়।

আমারো ঐ মত; এই কথা বলিয়া রামদয়াল তাঁহাকে একখানি পুস্তক দিলেন, এবং "ঈশ্বর তোমাকে যথার্থতঃ পাঠ করিতে জ্ঞান ও প্রসাদ বিতরণ করুন" এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

বাটী গমন কালীন দুই ভ্রাতার মনোমধ্যে ভিন্ন২ ভাবের উদয় হইল। বিরোধি চিন্তায় প্রসন্নের অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মকি ,সত্য? অথবা ইহার সমুদায় বিষয়ই অমূলক? এই ধর্ম্মের শিক্ষা সকল কি যথার্থই অনিশ্চিত? এই ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা কি যথার্থই আপনাদের চতুঃপার্শ্বস্থ পৌত্তলিক ধর্ম্মের পোষকতা করিয়া থাকে? ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে কি কোন বিশ্বাসকর যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা নাই? খ্রীষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক মতই বা কেমন অদ্ভুত! তাহারা কহে, যে পরমেশ্বর এক জন নির্দ্দোষির উপর পাপিদিগের প্রাপ্য ক্লেশ ও যন্ত্রণাভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই মত এরূপ অলৌকিক যে, সত্য হইলে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। পাপিদের নিমিত্তে ঈশ্বরপুত্রের প্রাণত্যাগ! ইহা কি অদ্ভুত প্রীতি! সেই প্রীতি আমাদিগের বোধগম্য নহে।

প্রসন্ন পথে যাইতে২ এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ঐ সমুদায় ভাব প্রকাশ করিলেন না। নব যে তাঁহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিতেন না; তিনি ইহা জানিতেন। নব আহ্লাদে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিলেন; সুতরাং সেই সমুদায় কথোপকথন তাঁহার হৃদয়হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি কেবল রামদয়ালের নূতন পরিচ্ছদের নিন্দা করিয়া, আমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে পরিবারবর্গ আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের নিমিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, এবং পিতা, মাতা

ও পিতামহী গম্ভীর পরামর্শে নিযুক্ত আছেন। এ রূপে স্ত্রী পুরুষগণের একত্রে বসিয়া পরামর্শ করা হিন্দু পরিবারের মধ্যে অতি বিরল। মহেন্দ্র বাবু প্রসন্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রসন্ন! তোমার শ্বশুর আজি সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়াছিলেন, তুমি জান? আমরা তোমার পুনর্ব্বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করিয়াছি: চারি দিন পরে সম্পন্ন হইবে। পুনর্ব্বিবাহের অর্থ এই যে, এই সংস্কারদ্বারা স্ত্রীকে পতির রক্ষণাবেক্ষণে অর্পণ করা হয়। সচরাচর পুনর্ব্বিবাহের ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে বালিকার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতাবৎকাল সে সন্তানের ন্যায় পিতৃগৃহেই বাস করে। পুনর্ব্বিবাহ হইবার পূর্ব্বে পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী প্রকৃত বিধবারূপে পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে বিধবাদের প্রতি যে সকল কঠোর ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে তৎসমুদায় পালন করিতে হয়; এবং সে আর কখনই বিবাহ করিতে পারে না।

কিন্তু মহেন্দ্র বাবু আরো কহিলেন, প্রসন্ন! এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? তুমি জান, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শ্বশুরের আসিবার কথা ছিল, তুমি তাহা জানিয়াও, তাঁহাকে এই রূপ অবহেলা করিলে। আমি ভাবিয়াছিলাম, শ্বশুরের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তুমি তাহা উত্তম রূপ জান। ভাল এখন ও কথা থাকুক, বল, তুমি কোথায় গিয়াছিলে?

প্রসন্ন বলিলেন, আমার এক বন্ধুর নিকট একখানি

পুস্তক চাহিয়াছিলাম, সেই খানি তাঁহার নিকটহইতে আনিতে গিয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া, মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, ও কেবল দোষ কাটাইবার উত্তর। এখন তোমার সেই বন্ধু কে, ও সেই পুস্তকের নাম কি, এবং আনিতে কেন তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইল তাহা আমাকে বলিবে? যদি সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে, তুমি অধিক দূরে যাও নাই, ঐ ও রাস্তায় গিয়াছিলে।

পিতার ঈদৃশী জিজ্ঞাসাতে, প্রসন্নের আপাদমস্তক ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। বাইবলখানি পরিত্যাগ করিবার ভার তাঁহার অসহ্য বোধ হইল, এবং পিতার নিকট মিথ্যা কহিতেও প্রবৃত্তি হইল না। অতএব, সত্যও হয় অথচ আপনার গোপনীয় বিষয়টা প্রকাশ না হয়, তিনি এমন একটা উত্তর ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার এই ভাবভঙ্গি দেখিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক, এমন সময়ে সৌভাগ্যক্রমে নব আসিয়া বলিলেন, বাবা! আমরা যাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, তিনি এখানহইতে অনেক দূরে বাস করেন; অতএব যাতায়াতেই অধিক সময় গিয়াছে।

মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসিলেন, ভাল, তিনি কে?

নব বলিলেন, বাবা! তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, কিছু দিন হইল খ্রীষ্টানি পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর এমন বোধ হয়, তাঁহার উহা ভাল লাগিয়াছে। দাদা আর আমি তাঁহাকে সেই পুস্তকের উপহসনীয় ভ্রম সকল দেখাইয়া দিতেছিলাম। এই রূপে আমাদের রাত্রি হই-

য়াছে, আমরা জানিতে পারি নাই। মহেন্দ্র বাবু প্রিয়তম পুত্রের ঈদৃশ সময়মত উত্তর শুনিয়া শান্ত হইলেন, এবং বলিলেন, ভাল, আমি যে ভয় করিয়াছিলাম, তোমরা তদপেক্ষা উত্তম কার্য্যে নিযুক্ত ছিলে।

কিন্তু প্রসন্ন ইহাতে সন্তুষ্ট ও সুখী হইলেন না। তাঁহারা যে এক জন খ্রীষ্টানের নিকট গিয়াছিলেন ও নব যে সেই প্রধান কথাটী গোপন করিলেন, তাঁহার তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কোন প্রকারে পিতাকে ইহা জানাইতে অভিলাষ করিয়া, বলিতে উদ্যত হইলে, নব তাঁহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে সঙ্কেত করিলেন। তিনিও তাহাই করিলেন। কিন্তু সেই প্রতারণাতে তাঁহাদের কিছুই হইল না। পুস্তকের বিষয়ে অতিশয় সন্দেহ হওয়াতে, মহেন্দ্র বাবু সে কথা বিস্মৃত হইলেন না। গোপন করিবার অনেক চেষ্টার পর, অবশেষে তাঁহাদিগকে আপনাদের গোপনীয় সম্পদ বাহির করিয়া দিতে হইল। উহা দেখিয়া, মহেন্দ্র বাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে পুস্তকখানি ভূমিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; তৎপরে দগ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে সেই পুস্তকরত্ন ভস্মসাৎ হইল।

হায়! প্রসন্নের অতি যত্নের সেই পুস্তকরত্ন নষ্ট হইল। সেই রাত্রিতেই ইহা গোপনে পাঠ করিবেন, এই মনে করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নবৎ অন্তর্হিত হইল। বাইবলের সত্য বাক্য ও জ্ঞানের কথা সকল অবগত হইবেন, এই অভিলাষ একেবারেই নিরাশ হইল। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয়

এই যে, ত্রাণকর্ত্তার প্রেমের বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা করিবেন বলিয়া. তিনি আপনার অন্তঃকরণে যে আশা-বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইবামাত্র, শুষ্ক হইল। ফলতঃ উহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নযুগলহইতে অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। ইহাতে মহেন্দ্র বাবু আরো ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার এই আশঙ্কা হইল যে, আপনি যে রূপ ভাবিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানি পুস্তক আপনার পুত্রের মন তদপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া সন্তানদ্বয়কে এত গালি দিলেন যে, অবশেষে তাঁহারা আহার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। বাটীতে বাইবল আনাতে বাটীর সকলেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, প্রসন্ন ইহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন। আপনি পিতামহীর নিকট অত্যন্ত তিরস্কৃত হইবেন, এমন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল তিনিই সেই গুরুতর দোষের কোন কথা না বলিয়া, তাঁহার নিরাশতায় শুদ্ধ দুঃখিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রসন্ন ঘরের ভিতরহইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা তাঁহাকে অন্তরালে. ডাকিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, প্রসন্ন! তোমার পিতা তোমার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন। তুমি পুস্তকের নিমিত্তে কিছু মনে করিও না। আমি কালি সকালে তোমার ক্ষতির প্রতীকার করিব। প্রসন্ন পিতামহীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি তাঁহার এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং উপরে

উঠিবার সময় মনে২ ভাবিলেন, হায়! ঠাকুরমা কালি আমাকে হয় কতকগুলি মিষ্টান্ন দিবেন, নয় আপনার হাতে আমার জন্য ব্যঞ্জন পাক করিবেন। তিনি অথবা আর কেহই যে আমার ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন না, তিনি ইহা কিছুই ভাবেন নাই।

প্রসন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মের সমুদায় প্রমাণ বুঝিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, অনন্ত কালের নিমিত্তে বিনষ্ট হইতে হইবে, তাঁহার মনে এই রূপ চিন্তা আরম্ভ হইয়াছিল। এই নিমিত্তই তাঁহার পরিবারের অন্যান্য লোকে যে পুস্তককে অকর্ম্মণ্য ও অনিষ্টকারক বোধ করিলেন, সেই পুস্তকের প্রতি তাঁহার তাদৃশ যত্ন হইল। তিনি পিতামহীর বিষয়ে যে অনুমান করিয়াছিলেন, সে তাঁহার ভ্রমমাত্র ছিল। তিনি পরদিন আপন গৃহহইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা অতিসাবধানে একখানি পুস্তক বস্ত্র মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া, তাঁহার নিকট আসিলেন, এবং "দেখ, আমার এই বিষয়টী সাবধানে গোপন রাখিবে," কাণে২ এই কথা বলিয়া, তাঁহার হাতে সেই পুস্তকখানি দিয়া, তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। প্রসন্ন ইহাতে বিস্মিত হইয়া আপনার ঘরে আসিলেন; এবং সেই খানি কি পুস্তক জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দ্বার রোধ পূর্ব্বক পাত উল্‌টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই খানি নূতন ধর্ম্মনিয়ম জানিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। পূর্ব্ব পুস্তকখানির ন্যায় সেই খানির কাগচ শাদা, অক্ষর পরিষ্কার, ও ভাষা সুললিত ছিল না বটে, কিন্তু উহাতে

সেই মঙ্গলময় সত্য বাক্য ও বিনষ্টপ্রায় পাপিদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রেম লিখিত ছিল। চল্লিশ বৎসরেরো অধিক কাল হইল, যে পুস্তকখানি প্রসন্নের পিতাকে দেওয়া হইয়াছিল, সেই পুস্তক। যে ব্যক্তি ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিয়া ঐ পুস্তকখানি দিয়াছিলেন, তিনি এখন স্বর্গগত হইয়াছেন। "জলের উপরে তোমার ভক্ষ্য ছড়াইয়া দেও, তাহাতে অনেক দিনের পরে ফল পাইবা" এই অলৌকিক প্রতিজ্ঞার কি আশ্চর্য্য পরিণাম!

প্রসন্ন উহা পড়িলেন, এবং অনেক বিবেচনা করিলেন বটে, কিন্তু উহার অনেক বিষয় বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ পরের তিন দিন, বাটীতে এত গোলযোগ হইল যে, তিনি কোন প্রকারেই উহা পাঠ করিবার সুযোগ পাইলেন না; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি হইল না। বাটীর পরিবারবর্গ বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা তাঁহার স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন। প্রত্যেকেরই যার পর নাই আনন্দ হইল। নূতন বধূকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া, প্রসন্নের মাতা ও পিতামহীর আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তাদৃশ আনন্দিত হইলেন কেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু পিতা মাতারা আপন সন্তানদিগকে সংসারী দেখিয়া যে রূপ আহ্লাদিত হন, আর কিছুতেই সে রূপ হন না, সকলেই ইহা জানেন। সৌদামিনী ও নিস্তারিণী নামে আর দুই বধূ ইতিপূর্ব্বেই পতিগৃহে (অথবা শ্বশুরগৃহে বলিলে হানি নাই) বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা আমোদ প্রমোদ করিয়া নিষ্কর্ম্মে দিন কাটাইবার আর এক জন

সঙ্গী পাইবেন ভাবিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। নব শুনিয়াছিলেন যে, নূতন ভ্রাতৃপত্নী লেখা পড়া জানেন। আপনার পরিচিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এটী অতি অসাধারণ গুণ। হিন্দু ব্যবহারানুসারে প্রসন্নের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া, আপনি তাঁহার ভার্য্যার সহিত অনায়াসেই কথাবার্ত্তা কহিতে পারিবেন, এই সকল ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; এবং নূতন ভ্রাতৃপত্নীকে লেখা পড়া শিখাইবার ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবার নিমিত্তে উৎসুক হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকুমার ও চন্দ্রকুমার প্রসন্নের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার পত্নীর সহিত কখনো কথাবার্ত্তা কহিতে, অধিক কি! তাঁহার মুখ দেখিতেও তাঁহাদের প্রতি নিষেধ ছিল; তথাপি তাঁহারা আমোদ করিতে লাগিলেন। নব পুত্রবধূ অত্যন্ত হিন্দু, রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া, মহেন্দ্র বাবু পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, উহাতে আপনার পুত্রের অনেক উপকার হইবে।

পরিবারবর্গের মধ্যে প্রসন্নই কেবল উদাসীন ছিলেন। পিতা মাতা মনোনীত করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন; তিনি বিবাহের পর আপন পত্নীকে যদিও কখন২ দেখিয়াছিলেন, ও সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরস্পারের আন্তরিক ভাব ও অভিপ্রায় কিছুই জানিতে পারেন নাই। অন্যান্য দেশে যে আন্তরিক ও মানসিক সম্বেদনায় পতি ও পত্নী দাম্পত্যসূত্রে সম্বদ্ধ হন, প্রসন্ন আপন পত্নীর নিকট সে আশা করেন

নাই। তাঁহার স্ত্রী প্রায় সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ছিলেন। পিতার অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকিতেন, এবং আপন বাটীর ভিতরের ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না। অধিক কি! ইতিহাস ও ভূগোল যে কি পদার্থ, তাঁহার তাহা কিছুই বিদিত ছিল না। অতএব ঈদৃশী ভার্য্যার সহিত কোন্ বিষয়ে তাঁহার মিলন হইতে পারে? প্রসন্ন এই সমুদায় ভাবিয়া, প্রথমতঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; অবশেষে সেই সমুদায় চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন, এবং পত্নীকে শিক্ষিত করিয়া, আপনার অনুরূপ সহচারিণী করিবেন মনে২ এই প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু আপন প্রতিজ্ঞায় নিশ্চয়ই যে কৃতকার্য্য হইবেন, সম্পূর্ণরূপে এই আশা করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি অতিশয় উদাসীন ভাবে উপস্থিত সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। প্রসন্ন শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। দর্শনাগত মহিলাগণে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ হইল। তিনি তাঁহাদের উৎসব ও আনন্দধ্বনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন। পুরুষমাত্রেই এই ক্রিয়াতে নিমন্ত্রিত হন নাই। প্রসন্ন উপস্থিত হইবার কিছু কাল পরেই একটী ঘরে নীত হইলেন। সে খানে অন্য লোক আর কেহই গেল না। তথায় তিনি চতুর্দশ বর্ষীয়া সৌম্যমূর্ত্তি আপন পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। ভার্য্যার নাম কামিনী; কামিনীর দীর্ঘ ছন্দ, প্রশান্ত মূর্ত্তি, সুঠাম গঠন, আকর্ণ বিশ্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুঃ, প্রশস্ত ললাট, নেত্রপত্র পক্ষ্মল, তাঁহার আপাদলম্বিত সুন্দর কেশপাশ সুগন্ধ তৈলমিশ্রিত করিয়া বদ্ধ ও সিন্দূরে সুশোভিত,

কথাবার্ত্তা মৃদু ও মিষ্ট, এবং বিনয়ই যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার বদনে স্বরূপে অবস্থান করিতেছে। তিনি অলঙ্কারে একেবারেই আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার মণিবন্ধে তিন প্রকার ভূষণ, কণ্ঠদেশে চিক ও মুক্তার মালা, কেশপাশ মহামূল্য প্রস্তরখচিত স্বর্ণময় শিরোভূষণে সুশোভিত, নাসিকায় নথ, কর্ণে ঝুম্‌কা এবং ঝুম্‌কার প্রত্যেক পাতার অগ্রভাগে এক একটী মণি, বাহুযুগল সুগঠিত স্বর্ণময় বাজু ও তাবিজে অলঙ্কৃত;এবং পদদ্বয়ে কেবল রূপার আট গাছা মল। পায়ে পরিয়া স্বর্ণের অবমাননা করিলে সেই মহামূল্য ধাতুতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই কুসংস্কার থাকাতেই হিন্দুরা পায়ে স্বর্ণ অলঙ্কার পরিধান করেন না।

গৃহে প্রবিষ্ট হইবার সময়, কামিনীকে ম্লান ও ক্লান্ত বোধ হইল। তিনি সঙ্কুচিতভাবে পতির প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তাঁহার তাদৃশ ভাব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বদিন তাঁহাকে পৌত্তলিক ধর্ম্মের একটী অতি জঘন্য আচার করিতে হইয়াছিল। সেই আচার এত জঘন্য যে পৌত্তলিকেরাও উল্লেখ করিতে লজ্জিত হয়। কিন্তু অদ্যাবধিও কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভদ্র, কি নীচ, সকল হিন্দু পরিবারের মধ্যেই প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্বদিন ঐ ব্যবহার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বিবাহের সমুদায় বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র লেখাই যথেষ্ট যে কামিনীর আত্মীয় স্ত্রীগণ কতকগুলি প্রতিবেশিনী রমণীর সহিত অন্তঃপুরের উঠানে একত্র হইলেন। তথায় তাঁহারা একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া, তাহার মধ্যস্থলে কামিনীকে

বসাইলেন; এবং তাঁহার ও পরস্পরের গাত্রে হরিদ্রা-মিশ্রিত কাদা ছিটেয় দিলেন। এই সময়ে নানাবিধ কুৎসিত তামাসা, অনুচিত কথাবার্ত্তা ও অতি অশ্লীল গান করিয়া পাগলের ন্যায় কন্যার চতুর্দ্দিগে সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রী লোকের সাক্ষাৎ-কার পর্য্যন্ত অপবিত্র বিবেচনা করা উচিত, তাহারাও ইহাতে মিলিত হইল। আমাদের আর অধিক বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা নিষ্ঠুর-রূপে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইয়াও যে পাপের অদ্বিতীয় নিবারক মানসিক ও আন্তরিক পবিত্রতা রক্ষা করেন না, ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

সমুদায় প্রস্তুত হইলে, তোমাদিগকে দ্বিতীয় বার সংযোজিত করিবার নিমিত্ত পুরোহিত উপস্থিত হইয়াছেন, প্রসন্ন ও কামিনীকে এই কথা বলা হইল। তিনি আলো চাউল, ফুল, গঙ্গাজল এবং চন্দন দিয়া, "হে মহা-প্রভাসম্পন্ন সূর্য্য! স্বয়ং ঈশ্বর! জগতের আলোক! বিষ্ণুর শক্তি! বিশ্বের প্রভো! পবিত্র আত্মন্! শ্রমশক্তি-দাতঃ! হে সহস্ররশ্মি! আমাদের পূজা গ্রহণ কর; এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও" এই মন্ত্র পাঠ করিলেন। প্রসন্নও রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, ঐ মন্ত্র পড়িলেন। অনন্তর পুরোহিত অন্যান্য অনেক মন্ত্র পাঠ করিলেন। বর কন্যা তাঁহার আদেশানুসারে অঞ্জলি বদ্ধ ও পরস্পরের মস্তক স্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য করিলেন। তৎ-পরে একটী প্রার্থনার পর ক্রিয়া সমাপন হইল। সেই প্রার্থনা এস্থলে উল্লেখের যোগ্য নহে। আমরা তৎকালে

প্রসন্নের অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে পারিলে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার জায়মান অভক্তি যে সেই দিনের ক্রিয়াতেই অত্যন্ত বদ্ধমূল হইল, তাহা দেখিতে পাইতাম। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, যে ধর্ম্ম এত অপবিত্রতায় মিশ্রিত, তাহা বিশুদ্ধি, পবিত্রতা ও সত্যের উৎস ঈশ্বরহইতে কোন প্রকারেই উৎপন্ন হইতে পারে না।

উল্লিখিত ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত দশবিধ ধর্ম্মক্রিয়ার মধ্যে নবম। প্রত্যেক মনুষ্যের স্বয়ং অথবা তাঁহার প্রতিনিধিদ্বারা জীবনাবধি পর্য্যায়ক্রমে এই সকল ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। জন্মের পূর্ব্বে দুটী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎপরে নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি হইয়া থাকে—জাতকর্ম্ম; নামকরণ; অন্নপ্রাশন; কর্ণবেধ; উপনয়ন; বিবাহ; পুনর্ব্বিবাহ; এবং শ্রাদ্ধ।

পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইলে, মহা উৎসব হইতে লাগিল। প্রসন্নের শ্বশুর মহা সমারোহে দর্শনাগত স্ত্রীলোকদিগকে ভোজ দিলেন; এবং নৃত্য গীতাদি আমোদ হইল। অনন্তর বর কন্যা বিদায় হইলেন। কন্যা আচ্ছাদিত. পাল্কীর মধ্যে নীত হইলেন। বাহকেরা আসিবার পূর্ব্বে, তাহারা ও অন্যান্য লোকে তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিতে পাইবে না বলিয়া, নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহাকে উহার মধ্যে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে পিতৃগৃহে যেরূপ রুদ্ধ ছিলেন, তদপেক্ষা অধিকতর রুদ্ধ হইতে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুনর্ব্বিবাহের পর বাহকগণ নববধূ কামিনীকে যে বাটীতে লইয়া গেল, তাহা অধিকাংশ হিন্দুদের বাটীর রচনাপ্রণালীক্রমে নির্ম্মিত। দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় চৌত্রিশ হস্ত একটী সুন্দর অনাবৃত উঠান আছে; উত্তরাভিমুখ হইয়া সেই উঠানে প্রবেশ করিতে হয়। সম্মুখে কালী, দুর্গা, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবতা পূজা করিবার দালান উঠানহইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। দালানে নানা প্রকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে; তৎসমুদায় ধূলিধূসরিত ও অপরিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে। কেবল উৎসবদিবসেই সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত ও বিবিধ শোভাকর বস্তুতে সুসজ্জিত হইয়া থাকে। ঐ অনাবৃত উঠানের চতুর্দ্দিকে ছাদযুক্ত অল্প পরিসর বারাণ্ডা আছে, তাহাকে চকমিলান কহে। বারাণ্ডার পশ্চাদ্ভাগেই দুই সারি ছোট ছোট কুঠরী আছে। ঐ সকল কুঠরীতে বৈঠক ও মজলিস হইয়া থাকে, এবং বাটীর অবিবাহিত পুরুষেরাই উহাতে শয়ন ও বিশ্রামাদি করে। বাটীর এই অংশের সমুদায় ভাগকে সদর বাটী বলে। বাহিরের লোকেরা কেবল এই খণ্ডই দেখিতে পায়। অন্যান্য মহল তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। দালানের পশ্চাদ্ভাগে ঐ প্রকার আর একটী উঠান আছে, উহারও চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা ও বারিকের মত কুঠরী সকল রহিয়াছে। বাটীর এই খণ্ডকে অন্তঃপুর কহে। অন্তঃপুরহইতে সদর বাটীর উঠানে যাইবার একটী গুপ্ত পথ আছে।

যে সকল স্ত্রীলোক সচরাচর সদর বাটীতে আসিতে পারে না, তাহারা পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে অন্যের অদৃষ্ট হইয়া সেই গুপ্ত পথ দিয়া দালানে উপস্থিত হয়। অন্য সময়ে তাহাদের তথায় আসিতে নিষেধ আছে, এমন কি, যে সময়ে অতি সমারোহে পূজাদি হইয়া থাকে তৎকালেও তাহারা সর্ব্বদা দালানে গতায়াত করিতে পারে না। তাহারা অন্তঃপুরেই থাকে। অন্তঃপুরের মধ্যে ঠাকুর ঘর আছে। উহা অতি পবিত্র স্থান, বাটীর পরিজনদিগের মধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রায় অনেকেই প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুরপ্রণামাদি করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যাহাদের নিত্য পূজা আহ্নিক প্রভৃতি করা অভ্যাস আছে, তাহারা ঠাকুরঘরেই তাহা সম্পন্ন করে। অন্তঃপুরের মধ্যে আর যে সকল গৃহ আছে, তাহাতে রন্ধন, শয়ন ও ভোজন প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বাটীর স্ত্রীলোকেরা কেবল ঐ সকল নির্জ্জন বড়২ কুঠরী ও বারাণ্ডাতেই পরস্পর মিলিত হইতে ও কথোপকথন করিতে পারে; সদর বাটীর উঠানে অথবা তৎসংলগ্ন কুঠরীতে যাইতে তাহাদের একেবারে নিষেধ।

মহেন্দ্র বাবুর ঐ রূপ বাটী। সেই বাটীটী দোতালা। দ্বিতীয় তল অন্যান্য বিষয়ে ঠিক প্রথম তলের মত; কেবল দালানটী দোতালা নহে; উহার একটীমাত্র ছাদ। এই নিমিত্ত দালানটী দেখিতে যে রূপ সুন্দর, অন্যান্য অংশ সে রূপ নহে। যদি বল ঐ বাটীতে অধিক কুঠরী। সত্য। কারণ হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা ধনাঢ্য, তাঁহারা প্রায়ই বহু-সংখ্যক আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণ করেন, এবং নিজ বা-

টীতে থাকিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আশ্রয় দেন। বাটীর পরিবারদিগের মধ্যে যাহারা বিধবা, গৃহস্বামির সহিত তাহাদের নিকটসম্বন্ধ না থাকিলেও, তাহারা বিবেচনা করে, যে আমাদের ভরণ পোষণ ও আনুকূল্য করা ইহাঁরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এই বিবেচনা করিয়া, তাহারা তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়ে।

মহেন্দ্র বাবু এই সকল প্রাচীন রীতি পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকেও অনেক গুলি লোককে প্রতিপালন করিতে হইত। মাসী, ছোট পিসী, পিতৃব্যপুত্রের বধূ, বিধবা ভাগিনেয় বধূ, খুড়্‌শাশুড়ী এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ, ইহারা সকলে তাঁহার পরিজন মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহার মাতা তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেও ভরণ পোষণ করিতে হইত। মাতার প্রতি যে রূপ ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত, মহেন্দ্র বাবুর তদ্বিষয়ে অণুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা রাজেন্দ্র বাবুও পৈতৃক বাটীর অধিবাসী ছিলেন। পাঠকগণের স্মরণে থাকিতে পারে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, এই ব্যক্তি শৈশবাবস্থায় অকাল মৃত্যুর হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ইনি অদ্যাপি বলিষ্ঠাবস্থায় যুবক পুত্রদ্বয়ের সহিত জীবিত থাকিয়া কালযাপন করিতেছিলেন। ইহাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিবার অব্যবহিত পরেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। তদবধি ইনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। মহেন্দ্র বাবুর একটী অনাথ পিতৃব্যপুত্রও সেই বাটীতে বাস করিত। তিনি তাহার প্রতি সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন। যে সময়ের

কথা বলা যাইতেছে, তৎকালে মহেন্দ্র বাবু সমারোহে তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁ-হার প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়। এ দিকে তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে তিন জন বিবাহিত হইয়াছিলেন। সূর্য্য-কুমারের দুই ও চন্দ্রকুমারের এক পুত্র ছিল। মহেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা হেমলতা, তাঁহার পত্নী ও তিনি স্বয়ং, সমুদায়ে তাঁহার চব্বিশ জন পরিবার। এতদ্ব্যতীত অনেক দাস দাসীও ছিল।

প্রসন্নের পুনর্ব্বিবাহের পর প্রায় তিন মাস অতীত হইলে, এক দিবস সূর্য্যকুমারের পত্নী সৌদামিনী অন্যমনস্কা হইয়া বারাণ্ডাতে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার শিশু সন্তান গোপাল তদীয় পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে কামিনী একখানি রামায়ণ পুস্তক হস্তে লইয়া আপনার কুঠরীহইতে বহির্গতা হইলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বারাণ্ডার রেলে ঠেস্ দিয়া ভূমিতেই বসিলেন। অনন্তর বাঙ্গালিরা যে প্রকার বিশেষ স্বরে বাঙ্গালা কাব্য পাঠ করিয়া থাকে, সেই রূপ স্বরে তিনি রামায়ণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৌদামিনী বলিলেন, "কামিনি! তো-মার এই পুস্তক দেখিয়া আমার স্মরণ হইতেছে যে আমি তোমার নিকট শিবপূজা শিক্ষা করি, এবং তুমি যে রূপ প্রতিদিন প্রাতঃকালে শিবপূজা করিয়া থাক, সেই রূপ আমিও করি, ইহা গোপালের পিতার নিতান্ত অভিপ্রেত।" কামিনী বলিলেন, "দিদি! তুমি স্বয়ং পাঠ করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে শাস্ত্রে যে সকল পুজার বিধি আছে, তৎসমুদায়ই সম্পন্ন করিতে

পারিবে। আমাকে অনুমতি করিলে, আমিই তোমাকে পড়াইতে পারি।”

সৌদামিনী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, না কামিনী! তাহা কোন প্রকারেই হইবে না, আমি পুস্তক পাঠ করিলে গোপালের পিতা আমার প্রতি অত্যন্ত রাগ করিবেন; এবং কি প্রকারেই বা আমি সন্তানদিগকে লালন পালন করিব? বিশেষতঃ আমাদের বংশে কেহই কখন পড়া শুনা করে নাই, আমাকেই প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে। পুরুষানুক্রমে যে কর্ম্ম হয় নাই, তাহার বিপরীত করিলেই, অবশ্য আমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে।

কামিনী জন্মাবধি তাদৃশ তর্ক বিতর্ক শুনিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং সৌদামিনীর বাদানুবাদ তাঁহার হৃদয়রঞ্জক হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “তুমি আজি প্রভাতে আমার পাখিকে যে প্রকার পড়াইতে শুনিয়াছ, বোধ হয় তোমাকে শিবপূজার মন্ত্রগুলি সেই রূপে শিখাইতে হইবে। যাহা হউক, কখন্ আমরা আরম্ভ করিব?”

সৌদামিনী বলিলেন, “তোমার মত হইলে, এখনি আরম্ভ করা যায়। আমার বোধ হয়, গোপাল অনেক ক্ষণ নিদ্রা যাইবে; আমাদিগকে বিরক্ত করিবে না। তুমি কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমি নিস্তারিণীকে ডাকিয়া আনি। তাঁহারও শিব পূজা শিক্ষা করা উচিত।”

চন্দ্রপত্নী কামিনীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এ জন্য তিনি তথায় যাইতে সম্মত হইলেন না। নিস্তারিণীর বিরক্ত হইবার কারণ এই;—ইতি পূর্ব্বে কামিনীর

অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ দুঃখ হওয়াতে, তিনি এক বার আপনার মাতাকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মহেন্দ্র বাবু সেই দিন প্রাতঃকালে তাঁহার নিমিত্ত একখানি সুন্দর বস্ত্র আনিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই সামান্য বস্তু দিয়া কামিনীকে সন্তুষ্ট ও পিতৃগৃহগমন সঙ্কল্পহইতে নিরস্ত করিতে পারিবেন। নিস্তারিণী, তাঁহার ন্যায় পরিচ্ছদ প্রাপ্ত না হওয়াতে, কামিনীর দুঃখ সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কামিনীর বিলক্ষণ উদ্ভাবনী শক্তি ও চতুরতা আছে; এবং এই বাড়ীতে যে কাঁদে সেই খাইতে পায় এই সশ্লেষ বচন বলিয়া, শ্বশুরের প্রতি যথাসাধ্য ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। কলহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। প্রসন্নের পিতামহী তিরস্কার করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত করিলেন।

দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে এই রূপে তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন হয়। সৌদামিনী এই সময়ে নিস্তারিণীকে কামিনীর নিকট পড়িবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন. প্রকারেই প্রণয় হইল না, বোধ হয় পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারেন।

নিস্তারিণী সৌদামিনীকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি! তুমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়াছ। ঐ মেয়াটি সে দিন আসিয়াছে, ইহার মধ্যেই শ্বশুরকে আমাদের প্রতি এত ভগ্নস্নেহ করিয়া তুলিয়াছে, যে তিনি আমাদিগকে কেবল মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া উঁহাকেই সমুদায় উৎকৃষ্ট২ বস্ত্র দিয়া থাকেন। আবার

ওর পায়ের তলে বসিয়া শিবপূজা শিখিতে হইবে! আমি তোমাকে যথার্থ বলিতেছি, কামিনীর সংসর্গ ও উপদেশ না পাইয়া আমরা ভাল আছি। শিবপূজা ও পড়িতে জানে বলিয়া উহার এমনি গর্ব্ব যে, কোন প্রকারেই সহ্য হয় না। যাহা হউক, ও কিছু দিন পরে জানিতে পারিবে। কিছু দিন অপেক্ষা কর, ওর রাঁধনার পালা আসিতে দেও, তখন ও জানিতে পারিবে যে, লেখা পড়ায় ব্যঞ্জন সুস্বাদ হয় না; যদ্যপি ও না বুঝিতে পারে, উহার স্বামী বুঝিতে পারিবে। তখন উহার পক্ষে ভাল হবে না। সন্তান হইলে, আরো মন্দ হইবে। বোধ হয়, তখন দুদের জন্যে কাঁদিলে তাহার নিকট রামায়ণ পড়িবে, না শিবের নাম জপ করিয়া ছেল্যেকে ঘুম পাড়াইবে।" সৌদামিনী. নিস্তারিণীর এই সমুদায় কটূক্তি শুনিয়া, যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ছি নিস্তারিণি! তুমি কামিনীকে কাঁদাইলে? এরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতে তোমার কিছুই ক্লেশ বোধ হইল না? বিশেষতঃ তুমি দেবতার নিন্দা করিলে। ভাল, তুমি এখন যাও; এবং এই অমঙ্গলকর বিবাদের কারণ বিস্মৃত হইয়া শান্ত হও।"

"বড় দিদি সর্ব্বদা আমাকে ভাল বাসিতেন, এখন আমার শত্রু হইলেন। আমি ইহা কোন প্রকারেই সহ্য করিব না। আমি গলায় দড়ি দিয়া, বিষ খাইয়া, আগুনে পুড়িয়া, বা জলে ঝাঁপ দিয়া, যে কোন প্রকারেই হউক, মরিব," নিস্তারিণী এই কথা বলিতে২ আপনার কুঠরীতে গমন করিলেন।

সৌদামিনী নিস্তারিণীর স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন, তিনি তাঁহার সেই সকল বাক্যের কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। ফলতঃ সৌদামিনী নিস্তারিণীর বিপক্ষও হন নাই; তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত শান্ত ও ধীর ছিলেন। সর্ব্বদাই নিস্তারিণীর উদ্ধত ভাব সহ্য করিতেন; এবং অন্যান্য সময়ের ন্যায় এখনও তাঁহাকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন।

সৌদামিনী কামিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাঁহার অশ্রুজল মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "ভগিনি! তুমি নিস্তারিণীর দুর্ব্বাক্যে কিছু মনে করিও না, সে কল্য ইহার নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। আইস, তুমি আমাকে শিবপূজা শিখাও, এখন আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে; ফলতঃ শিবপূজা শিখিয়া, গোপালের পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে আমার বড় ইচ্ছা আছে।" কামিনী সৌদামিনীর সান্ত্বনাবাক্যে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সৌদামিনীকে তৎক্ষণাৎ শিবপূজা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। কামিনী বলিলেন, "দিদি! মনোযোগ কর। শিবপূজা করিতে হইলে অগ্রে কিঞ্চিৎ গঙ্গা মৃত্তিকা লইয়া, 'আমি মৃত্তিকা লইলাম' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শিব নির্ম্মাণ করিয়া একটী বিল্বপত্রের সুপৃষ্ঠে রাখিতে হইবে। বিল্বপত্র শিবের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। তৎপরে 'ত্রিশূলধারিন্ এই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও; এবং আমার অর্চ্চনা সমাপন পর্য্যন্ত ইহাতেই অধিষ্ঠান কর।' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। তাহাতে শিব স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু অগ্রে আর চারি সম্প্রদায় দেবতার

পূজা না করিলে, মহাদেব তোমার পূজা গ্রহণ করিবেন না। এই নিমিত্ত অগ্রে তোমাকে গণেশ, সূর্য্য, দুর্গা, বিষ্ণু ও সর্ব্বদেবময়ী এক দেবতা, এই পঞ্চ দেবতা পূজার মন্ত্র শিখিতে হইবে। ইহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিবার সময়, শিব সমীপে এক একটী পুষ্প দিতে হইবে। তৎপরে নবগ্রহ পূজা করিতে হইবে। ইহাঁদের নাম করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় শিবমূর্ত্তিতে পুষ্প প্রদান করিবে। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, ধনপতি, কুবের এবং স্বয়ং মহাদেব, এই অষ্ট দিক্‌পালের পূজা করিবে। এই সমুদায়ের পূজা সমাপন করিয়া, পাতালাধিরাজ অনন্ত ও ঊর্দ্ধ দেশের স্বামি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হইবে।

"এমন সময়ে শিবের পূজা আরম্ভ হয়। ইহা এই রূপে করিতে হইবে; একটী পুষ্প শিবেতে অর্পণ পূর্ব্বক আপনার মস্তকে স্থাপন করিয়া, তোমাকে এই সমুদায় মন্ত্র চিন্তা করিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রোক্ত; এবং ইহাকে শিবের ধ্যান বলিয়া থাকে। 'তিনি নিত্য, ত্রিলোচন, রজতগিরিসদৃশ সুন্দর, চারুচন্দ্র তাঁহার শিরোভূষণ, মণির ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গশোভা এবং চারি হস্ত। এক হস্তে আশীর্ব্বাদ ও অপর হস্তে অভয় দান করিতেছেন; এই নিমিত্ত তাঁহাকে অভয় বলিয়া থাকে। তৃতীয় হস্তে পরশু ধারণ করেন, এবং চতুর্থ হস্তে মনোহর মৃগ শোভা পাইতেছে। তিনি প্রফুল্লচিত্ত; তিনি উপাসকদিগকে মঙ্গল বিতরণ করেন। কমল তাঁহার আসন, দেবতারা সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া স্তব করিতেছেন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম তাঁহার পরিধেয় বসন,

তিনি বিশ্বের আদি, তিনি বিশ্বের বীজ, তিনি নিখিল-ভয়হর; এবং তিনি পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র।' মনোযোগপূর্ব্বক আস্তে২ এই ধ্যান পাঠ করিয়া তোমার মস্তকহইতে পুষ্প নামাইবে। তৎপরে আর একটী পুষ্প শিবশিরে স্থাপন-পূর্ব্বক শিবের প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া পুনর্ব্বার ঐ ধ্যান পড়িবে।

"এই রূপে ধ্যান সমাপন করিয়া আমরা সম্ভ্রান্ত অতি-থিকে যে প্রকারে সেবা করিয়া থাকি, সেই রূপে মহা-দেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে। তাহা সাত প্রকার কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে পাদ্য—কোসাহইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত শিবকে প্রদান করিতে হইবে। দ্বিতীয় অর্ঘ্য—কোন ব্যক্তি আমাদের বাটীতে আসিলে, আমরা যেমন পদ প্রক্ষালনের জল দিয়া, তামাকাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রান্তি দূর করি, উহা সেই রূপ। দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, পুষ্প, গঙ্গোদক, ও চন্দনে অর্ঘ্য প্রস্তুত হয়। তৃতীয় আচমনীয়—হস্ত প্রক্ষালনের নিমিত্ত দিতে হয়। চতুর্থ সচন্দন পুষ্প। পঞ্চম ধূপ। ধূপ দিবার সময় ধুনা গুগ্‌গুলাদি গন্ধ দ্রব্যের ধূম করিতে হয়। ষষ্ঠ দীপ। সপ্তম নৈবেদ্য।

"শিবপূজা সমাপন করিয়া শিবের অষ্ট মূর্ত্তির পুজা করিতে হইবে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যাজক! সূর্য্য এবং চন্দ্র ইহাদিগকে অষ্টমূর্ত্তি কহে। পূজার সময় প্রত্যেকের নাম করিয়া এক একটী পুষ্প দিবে। তৎপরে দশ বার শিব নাম জপ করিবে। অনন্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া, 'তুমি স্বয়ম্ভূ, তোমার দ্বিতীয় আর কেহই

নাই, তুমিই আমার মুক্তির একমাত্র উপায়। হে দেব! আমার পূজা গ্রহণ করিয়া, আমার মঙ্গল সম্পাদন কর,' এই প্রার্থনা করিবে। এক্ষণে একটী অঙ্গ ব্যতীত সমুদায় পূজা সমাপন হইল। সেই অঙ্গটী এই;—হস্ততালি, গাল-বাদ্য, ও পদশব্দ: এবং তৎসঙ্গে বোম্২ মহাদেব! বোম্২ এই কথা পুনঃ২ উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহাতে শিব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।"

এই কথা বলিয়া কামিনী সৌদামিনীকে কহিলেন, "দিদি! আমি তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বাঙ্গালায় মন্ত্র গুলির অর্থমাত্র বলিলাম, কিন্তু তোমাকে ঐ সমুদায় মন্ত্র সংস্কৃতে শিখিতে হইবে।"

শিবপূজা সৌদামিনীর অত্যন্ত কঠিন বোধ হইল; তিনি বিবেচনা করিলেন, সমুদায় মন্ত্র শিখিতে অনেক দিন লাগিবে; বিশেষতঃ অপরিচিত সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ করিতে হইবে। কিন্তু কামিনী তাঁহাকে প্রত্যহ আহ্লাদপূর্ব্বক শিখাইতে স্বীকার করিলেন, এবং তাহাই স্থির হইল। এই সময়ে প্রসন্ন আপন কুঠরীহইতে বাহির হইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতদ্বারা কামিনীকে আহ্বান করিলে তিনি সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দিদি! আমাকে এখন যাইতে হইল। তোমার দেবর তাঁহাকে জল খাবার দিতে ডাকিতেছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রসন্ন কামিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কামিনী সাতিশয় ধীরপ্রকৃতি ছিলেন; এবং যদিও তাদৃশ লেখা পড়া শেখেন নাই বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার এমন

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল, যে স্বামী তাঁহাকে যাহা শিখাইতে ইচ্ছা করিতেন, অল্প শিক্ষা দিলেই তাহার অধিকাংশ শিখিতে পারিতেন। কামিনীও পতির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন, এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন জ্ঞান করিতেন। যাহা হউক, তিনি সর্ব্ববিষয়ে প্রসন্নের মনোমত হইয়াও এক বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কামিনীর পৌত্তলিক ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও সাংসারিক বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্না হইয়াও, ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। অতি গর্হিত কর্ম্মেরও বিধি শাস্ত্রে থাকিলে, তিনি তাহা করিতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। বালকবৎ কার্য্যও শাস্ত্রবিহিত হইলে, তাহাতে তাঁহার ঘৃণা হইত না। অতি অসম্ভব ইতিহাসও শাস্ত্রোক্ত বলিয়া অম্লানমুখে বিশ্বাস করিতেন; এবং অতি অসৎকার্য্যও ধর্ম্মের প্রকৃত অঙ্গ বলিয়া, তাঁহার শ্রদ্ধেয় বোধ হইত।

প্রসন্ন ইহার প্রতীকারের নিমিত্ত কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন ক্রমে২ সত্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও, কামিনীর মন তদবধি শয়তানের দুশ্চেষ্টায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া রহিয়াছিল। শয়তান তৎপথাবলম্বিদিগকে সেই রূপ রাখিতেই ভাল বাসে। প্রসন্ন অন্তঃকরণে প্রায় খ্রীষ্টান ছিলেন। বিবাহ হওয়াতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন হইলেন; এবং এই সুযোগে যার পর নাই আনন্দিত হইয়া আপনার খ্রীষ্টান বন্ধু রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

যাইতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে সন্দেহ ছিল, তৎসমুদায় ক্রমে২ অন্তর্হিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের বাহ্যাড়ম্বরসম্পন্ন নিস্তেজ উপাসনার প্রতি দিন২ তাঁহার বিরক্তি জন্মিতে লাগিল, এবং ইহার একই প্রকার নীতিশিক্ষা ও সৃষ্ট পদার্থের প্রশংসা আর তাঁহার অন্তঃকরণের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারিল না।

রামদয়াল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিলে, যেমন আমরা তাহার অধিকাংশ বুঝিতে পারি না, তেমনি প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মের মধ্যেও অনেক বিষয় মনুষ্যের বোধগম্য হয় না। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে আমাদিগকে প্রকৃত যুক্তিবিরুদ্ধ কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে উপদেশ দেয় না।" প্রসন্ন এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের ত্রিত্বের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। রামদয়াল বলেন, "তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, আমরা কেবল বুঝিতে পারি না।" তিনি একটী উদাহরণ দিয়া এই আপত্তি বিশেষরূপে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, "আমরা মানববুদ্ধি ও জ্ঞানে যখন পদার্থের বিষয় এবং মন কি পদার্থ তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না, তখন ঈশ্বরের মন ও অভিপ্রায় বুঝা আমাদের পক্ষে সুতরাং অসম্ভব।"

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, নিরপরাধিকে শাস্তি দেওয়াতে ঈশ্বরের ন্যায়সিদ্ধ কার্য্য হইয়াছে কি না, প্রসন্নের অন্তঃকরণে যে এক বার এই আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, রামদয়ালের এই উত্তর কিয়ৎ পরিমাণে তাহাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। রামদয়াল প্রসন্নকে এস্থলেও বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে পাপের শাস্তি দেন

তাহা সম্পূর্ণ রূপে না জানিলে, মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই কার্য্যের ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা করিতে পারে না। আমাদের ইহা স্মরণ করা উচিত, যিনি পাপিদিগের নিমিত্তে আত্মপ্রদান করিয়াছেন, তিনি স্বেচ্ছানুসারেই তাহাদের প্রাপ্য দণ্ড স্বয়ং সহ্য করিয়াছেন। ঈশ্বরের এই কার্য্যের ন্যায়ান্যায় জানিতে হইলে, এই জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশুদ্ধ শাসন প্রণালীর চরম অভিপ্রায় কি, তাহাও আমাদের জানা উচিত। অধিক কি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধির সহভাগী হইতে হইবে।

"কিন্তু আমরা কোন প্রকারেই এই সমুদায়ের অধিকারী হইতে পারি না। রামদয়াল আরো বলিয়াছিলেন ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ যীশুকে প্রেরণ করিয়া যেমন এক উপায়ে জীবের প্রতি বাৎসল্য ও ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় কেহ কি উদ্ভাবন করিতে পারেন? এই উপায়ে কি সর্ব্বশক্তিমান অধিরাজের পবিত্রতা, জ্ঞান ও সত্যতা রক্ষিত হয় নাই? এই উপায়ে কি প্রকৃত রূপে পাপ প্রকাশিত হয় নাই? এই উপায়ে কি ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপির অন্তঃকরণে অভিলষিত ফল উৎপাদিত হয় নাই? অধিক কি বলিব, এই উপায়ে কি বিনশ্বর মানবের গোচর বা অগোচর ঐশিক ন্যায়পরতা ও জ্ঞান এবং দয়া সম্বন্ধীয় অভিপ্রায় সকল অসীম সুফল জনকরূপে সুসিদ্ধ হয় নাই?"

প্রসন্নের অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র কুসংস্কার ছিল না; তিনি আন্তরিক যত্নসহকারে সত্যানুসন্ধান করিতেছিলেন;

সুতরাং এতাদৃশ তর্ক বিতর্কে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতাবিষয়ে তাঁহার জ্ঞান জন্মিল। তাঁহার ঐ জ্ঞান কেবল মানসিক ছিল না। অনেক লোক মনে২ খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য জানে কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করে না। প্রসন্নের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। যীশু স্বীয় প্রেমরজ্জুতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার পাপভার বিলক্ষণ অনুভব করিয়া, ত্রাণকর্ত্তার প্রয়োজন জানিতে পাইলেন।

আমাদের পবিত্র ধর্ম্মের গুণ এই যে, এই ধর্ম্মের জ্যোতিঃ যাঁহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তিনি অন্যের পারমার্থিক মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। নবশিষ্য মহেন্দ্রের চরিত্রও তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি আপন পত্নীকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। প্রকাশ্যরূপে চেষ্টা করিলে, পাছে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং রামদয়ালের সংসর্গজনিত আনন্দ ও উপকার লাভে বঞ্চিত হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি নানা কৌশলে কামিনীকে খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে যে রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আর কখনও তদ্রূপ করেন নাই।

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে, কামিনী জল খাবার দেওয়ার নিমিত্ত প্রসন্নের সমীপে গমন করিয়াছেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রসন্ন পিতামহীর দত্ত নূতন ধর্ম্মনিয়ম খানি সসম্ভ্রমে মুদিত করিলেন। তদ্দ্বারা ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার বিশেষ সাহায্য হইত। কামিনীর

প্রবেশকালে তিনি রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিতেছিলেন। তদন্তর্গত সমুদায় বিষয় তাঁহার অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক ছিল। তিনি কামিনীকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি আমার পার্শ্বে উপবেশন কর, আইস আজি আমরা একত্র আহার করি, কেহই আমাদের নিকট আসিবে না। আমি বিলক্ষণ জানি, তুমি ইহাতে কিছুই দোষ বোধ কর না। যে পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলাম, তোমার সহিত তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিব।"

কামিনী আপনার প্রতি প্রিয়তমের সর্ব্বদা বয়স্যবৎ ব্যবহারে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন, ও আপনাকে সম্মানিতা বোধ করিতেন। তিনি পতির তাদৃশ অনুরোধে পরম পুলকিত হইয়া সস্মিত বদনে আসন পরিগ্রহ করিলেন।

প্রসন্ন বলিলেন, "কামিনি! তুমি জান, জগতে আমাদের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম আছে?"

কামিনী বলিলেন, "হাঁ মুসলমান্ ধর্ম্ম আছে।"

প্রসন্ন কহিলেন, "হাঁ মুসলমান ধর্ম্ম আছে বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর একটী ধর্ম্মও আছে, আমি সেই ধর্ম্মের বিষয় পাঠ করিতেছিলাম। সেই ধর্ম্মে সমুদয় মনুষ্যকে পাপী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।"

কামিনী বলিলেন, "হাঁ তাহা আমার সত্য বোধ হয়। কারণ পাপ যে না করে এমন পুরুষ কি স্ত্রী প্রায় দেখিতে পাই না। ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে, যে দেবতারা ভিন্ন২ পুণ্য কর্ম্মের নিয়োগ করিয়াছেন। ঐ

সকল কর্ম্ম দুঃসাধ্য নহে। তৎ সম্পাদনপূর্ব্বক পাপহইতে মুক্ত হইয়া আমরা ইন্দ্রলোকে গমন করিতে পারিব।"

প্রসন্ন বলিলেন, "এ পুস্তকে বলে পুণ্যকর্ম্ম কিছুই নাই।"

কামিনী এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য পুণ্য কর্ম্ম নাই! দরিদ্রকে ধনদান, ব্রাহ্মণ ভোজন, পুষ্করিণী খনন, অথবা ব্রতাদি করিয়া শরীর শুষ্ক করা কি পুণ্যকর্ম্ম নহে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "প্রিয়ে! এ পুস্তকে ঐ সমুদায়কে পুণ্য কর্ম্ম বলে না। আমরা প্রত্যেক সৎকার্য্য করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরসমীপে ঋণী আছি। সুতরাং তৎসমুদায় সম্পন্ন করিলেও, আমাদের ঋণ পরিশোধ ও কর্ত্তব্যমাত্র সম্পাদন করা হইল। তাহাতে কিছু পুণ্য নাই।"

কামিনী বলিলেন, "তবে ঐ ধর্ম্মে কোন উপকার নাই; যেহেতুক সৎকর্ম্ম করিয়া পুরস্কার না পাইলে, তাহা করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? এতদ্ভিন্ন সেই অদ্ভুত ধর্ম্মাবলম্বিরা কি প্রকারে স্বর্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "আর এক জনের পুণ্যদ্বারা।"

কামিনী বলিলেন, "আমি এরূপ সহজ কার্য্যের কথা কখন শুনি নাই। কিন্তু উহাদের বিলক্ষণ ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কারণ সকলে পাপী হইলে, কেহই অবশিষ্টদিগকে উদ্ধার করিতে পারে না।"

প্রসন্ন বলিলেন, "প্রিয়ে! তাহা নহে, উহাদের ভ্রম হয় নাই। সেই ত্রাণকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর অবতার। তিনি নিষ্পাপ, অতএব পাপিদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন।"

কামিনী বলিলেন, "ইহাতে তোমার এই বলা হইতেছে, যে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে ইহাতে অদ্ভুত কিছুই নাই। আমাদের দেবতারা কি ঐ রূপ করেন না? কিন্তু ঈশ্বরের অবতার হইবার আবশ্যক কি? তাঁহার কথাতেই সমুদায় হইতে পারে, তিনি ইচ্ছা করিলে পাপিরা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিতে পারে। অথবা তাঁহার কি বিষ্ণুর ন্যায় বিশেষ২ কার্য্য-সম্পাদন করিতে হইয়াছিল?" প্রসন্ন বলিলেন, "কামিনি! তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে।" প্রসন্ন অতর্কিতভাবে এই কথা বলিয়া, পরে সাবধান হইয়া বলিলেন, "এই পুস্তকে যে রূপ লেখা আছে, তদনুসারে তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। ইহাতে এরূপ লিখিত আছে যে, এই ধর্ম্মা-বলম্বিরা ঈশ্বরাবতারের পুণ্যদ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।" কামিনী বলিলেন, "ভাল, তাঁহার পুণ্যকর্ম্মে মনুষ্যের কি প্রকারে উপকার হইতে পারে?"

প্রসন্ন কহিলেন, "ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারেই এই প্রকারে সম্পাদিত করেন। ঈশ্বর পাপের শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যু সহ্য করিবার জন্যে মানবরূপ ধারণ করিলেন; এবং সেই দণ্ড ভোগ করিয়া মনুষ্যের পাপের প্রায়-শ্চিত্তের নিমিত্ত আত্মপ্রদান করিলেন। সামান্য মনুষ্যের জীবন অপেক্ষা তাঁহার জীবন অধিকতর শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কেবল তাঁহার জীবনদানই পৃথিবীর সমুদায় লোকের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

কামিনী বলিলেন, "তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু যদি সত্য হয়। বাস্তবিক সত্য হইতে পারে না। রাজা

প্রজার নিমিত্ত প্রাণ দান করিবেন, ইহা কেমন অসম্ভব কথা! এরূপ অসাধারণ নম্রতার কথা কে শুনিয়াছে! আমাকে কি এই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঈশ্বরাবতারের পুণ্যদ্বারা আমাদের উদ্ধার হইবে?"

প্রসন্ন বলিলেন, "কামিনি! কেবল এই নিয়ম আছে যে, আমাদিগকে তাঁহার সাহায্যাপেক্ষী হইয়া তাঁহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁহাকেই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীতি করিতে হইবে।"

কামিনী কহিলেন, "তাহা হইলেই আমাদের যত ইচ্ছা, ততই পাপ করিতে পারি?"

প্রসন্ন বলিলেন, "ঈশ্বর নিষ্পাপ ও পবিত্র। তোমার বিবেচনায় তিনি কি প্রকার কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইতে পারেন?"

কমিনী বলিলেন, "পবিত্র ও নিষ্পাপ কর্ম্মেই ঈশ্বর প্রীত হইবেন।"

প্রসন্ন কহিলেন, "যথার্থ বলিয়াছ। তন্নিমিত্তেই এই ধর্ম্মাবলম্বিরা, যাঁহার দ্বারা এত উপকৃত হইয়াছেন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পবিত্র আচারে জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করেন।" এই কথা শুনিয়া কামিনী ঈশ্বরাবতারের বিষয় আরো জানিতে ইচ্ছুক হইলেন।

প্রসন্ন বলিলেন, "অনেক বৎসর হইল, তিনি যিহুদা দেশে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হরির ন্যায় শূকর, কূর্ম্ম বা বামন রূপে অবতার হন নাই। উপদেশকের ন্যায় মনুষ্যমণ্ডলীতে বাস ও দ্বাদশ শিষ্য সমভিব্যাহারে দেশভ্রমণ করিতেন। যেখানে যাইতেন, সেই খানেই লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন ও অদ্ভুত

রূপে তাহাদের পীড়াশান্তি করিতেন। তিনি কথামাত্র বলিলেই তাহাদের রোগ দূর হইত। তাহা কেবল নয়, তিনি অন্ধকে দর্শনশক্তি দান, বৈদ্যে যে কুষ্ঠরোগ নিবারণ করিতে পারিত না তন্নিবারণ, এবং কখন২ মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিতেন। তিনি ক্রীড়া কৌতুকের নিমিত্ত এই সমুদায় করিতেন না, লোকদিগের প্রকৃত উপকারের নিমিত্তই করিতেন। কিন্তু অবশেষে সেই দেশের দুরাচার পুরোহিতেরা তাঁহার উপদেশে বিরক্ত হুইয়া তাঁহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিল এবং তাঁহাকে ক্রুশে বধ করাইল।”

কামিনী কহিলেন, “আঃ! কি আশ্চর্য্য। তার পর কি হইল।”

প্রসন্ন বলিলেন, “তিনি কেবল বিদ্বান্ ও সাধু মনুষ্য হইলে, অধিক আর কিছুই ঘটিত না। কিন্তু তিনি যে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা তাঁহার কার্য্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার দেহ হিন্দুদের ন্যায় ভস্মীভূত না হইয়া, মৃত্তিকাতে সমাহিত হইল। তিনি তিন দিন কবরে থাকিয়া পুনরুত্থান পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন।”

কামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেহ তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়াছিলেন?”

প্রসন্ন বলিলেন, “হাঁ, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি ও সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেখিয়াছিলেন।”

কামিনী ইহা শুনিয়া বলিলেন, “তবে বুঝিয়াছি; বোধ হয়, তাঁহারাই ঐ সুশ্রাব্য উপাখ্যানটী সাজাইয়া

রচনা করিয়াছেন। থাক২ আমি আর শুনিব না; এবং তুমি আর ঐ পুস্তক দেখিতে পাইবে না। উহা পড়িলে তোমার অন্তঃকরণ অস্থির হইবে। তুমি মহাভারতের যে অধ্যায়টী শুনিয়া হাসিয়া থাক, আইস আমি তোমার নিকট সেই অধ্যায়টী পাঠ করি, তুমি শুন। তাহাতে তোমার মন প্রফুল্ল ও অন্তঃকরণহইতে এই নূতন মত অপনীত হইবে।”

এই কথা শুনিয়া, প্রসন্ন বলিলেন, “প্রিয়তমে! আমার এখন শুনিবার সময় নাই; তিন্‌টার সময় একটী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা আছে, অতএব আমাকে এখন যাইতে হইবে।” কামিনী বলিলেন, “তোমার একান্ত যাইতে হইবে, ইহাতে আমার দুঃখ হইতেছে। কিন্তু তুমি যে ধর্ম্মের কথা বলিতেছিলে, তাহার নাম কি, বল।”

প্রসন্ন কহিলেন, “উহার নাম জানিবার আবশ্যক নাই; ঐ মতের বিষয়ে চিন্তা করিও; তোমার সত্য বোধ হয় কি না, আমি জানিতে চাই।”

প্রসন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয় অনেক দূর বলিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন; এবং পাছে কামিনী তৎসমুদায় বুঝাইয়া দিবার জন্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া না দেন, এই নিমিত্ত শীঘ্র গমনোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহস্র কর্ম্ম থাকিলেও রামদয়ালের সহিত সেই দিন সাক্ষাৎ করিতে বিরত হইতেন না। তাঁহাদের সেই সমুদায় কথোপকথনে কামিনীর অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বোধ হইল না। তাঁহার অন্তঃকরণ পাষাণ-

ময়। সুসমাচারের সত্য মত রূপ বীজ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্কুরিত ও সফল হইবার পূর্ব্বেই শয়তান উহা তুলিয়া লইল।

কামিনী গৃহের অপর পার্শ্বে একটা গোলযোগ শুনিয়া, দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ঐ গোলযোগ নিস্তারিণীর গৃহে হইতেছে শুনিয়া তদভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তথায় চন্দ্রকুমার আছেন, বুঝিতে পারিয়া, মুখ অবগুণ্ঠন করিলেন; এবং ভাসুরের অদৃশ্য হইয়া, কি হইতেছে, শুনিবার নিমিত্ত পার্শ্ববর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রকুমার আপন পত্নীকে অত্যন্ত প্রহার করিতেছিলেন। তিনি যে নিস্তারিণীর দোষেই সেই রূপ করিতেছিলেন এমন নহে। কারণ সকল স্থানেই স্ত্রীর সহিত কাহারো বিবাদ হইলে, স্বামীই সচরাচর তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। চন্দ্রকুমারের মাতা নিস্তারিণীর দোষে তাঁহাকে দোষ দেওয়াতেই তিনি স্বীয় স্ত্রীর প্রতি তাদৃশ নির্দ্দয় আচরণ করিতেছিলেন! মহেন্দ্র বাবুর পত্নী অত্যন্ত কলহপ্রিয়া ও যার পর নাই স্বার্থপর ছিলেন। চন্দ্রকুমার কর্ম্মস্থানহইতে অত্যন্ত ক্লান্ত ও উত্তপ্ত হইয়া আসিবামাত্র, তাঁহার স্ত্রী কামিনীকে যে সকল তিরস্কার করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদায় তাঁহাকে অতিরুক্ষভাবে জানাইয়া বলিলেন, "তুমি যদি উহাকে শাস্তি না দেও, তাহা হইলে, তোমাকে অত্যন্ত স্ত্রৈণ ও কাপুরুষ বোধ করিব।" তিনি এক বধূকে অন্য অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন বলিয়া যে তাদৃশ কথা বলিলেন, তাহা নহে। স্বার্থপরতাই তাহার প্রধান কারণ। নিস্তারিণীর পিতা

মাতা কেহই ছিল না; কামিনীর পিতা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, স্বীয় কন্যার ক্লেশের কথা শুনিলে, আর তাঁহাকে আপনাদের বাটীতে রাখিবেন না। চন্দ্র মাতার ভর্ৎসনা কোন প্রকারেই সহ্য করিতে না পারিয়া ও কিঞ্চিন্মাত্র অনুসন্ধান না করিয়া নিস্তারিণীকে উপানৎপ্রহার আরম্ভ করিলেন; এবং জননীকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় ব্যক্তির সহিত বিবাদ করায় কত সুখ, তাহা তুই এই প্রহারেই শিখ্‌বি। তুই জানিস্ না, কামিনী অত্যন্ত সৎ ও গুণবতী? তিনি যে তোকে আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী বিবেচনা করেন, তোর এমত কোন গুণ নাই? জানিস না, তুই তাঁহার সমান আসনে বসিবার যোগ্য নহিস্? এখন পর্য্যন্ত সাবধান থাকিবি, আর সুশীলা কামিনীকে দুর্বাক্য বলিয়া বিরক্ত করিবি না।"

হিন্দু পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদাই ঈদৃশী ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ইহার নানা কারণ আছে; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মের অভাবই প্রধান কারণ, কেননা ঐ ধর্ম্মে মনোগত স্নেহবৃত্তি উন্নত ও কোমলভাব সঞ্চারিত হয়, অতএব ঐ ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু। তদ্ভিন্ন সামান্য কারণেও হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকে এত অজ্ঞান ও মন্দ অবস্থায় রাখা গিয়া থাকে, যে উহাদের স্বভাবে মহৎ ও উত্তম গুণ থাকিলেও তাহা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং অজ্ঞতার চিরসহচারিণী ঈর্ষ্যা তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকাশিত হয়। তাহারা অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত নানা প্রকার নীচোপায় অবলম্বন করে। ইংরাজ জাতীয়

মহিলারা সদ্বিদ্যা ও সৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার শিল্পকার্য্যদ্বারা যে সুখ সম্ভোগ করেন, হিন্দু রমণীদের তাহা ভোগ করা দূরে থাকুক, বরং শিক্ষা-ভাবে সামান্য লেখা পড়া জনিত যে আনন্দ তাহাতেও একবারে বঞ্চিত থাকেন; সুতরাং তাঁহাদের দুঃসহ-ভার সময় গৃহকলহেই অতিবাহিত হয়। ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সমুদায় পরিবারের সহিত একত্র বাসও বিবাদের অন্যতর কারণ; কিন্তু এই প্রথা হিন্দুদের চির প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

কামিনী সেই গোপন স্থানহইতেই সমুদায় শুনিতে পাইলেন; এবং আপনাকে নিস্তারিণীর শাস্তির কারণ বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ নিস্তারিণীর স্বভাব কোন প্রকারেই বৈরনির্য্যাতনপর ছিল না। তিনি চন্দ্রকুমারের নিম্নতল গমন শব্দ শুনিবামাত্র নিস্তারিণীর নিকট গেলেন; এবং তাঁহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, পরস্পরের সৌহৃদ্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এরূপ আচরণ কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিস্তারিণীর ক্রমে২ দুঃখ দূর হইল। তিনি সস্মিতবদনে বলিলেন, "এক খানি বস্ত্রের নিমিত্তে এত রাগ করা অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছে।"

অনেকে শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন, যে এক ঘণ্টা পরেই তাঁহাদের দুই ভগিনীর এমত সৌহৃদ্য হইল, যে তাঁহারা মোগলপাঠান খেলিতে বসিলেন। নিস্তারিণী আপন স্বামির তাদৃশ মন্দ ব্যবহার এত শীঘ্র কেমন করিয়া

বিস্মৃত হইলেন, মনে করিয়া, কোন ইংরাজস্ত্রী সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু মহিলাদের মধ্যে বাস করিলে, এই সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রকারেই স্থান প্রাপ্ত হইত না। ঈদৃশী ঘটনা যে সর্ব্বদা তাঁহাদের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তিনি তাহা দেখিতে পাইতেন। এরূপ ব্যবহার তাঁহাদের মধ্যে এত প্রচলিত, যে গুরুতর দোষ বলিয়া গণ্য করেন না এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনাও হয় না।

নিস্তারিণী ও কামিনী সেই ক্রীড়াতে অত্যন্ত আমোদিত হইলেন। অন্তঃপুররুদ্ধ হিন্দুরমণীরা যে সকল নৈপুণ্যসম্পন্ন ক্রীড়া করিয়া আমোদে কালক্ষেপ করেন, তাহার মধ্যে ইহা একটী। মোগল ও পাঠানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহা তাহারই প্রতিরূপ মাত্র। এই ক্রীড়াতে রণক্ষেত্র সম্পূর্ণ রূপে অঙ্কিত হয়, যোলটী ক্ষুদ্র২ এবং একটী বৃহত্তর বর্গঘর থাকে। এক দিকে মোগল ও অপর দিকে পাঠান সৈন্য ত্রিকোণাকারে সজ্জিত হয়। উভয় সৈন্যদলে যোলটী গুটিকা থাকে, ঐ সমুদায় গুটিকা খেলকদের বুদ্ধিনৈপুণ্যেই চালিত হয়।

ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে, কামিনী পতির আহার সামগ্রী লইয়া স্বায় কুঠরীতে গমন পূর্ব্বক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং প্রসন্নের আগমন প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু প্রসন্ন সমস্ত রাত্রি বাহিরে ছিলেন না। তিনি এগারটার সময় ফিরিয়া আসিলেন, আসিবামাত্র কামিনী উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন; এবং পতির ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল ও

চিন্তিত বিবেচনা করিলেন। তিনি পতিসেবার্থে যাহা২ করিতে লাগিলেন, তাহাতেই প্রসন্নের অন্তঃকরণে ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কামিনীকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত তোমার ক্লেশ পাইবার আবশ্যক নাই, তুমি বিশ্রাম কর, আমাকে প্রদীপ দেও, আমি দুই ঘণ্টা পড়িব।" প্রসন্ন প্রত্যহ সেই রূপ পাঠ করিতেন; সুতরাং কামিনী মনে কিছু না ভাবিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। পরে এক সময় বলিয়াছিলেন, যে আপন স্বামিকে দেখিলেন, যেন তিনি প্রগাঢ় প্রেমসূচক দীন নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আপনার উপর নত হইয়া বলিলেন, "আমার পরম প্রেয়সি! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" কিন্তু ইহা মনোহর স্বপ্ন, অথবা জাগ্রৎ চিন্তা, তাহা কিছুই বলিতে পারিলেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে কামিনী জাগরিত হইয়া দেখিলেন, প্রসন্ন তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনায় ও পূর্ব্বরাত্রির তাদৃশ অদ্ভুতভাবে কামিনীর অন্তঃকরণ বিষম ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিতামহী প্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এই নিমিত্ত কামিনী প্রিয়তম সংক্রান্ত দুর্ভাবনার বিষয় জানাইতে তৎসমীপে গমন করিলেন। সাধুশীলা বৃদ্ধা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বাটীর কোন স্থানেই দেখিতে পাইলেন না। প্রসন্নকে বাহির হইতেও কেহ দেখেন নাই। অবশেষে তিনি বাটীর সকলের উঠিবার অগ্রে অতি প্রত্যুষেই বেড়াইতে গিয়াছেন, সকলে এই স্থির করিলেন। কিন্তু বেলা হইল, প্রসন্ন আসিলেন না দেখিয়া, বাটীর পরিবারমাত্রেই ভীত হইলেন; এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। মহেন্দ্র বাবুর একটী বৃদ্ধপিসি বলিলেন, "প্রসন্নকে ভূতে লইয়া গিয়াছে।" যদিও সকলে এই কথায় প্রত্যয় করিলেন না, কিন্তু তৎকালে ইহাতেই সকলের অন্তঃকরণে ভয় উপস্থিত হইল।

সূর্য্যকুমারের অন্তঃকরণে এই ভয় হইল, যে প্রসন্ন জলমগ্ন হইয়াছেন; কিন্তু তিনি এই কথা আপন মাতার সমীপে উল্লেখ না করিয়া কেবল চন্দ্রকুমারকেই বলিলেন। চন্দ্রকুমার বিশ্বাস করিলেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে একদা প্রসন্ন বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার

একটী শিরা হঠাৎ ছিন্ন হইয়াছিল। চন্দ্রকুমার, এখনও তাহাই হইয়াছে, বিবেচনা করিলেন; এবং ভাবিলেন, প্রসন্ন শোণিতস্রাবে দুর্ব্বল হইয়া কোথায় পড়িয়া আছেন, বাটীতে সম্বাদ দিতে পারেন নাই। কামিনীর অন্তঃকরণে নানা প্রকার শঙ্কা হইতে লাগিল। না জানি কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এই ভাবিয়া, তিনি শ্বশুরের পদতলে নিপতিত হইলেন; এবং পতির অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হায়! লোকাচারের বশবর্ত্তিনী হইতে না হইলে; আমি কেমন ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রিয়তমের অন্বেষণে বাহির হইতাম! পূর্ব্বে এই সমুদায় লোকাচার ক্লেশকর বিবেচনা করি নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে আর আমার সহ্য হয় না।" এই কথা বলিতে ২ তাঁহার নয়নযুগলহইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। "হা প্রিয়তম! তুমি প্রত্যাবৃত্ত না হইলে আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব! হা জীবিতেশ্বর! তুমি আমাকে সমভিব্যাহারিণী করিলে না কেন? আমি তোমার সঙ্গে বৃক্ষমূলে বাস ও বিহঙ্গভক্ষ্য ফল আহার করিয়াও পরম সুখে থাকিতাম। তোমার বিরহে এই অট্টালিকা আমার মরুভূমি বোধ হইতেছে। যেমন চাতকী মেঘাম্বু পান করিবার নিমিত্ত আকাশের প্রতি চাহিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার মন তোমার চন্দ্রানন দর্শন করিবার নিমিত্ত অস্থির হইতেছে। হে নাথ! আমার হৃদয় তোমারই অধীন, তুমি আসিয়া এই অধীনীকে দেখা দেও। তোমার বিরহে আমার সমুদায় সুখ অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে। প্রাণেশ্বর! যদি এ দাসীকে জীবিত রাখিবার ইচ্ছা থাকে,

তাহা হইলে এক বার আসিয়া দেখা দেও।” কামিনী হা-হাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, এবম্বিধ নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

হিন্দু মহিলারা এই রূপে উন্মত্তবৎ বিলাপ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শতের মধ্যে এক জন তাদৃশ শোক অন্তঃকরণে অনুভব করেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, কামিনীর সে রূপ হয় নাই; তিনি আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছিলেন। কামিনীর দুঃখে দুঃখিত এবং আপনারাও অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া, প্রসন্নের ভ্রাতৃত্রয় তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়, ও প্রসন্ন সর্ব্বদা যে ২ স্থানে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা তৎসমুদায়ে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে রামদয়ালের বাটী সূর্য্যকুমারের মনে পড়িল। তাঁহারা সকলে তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু রামদয়াল তাঁহাদিগকে বলিলেন, “প্রসন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়া এক জন খ্রীষ্টান্ আচার্য্যের বাটীতে আছেন।” এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহারা দ্রুতগমনে গৃহে আসিয়া এই সম্বাদ দিলে, তথায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু ও তাঁহার স্ত্রী যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “হায়! আমাদের সন্তান ভূতগ্রস্ত ও জলমগ্ন হইয়া, অথবা অন্য যে কোন প্রকারে হউক, মরিলে, ইহা অপেক্ষা ভাল হইত। আমাদের বংশের মর্য্যাদা নষ্ট হইল! আমাদের পুত্র অপরজাতিকে বিক্রয় করিলাম! পুত্রবধূ বিধবা হইলেন। জাতি

নষ্ট হইল! দেবতারা অপমানিত হইলেন! হায়! আমরা এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, যে আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইল!” এই সময়ে কামিনীর অন্তঃকরণ বিষম পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি পতির তাদৃশ ব্যবহার শুনিয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্ম-ত্যাগী নির্দ্দয় বলিয়া নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিবারবর্গ এই করিয়াই, নিশ্চিন্ত হইলেন না। “জলসংস্কার হইবার পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে অবশ্য বিশুদ্ধ করিয়া লইব। তিনি যে ইংরাজের অন্ন আহার করিয়াছেন, ও খ্রীষ্টান হইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তৎ-সমুদায় পাপ, প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেই অপনীত হইবে। তিনি কোন প্রকারেই খ্রীষ্টান হইতে পারিবেন না। ভয় প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ, ও প্রলোভন প্রভৃতি সদসৎ যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহাকে, গৃহে রাখিব। কিছুতে না হইলে, ঔষধিদ্বারা তাঁহাকে হতজ্ঞান করিব। ইহাতে কিছুই ক্ষোভ নাই! খ্রীষ্টান হওয়া অপেক্ষা আর যাহা কিছু হয় তাহাই ভাল। অজ্ঞান হইয়া অন্ততঃ কন্যার ন্যায় বাটীতে থাকিবে, সেও ভাল।” শয়তান প্রসন্নের বন্ধুবর্গের অন্তঃকরণে এই রূপ বিবিধ কুমন্ত্রণা উপস্থিত করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বর আপনার মঙ্গলময় প্রতিজ্ঞানুসারে প্রসন্নের ইষ্টবিঘাতক কোন চেষ্টাই সফল হইতে দিলেন না।

মহেন্দ্র বাবু পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মাচা-র্য্যের বাটীতে গমন করিলেন, এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অবিলম্বে প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এই সময়ে “উত্তম বাটী, বিবি, ও উৎকৃষ্ট শকট দিব

বলিয়া, নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া, তুমি আমাদের বালককে ভুলাইয়া আনিয়াছ” এই কথা বলিয়া তাঁহারা আচার্য্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে সেই রূপ কিছুই করেন নাই, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

সৎস্বভাব আচার্য্য একটীও কথা না বলিয়া, তৎসমুদায় তিরস্কার অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিলেন, এবং পুত্রবাৎসল্যে মহেন্দ্র বাবুর অন্তঃকরণে কি প্রকার ক্লেশ হইয়াছে অনুভব করিয়া অতি বিনীতভাবে প্রসন্ন যে ঘরে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, প্রসন্ন মাথায় হাত দিয়া আসন্ন বিপদহইতে কি প্রকারে মুক্ত হইবেন, তচ্চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

মহেন্দ্র বাবু প্রথমতঃ বাৎসল্যভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন, “প্রসন্ন! এরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? বৎস! তোমাকে অবশ্যই আমার সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমার বিরহে আমাদের বাটী শোকগৃহ হইয়া উঠিয়াছে। বাটীহইতে আসা পর্য্যন্ত তোমার জননী ভোজন পান কিছুই করেন নাই। তুমি ফিরিয়া না যাইলে, তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। এক বার বিবেচনা করিয়া দেখ, মাতৃহত্যা হইবে।”

প্রসন্ন পিতার তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “পিতঃ! ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক না হইলে আমাকে বলিতে হইত না, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক গৃহে গমন করিতাম।”

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া

বলিলেন, "কি ধর্ম্ম? পিতাকে অপমান, মাতাকে হত্যা, যে স্ত্রীকে কিছু দিন পূর্ব্বে প্রেম ও ভরণ পোষণ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ তাহাকেই পরিত্যাগ, অপর জাতিতে আত্মীয়ভাব, ও ডোম কাওয়ার সহিত একত্র আহার, এই সকল করাই কি তোমার খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম? ভাল প্রসন্ন! তুমি যে সকল ত্যাগ করিতেছ, তৎপরিবর্ত্তে কি পাইবে? গোমাংস ভক্ষণের সুখ! ও প্রসন্ন! তোমার অন্তঃকরণ কেমন করিয়া এত নীচাশয় হইল? বিশেষতঃ উহারা তোমাকে যাহা দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাহার কিছুই পাইবে না। উহারা অতিবঞ্চক; তুমি বিবি পাইবে না, বিবিরা কাল মানুষকে ঘৃণা করিয়া থাকে।"

পিতার কথা শুনিয়া, প্রসন্ন একেবারে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি আমাকে যে রূপ দুরাত্মা বলিয়া বর্ণন করিতেছেন, আমি যে সে রূপ নহি, আপনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। আপনি যে সমুদায় অঙ্গীকারের কথা বলিতেছেন, কেহই আমার নিকট সে সকল অঙ্গীকার করেন নাই। আপনি বিবির কথা কহিতেছেন, আমি রূপবতী কামিনী ব্যতীত আর কাহাকেও চাহি না। আহারের বিষয়, বোধ হয়, আমি কখনও তাহা ভক্ষণ করিব না। যে বস্তুর প্রতি এত কাল ঘৃণা হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহা আহার করা যায় না। পিতঃ! এই সকল সামগ্রী অপেক্ষা অতি গুরুতর বস্তুর দ্বারা আমার অন্তঃকরণ খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি আকর্ষিত হইয়াছে। আত্মা পরিত্রাণ পাইবে, পাপের ক্ষমা হইবে, আমি অনন্ত সুখে সুখী হইব; এই

সমুদায় লাভ করিতে খ্রীষ্টধর্ম্মই অনন্য সহায়, তজ্জন্য অর্থ বা মূল্যের কিছুই আবশ্যক নাই। এই চিন্তাই আমাকে এই ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। আমরা স্ব২ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি, ঈশ্বর আমাদের পিতা ও সৎপথপ্রদর্শক এই বোধজনিত শান্তি সুখ ব্যতীত, এই ধর্ম্মাবলম্বনে লৌকিক সুখ কিছুই নাই। এই ধর্ম্মাবলম্বনে লৌকিক সুখের আশা দূরে থাকুক, প্রত্যুত আমাকে তৎ-সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। বিলক্ষণ জানি, মাতাকে, আপনাকে ও সকল সম্পত্তির অংশ হারাই-লাম। যে গৃহে আমি ইতিপূর্ব্বে সস্নেহে ও সসম্মানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, এখন সেই গৃহেই আমাকে পরম দোষির ন্যায় গণিত হইতে হইবে। আমাদের বাটীর অতি নীচ লোকেও এক্ষণে আমার সহিত একত্র আ-হার করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিবে। অধিক কি! আমার স্ত্রীও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পা-রেন। বাটীর প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী ও সমুদায় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে অস্থায়ি জীবিকায় নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল। অধিক ক্লেশের কথা আর কি বলিব। যে পর্য্যন্ত কোন কর্ম্ম কাজ না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্তে আমাকে খ্রীষ্টান্ বন্ধুদিগের গলগ্রহ হইতে হইবে।”

প্রসন্নের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, “প্রসন্ন! এই ঘৃণিত ধর্ম্মে এত ক্লেশ যদি বুঝিয়া থাক, তবে তদবলম্বনে তোমার এত আ-গ্রহ কেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাকে শীঘ্রই

পৈতৃক ধর্ম্মত্যাগের নিমিত্তে অনুতাপ করিতে হইবে। আঃ! উহা মনে হইলেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমাদের পরম পবিত্র দেবতারা তোমাকে ইহার ভয়ানক প্রতিফল দিবেন।”

“পবিত্র দেবতা না বলিয়া অপবিত্র অপদেবতা বলিলে ভাল হয়” চন্দ্র মনে২ এই কথা বলিয়া সূর্য্যকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “ভ্রাতঃ! প্রসন্নের সহিত ও প্রকার তর্ক বিতর্ক করিবার আবশ্যক নাই। আপনার বাল্যকালহইতে ইংরাজি শিক্ষা অত্যন্ত প্রচলিত হইতেছে। ভূগোলের প্রথম পাঠেই আমরা পৃথিবীর গোলত্বের বিষয়ে প্রমাণ পাইয়া, আমাদের শাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারি; যেহেতুক আমাদের শাস্ত্রে সমতল বৃহদাকার ভূমণ্ডল কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত রহিয়াছে লিখিত আছে।”

এই কথা শুনিয়া সূর্য্যকুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, “ঐ সমুদায় শুনিতে উত্তম বটে, কিন্তু বাস্তবিক সত্য নহে। আমি তোমাদের ইংরাজি শিক্ষাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। উহা হিন্দুধর্ম্ম সমূলে উন্মূলিত করিতেছে।”

“কিন্তু তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা দৃঢ়তর হয় না এই আমাদের শুভ গ্রহ বলিতে হইবে,” এই কথা বলিয়া চন্দ্রকুমার বলিতে লাগিলেন, “ভ্রাতঃ! হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম অধিকতর সত্য নহে। আপনাকে কেবল এই অনুরোধ করিতেছি যে প্রসন্নের সঙ্গে আমাকে স্বপ্রণালীক্রমে তর্ক করিতে দিউন। খ্রীষ্টধর্ম্মে আমার বিশ্বাস আছে আপনি এমন মনে করিবেন না। আমি আপনার ন্যায় ঐ ধর্ম্মকে অতি অপবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি।”

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া চন্দ্রকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, “বৎস! তুমি স্বপ্রণালীক্রমেই প্রসন্নের সহিত তর্ক কর। ইংরাজি শিক্ষার পক্ষে এই সকল যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। আমার বোধ হয়, ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ এখন ইংরাজি না শিখিলে, চলিবার উপায় নাই। দেখ তোমরা ইংরাজি শিখিয়া কেমন সৌভাগ্যশালী হইয়াছ। কিন্তু সূর্য্যকুমার আমাদের শাস্ত্রে এমন পণ্ডিত হইয়াও সামান্য পুরোহিত হইয়া রহিয়াছেন। ইনি অল্পমাত্র উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তাহাতে চলিয়া উঠে না। সন্তানদিগকে ইংরাজি শিক্ষা না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ইংরাজি শিক্ষায় প্রসন্নের পৈতৃক ধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রসন্ন যদি দুরাত্মা রামদয়াল ও এই মিষ্টমুখ পাদরীর নিকট না আসিত তাহা হইলে পরম হিন্দু থাকিত।”

সূর্য্য পিতার এই কথাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন, “হা! দুরাকাঙ্ক্ষ নির্ব্বোধ বৃদ্ধ! এই প্রকার টাকার লোভে আমরাই ধর্ম্ম নষ্ট করি; এবং সন্তানেরা খ্রীষ্টান হইয়া চিরকালের নিমিত্ত বংশ কলঙ্কিত করিলে, আপনাদের দুর্ভাগ্য মনে করিয়া, মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি।” এই সকল কথা ধীরস্বরে বলাতে চন্দ্র শুনিতে না পাইয়া পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত প্রসন্নকে বাটীতে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্র বলিলেন, “প্রসন্ন! ঈশ্বর যে এক, তুমি ও আমি ইহা উত্তম রূপে অবগত আছি; এবং আন্তরিক উপা-

সনা যে তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থেই ইহার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার সমীপে সকল জাতিই সমান। তিনি ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন না। হিন্দুধর্ম্মানুযায়ি পূজা ও খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ি উপাসনার মধ্যে কেবল আন্তরিক ভক্তিই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য। হিন্দু-ধর্ম্মের চন্দনকাষ্ঠ, আতপ তণ্ডুল ও গঙ্গোদক এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের হাঁটুপাতা, ভক্তি শূন্য গীতগান ও উপদেশাদি কোন কার্য্যকর নহে। ঈশ্বর আন্তরিক উপাসনাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি ও আমি স্বগৃহে বসিয়াই স্ব২ প্রণালীক্রমে তাদৃশ উপাসনা করিতে পারিব। ইহাতে ‘আমাদের জন্মদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত’ এই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন হইবে না। প্রসন্ন! এস, বা-টীতে যাই; তুমি আমার তর্ক কোন প্রকারেই খণ্ডন করিতে পারিবে না।”

প্রসন্ন বলিলেন, “ভ্রাতঃ! পুনঃ২ আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। আপনি যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছেন, তাহা ব্রাহ্মদের মতমাত্র। আমি ব্রাহ্ম নহি, খ্রীষ্টান। ঈশ্বরপ্রকাশিত পুস্তক পাইয়াছি। সেই পুস্তকে এই সকল উপদেশ আছে;—‘পরমেশ্বর কহি-তেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে বাহির হইয়া পৃথক্ হও, এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না।’ কারণ ‘পাপা-ত্মার সহিত খ্রীষ্টের কি বন্ধুতা? এবং ঈশ্বরের মন্দিরেই বা প্রতিমার কি সম্বন্ধ?’ ‘যে কেহ আমা অপেক্ষা পিতা মাতাকে অধিক প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নহে।’

'মনঃপরিবর্ত্তন করিয়া বাপ্তাইজিত হও।' এবং 'মনুষ্য-দের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তিও উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে।' এই সমুদায় উপদেশবাক্য আমার গোচর থাকিতে আমি আর অধিক কি বলিব। আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনিই বলুন্ দেখি, আমাকে মনুষ্যের কথা অপেক্ষা ঐশ্বরিক বাক্যে কি দৃঢ়-ভক্তি করিতে হইবে না?"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রসন্নের স্কন্ধে অবনত হইয়া বলিলেন, "বৎস! 'জরাজীর্ণ পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখসাগরে নিপতিত ও তাঁহার শেষাবস্থা শোকময় কর' ইহা ঈশ্বরের উপদেশ হইতে পারে না।"

প্রসন্ন কহিলেন, "পিতঃ! খ্রীষ্টধর্ম্ম আপনাকে পরিত্যাগ করিতে কখনই উপদেশ দেয় না। হিন্দুধর্ম্মের নিমিত্তই আমাকে এই রূপ করিতে হইল। আহা! তাহা না হইলে আমি কেমন সুখী হইতাম। পিতঃ! পিতঃ! আপনি আমাকে স্বীয় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মতানুসারে কার্য্য করিতে দিউন, আমি আপনার সহিত বাস করিব।"

মহেন্দ্র বাবু অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক, "সেই মতটি কি?" জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রসন্ন বলিলেন, "প্রথমতঃ আমাকে প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবুর মুখ বিবর্ণ হইল, যেহেতু খ্রীষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের একত্র সমাবেশের আশা অন্তর্হিত হইল। "দ্বিতীয়তঃ আমি পুত্তলিকা প্রণাম করিব না।

তৃতীয়তঃ প্রকাশ্যরূপে উপাসনা করিবার নিমিত্ত আমাকে রবিবার গিরিজায় যাইতে অনুমতি করুন। শেষতঃ আমাকে জাতিভেদ রূপ বন্ধনহইতে মুক্ত করুন; ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই এক শোণিতবিশিষ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ করিতে আমার কি অধিকার? অতএব কি ইংরাজ, কি হিন্দু, কি ব্রাহ্মণ, কি কাওরা সকল খ্রীষ্টান বন্ধুগণের সহিত আমাকে একত্র আহার করিতে অনুমতি করুন। আপনার বাটীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাদিগকে অনুমতি করুন। তথায় আমি তাঁহাদিগকে অতিথিসৎকার করিতে কদাচ যেন নিষিদ্ধ না হই।"

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথোপকথন চলিতেছে, এবং প্রসন্ন তাদৃশ অনর্থক যন্ত্রণা প্রাপ্ত না হন, এই ভাবিয়া আচার্য্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রসন্নের শেষ বাক্যটী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু তাহাতে অনুমোদন না করিয়া বলিলেন "বৎস! তোমার অভিপ্রায় যে মন্দ নহে, তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতা নিজ গৃহের প্রভু, খ্রীষ্টধর্ম্মোৎসাহে তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। ইনি তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে অনুমতি করিলে, খ্রীষ্টান্ বন্ধুরা সেই বাটীতে তোমার সহিত একত্র আহার করিবেন, এই প্রার্থনা করিয়া ইহাঁর অন্তঃকরণে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে।"

প্রসন্ন বলিলেন "মহাশয়! আমাকে ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে না হইলে, আমি আহ্লাদপূর্ব্বক পিতার

মনোরথ পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'অকাতরে পরস্পর আতিথ্য কর।'" আচার্য্য বলিলেন, "প্রিয়তম! সত্য বটে, কিন্তু তুমি স্বাধীন না হওয়াতে, প্রেরিতের ঐ আদেশ প্রতিপালন করা বোধ হয়, তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি এই প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। যাহাতে তোমার পিতা কালক্রমে খ্রীষ্টান্‌দিগকে স্বগৃহে আসিতে দেওয়া গৌরব বিবেচনা করেন, তুমি আপন ব্যবহার ও কথোপকথনে খ্রীষ্টধর্ম্মের এমত গুণ প্রকাশ করিয়া ইহাঁর অন্তঃকরণে ভক্তি উৎপাদন করিও।"

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "ইহাঁর কথা শুনিলে হে! থাক২, মহাশয়! আপনি আমার সহিত পরিহাস করিবেন না। আমার সন্তানকে রাখিতে চেষ্টা করিলে, আমি অভিযোগ করিয়া লইয়া যাইব। আপনি জানেন, আপনি আমার পুত্রকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুলাইয়া আনিয়াছেন, এবং এখনও ঐ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে বলপূর্ব্বক রাখিতেছেন। এক্ষণে আমা ব্যতীত উহার উপর আর কাহারো ক্ষমতা নাই।"

প্রসন্ন এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন "পিতঃ! আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, আপনি কেমন করিয়া এ কথা বলিলেন? কেন, দুই বৎসর হইল আমার ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, হিন্দু ব্যবহারানুসারে তখনই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি।"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ওরে মিথ্যাবাদী চুপ্ করিয়া থাক্; আমার কাছে তোর ঠিকুজি নাই? আমি যাহা বলিতেছি, উহাতেই সপ্রমাণ হইবে না?"

আচার্য্য শান্তভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি প্রথমতঃ আমার বাটীতে আসিয়া বলিলেন যে, 'আমি অষ্টাদশ বর্ষ যাহাকে লালন পালন করিলাম, এক্ষণে সেই পুত্র আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইল।' অতএব এক্ষণে ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আপনি অভিযোগ করিলে, আর কিছু ফলদায়ক হইবে না। বিশেষতঃ আপনি বলিতেছেন যে আমি ইহাঁকে ভুলাইয়া আনিয়াছি ও এখনও বলপূর্ব্বক রাখিতেছি। কিন্তু আপনার সন্তানের মুখেই শুনিয়াছেন, যে সে সমুদায়ই অলীক। আমি আপনাকে বলিতেছি, ইনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার বাটীতে অবস্থিতি করিতে পারিলে, আমি যার পর নাই, আহ্লাদিত হইব।"

প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ মহাশয়! আমি ইতি পূর্ব্বেই পিতাঁকে বলিতেছিলাম, যে উনি আমাকে স্বীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মতানুসারে কার্য্য করিতে দিলে, আহ্লাদপূর্ব্বক উহাঁর সহিত গৃহে প্রতিগমন ও সাধ্যানুসারে পুত্রকর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।"

আচার্য্য মহেন্দ্র বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কি হইতে পারে? আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনার পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করুন।"

এই কথাতে সূর্য্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি! আমাদের গৃহ অপবিত্র, নির্ম্মল যশ কলঙ্কিত, ও চিরস্থায়ী অযশ উৎপাদন করিতে হইবে! আপনি বিলক্ষণ জানেন যে আমরা খ্রীষ্টানকে গৃহে স্থান

দান করিব না; তন্নিমিত্তই আমাদিগকে পরিহাস করিতেছেন।”

আচার্য্য কহিলেন, “মহাশয়! আমি কোন প্রকারেই আপনাদিগকে পরিহাস করিতেছি না। এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে যে কি ক্লেশ হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। কেবল মনের ভাবানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, আমি আপনাদিগকে আপনাদের বালককে লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গৃহে গমন করিতে বলিতাম; কিন্তু আমি যে প্রভুর সেবা করি, তিনি বলিতেছেন, ‘যে কোন ব্যক্তি আমার নাম প্রযুক্ত বাটী কি ভ্রাতা কি ভগিনী কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি বালক কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে তাহার শতগুণ পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।’ ইহাতে ইনি পরলোকে ঈশ্বরাঙ্গীকৃত জীবন মুকুট লাভ করিবেন। তবে এই মহৎ অঙ্গীকার প্রসন্নের সম্মুখে থাকিতে আমি কি তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল না হইয়া অন্যথাচরণ করিতে উপদেশ দিতে পারি? আমি আপনাদিগকে কখনই পরিহাস করি নাই। শুনিয়াছিলাম পিতা প্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া থাকেন; তন্নিমিত্ত মনে করিয়াছিলাম, এই ঘটনাতেই ‘আমি পুত্রের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভূ নহি, উপাসনা বিষয়ে তাঁহার মত আমার মতের বিপরীত হইলেও, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে গৃহহইতে বহিষ্কৃত করিব কেন?’ এই কথা বলিয়া, ইনি হিন্দু পিতা মাতাদের প্রথম উদাহরণস্থল হইবেন।”

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আমি কি প্রকারে ঈদৃশ কথা বলিব। তাহা হইলে আমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। এ কথা মুখে আনিলে কেহ আমার সহিত আহার ব্যবহার করিবে না। কোন প্রকারেই পারিব না; বরং প্রাণত্যাগ করিব; অপমান অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃকল্প।"

আচর্য্য কহিলেন, "মহাশয়! আমি আপনার নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। আপনকার মঙ্গল চেষ্টাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু অসাধ্য বোধ হয়। মহাশয়! আপনি জানেন, এই শোচনীয় বিচ্ছেদ হিন্দু-ধর্ম্মেই হইতেছে, প্রেমাত্মক খ্রীষ্টধর্ম্মে নয়। আমার পুত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক হইলে বা মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, আমার ধর্ম্মের শিক্ষামতে সেই পুত্রকে প্রেম ও পালন করা ও তাঁহার প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাঁহাকে অতি ভদ্র ও সদুপায়ে পবিত্র পথে প্রত্যানয়ন করিতে যত্নবান্ হওয়া আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাদৃশ ঘটনায় আপনাদের ধর্ম্মের এই উপদেশ 'ভ্রান্ত পুত্রকে পরিত্যাগ কর। তাঁহাকে গৃহে স্থান দান করিও না। অপত্য স্নেহ ত্যাগ কর।' মহাশয়! এক্ষণে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি অন্তঃকরণের সহিত বলুন দেখি, এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম ন্যায় ও ক্ষমাগুণসম্পন্ন?"

এই কথা শুনিয়া মহেন্দ্র বাবুর অন্তঃকরণ আর্দ্র হইল। তাহাতে ক্রন্দন করিতে২ কহিলেন, "এই দুঃখ আমার কপালে লেখা ছিল, অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে" এই

রূপে বিলাপ করিতে২ আচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হায়! মহাশয়! আমি এই দৈব লিখনহইতে কি কোন প্রকারেই পরিত্রাণ পাইব না? আপনি যাহা২ বলিতেছেন, তৎসমুদায় সত্য হইলেও আপনি আমার দুর্ব্বল অন্তঃকরণের প্রতি দয়া করিয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিতে প্রসন্নকে নিবারণ করুন। হে মহাশয়! আপনি আমার এই উপকার করুন। আমাদের পরিবারবর্গেই আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিবে।"

আচার্য্য এই কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার পুত্র স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু আমি তাহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতে পারি না।"

সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই এই কথাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি আসুন্ ২, এখানে আর থাকিবার আবশ্যক নাই। আপনি কখনও মনে করিবেন না যে, এই ব্যক্তি আমাদের উপকার করিবেন। ইহাঁরা এক জনকে খ্রীষ্টান করিলে, সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন, ইহা সকলে জানে। কোন পাদরী যে অর্থলাভের সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন, আমাদের বিশ্বাস হয় না। আসুন্ আমরা অন্যত্র বিচার প্রাপ্ত হইব।"

আচার্য্য ঐ মিথ্যা দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুই উত্তর করিলেন না, কেবল বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনারা প্রসন্নকে আর দুঃখ দিবেন না।" দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর এই কথা শুনিয়া অপরিসীম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পিতাকে

গৃহহইতে বলপূর্ব্বক বাহির করিলেন। নব কিঞ্চিৎকাল থাকিলেন।

নব প্রসন্নের কাণেই বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আপনি আমাকে হিন্দুধর্ম্মরূপ মৃত্যুপথে রাখিয়া যাইবেন না। হিন্দুধর্ম্ম যে মিথ্যা আমি ইতিপূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, তাহা হইলে, দুই জনেই খ্রীষ্টান হইব।"

প্রসন্ন কহিলেন, "ভ্রাতঃ! যদি কোন হেতুতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রকাশরূপে গ্রহণ করিতে গৌণ সহ্য হয়, তবে তোমাকেও যীশুর চরণে আনিবার আশায় গৌণ করিতাম, কিন্তু আত্মত্রাণহানির আশঙ্কা হেতুক তাহাও করিতে পারি না। আমি তোমাকে একখানি ধর্ম্মপুস্তক দিতেছি; কিন্তু তোমার সঙ্গে বাটীতে যাইতে পারিব না।"

প্রসন্নের এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উত্তম হইয়াছিল। কারণ নব যে সকল মধুর বাক্য বলিলেন, ধূর্ত্ত সূর্য্য তাঁহাকে তৎসমুদায় শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অন্যান্য উপায় অপেক্ষা এই উপায়েই স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু নব প্রসন্নের অসম্মতির কথা শুনিয়া নিরাশ হইয়া গমনোদ্যত হইলেন।

প্রসন্ন নবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "নব! আমি তোমাকে একটী কথা বলিয়া দিব। তুমি আমার প্রেয়সী ভার্য্যাকে আমার প্রগাঢ় প্রেম জানাইয়া বলিবে, যদি আমি তাঁহার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন তাহা ক্ষমা করেন। ইহা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারি না। আমি তাঁহার সহিত শেষ কথোপ-

কথনে যে ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই বি-শুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। তুমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া এই কথা বলিবে, তিনি যেন আমার নিকট আসেন, আমার ঈশ্বরকে তাঁহার ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে না। নব! তুমি বলিবে, ঈশ্বর তাঁহাকে যাবজ্জীবন রক্ষা করিয়া অবশেষে অনন্ত স্বর্গধামে গ্রহণ করিবেন।”

নব প্রসন্নের সমুদায় কথা না শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। প্রসন্ন একাকী আচার্য্যের নিকট রহিলেন। তাঁহার চিরসঞ্চিত শোকসিন্ধু এক্ষণে উথলিয়া উঠিল। তিনি অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ঈশ্বর! এই শোচনীয় ঘট-নাতে আমার অন্তঃকরণ যে কীদৃশ ব্যথিত হইয়াছে, তাহা তুমিই জান। ইহাতে যে আমার অন্তঃকরণ বিচ-লিত হয় নাই, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি।”

মহেন্দ্র বাবু পুত্রগণ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিয়া কি করিলেন, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হই-লাম। তাঁহারা গৃহে গমন করিবামাত্র বাটীর সকলেই তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন; এবং প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি হইল, তাহা জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। পরে সমুদায় অবগত করিলে, সকলেই বিষণ্ন হইলেন।

“যে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাহার নি-কটে আসিল না,” এই কথা বলিয়া, প্রসন্নের মাতা মূর্চ্ছা-পন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিতা হইলেন। এরূপ হওয়া

অসম্ভব নহে আত্মপ্রসূত সন্তানের প্রতি জননীর অন্তঃকরণে প্রগাঢ় অনশ্বর স্নেহ বদ্ধমূল হয়। কামিনীর ক্ষোভ হৃদ্গত হইলেও কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। তিনি আত্মভাব গোপন করিয়া স্ত্রীজনসুলভ গর্ব্ব সহকারে বলিলেন "তিনি আমাকে যেমন এই যৌবনদশায় বিধবা করিলেন, তেমনি আমিও তাহার প্রতিশোধ দিব। দেবতারা পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁহারা অবশ্যই ইহার শাস্তি দিবেন।"

এই কথা শুনিয়া নব বলিলেন, "না। না। তোমাকে কেমন করিয়া বিধবা করিয়াছেন; বরং তুমি তাঁহার সঙ্গিনী হও এই কারণে আমার দ্বারা তোমাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" পরে প্রসন্ন স্নেহভাবে যেমন বলিয়াছিলেন, সে রূপে না বলিয়া কঠোর নিন্দা সহকারে সমুদায় জানাইয়া শেষে পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তুমি অবশ্যই যাইবে, ইহার পর পুরুষদিগের সঙ্গে একত্র বসিয়া গোমাংস আহার ও মদ্য পান করিয়া, ভোজে আমোদ প্রমোদ করিতেছ এমন কথাও শুনিতে পাইব।"

কামিনী তাদৃশ পরিহাস শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "নব! তুমি চুপ্ কর। বল দেখি, তোমার ভাইয়ের কি এত সাহস যে আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে কহিয়াছেন?"

নব বলিলেন, "হাঁ, তাঁহার কথাগুলি অবিকল বলিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া কামিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, " তবে আমার উত্তর এই, তুমি তাঁহাকে প্রেমের পরিবর্ত্তে আমার ঘৃণা, ও ক্ষমার পরিবর্ত্তে আমার বৈরিতা ও ক্রোধ জানাইবে। তাঁহাকে বলিবে, আমার ধর্ম্ম পবিত্র ও বিশুদ্ধ; তাঁহার ধর্ম্ম অপবিত্র ও পশুযোগ্য। তাঁহার ঈশ্বরকে আপনার ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিব না। আরো বল আমি তাঁহাকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করি, এবং গগনে রবির উদয় যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেই রূপ আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমার ইষ্টদেবতাসমীপে তাঁহার খ্রীষ্টান নামে অভিসম্পাত করিব।"

মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, " বৎসে! স্থির হও ২, সে কি এখনো তোমার স্বামী নহে? আহা! তবে তাহাকে অভিসম্পাত করিও না। কামিনী, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর? আমরা তাহাকে উদ্ধার করিব, তুমি পুনরায় সুখী হইবে" এই কথা বলিতে ২ তাঁহার মুখে ঈষৎ স্মিতোদয় হইল।

এদিকে সেই দিন সন্ধ্যাকালে আচার্য্য একখানি সমন পাইলেন। তাহাতে এই লিখিত ছিল, "তুমি অমুক দিন অমুক স্থানহইতে যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকটীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছ, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কল্য বিচারালয়ে উপস্থিত হও।" উহা রাজনিয়মানুযায়ী আদেশ, সুতরাং আচার্য্যকে তদনুযায়ি কার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার গৃহে ও মহেন্দ্র বাবুর ভবনে সেই রাত্রি অতি ভিন্ন ভাবে অতিবাহিত হইল। মহেন্দ্র বাবুর বাটী কোলাহল, বিলাপ ও পরিতাপে

পরিপূর্ণ হইল। একক্ষণে তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দেবসমীপে পূজা স্বীকার করিতেছেন, এবং পুরোহিত-দিগের শুভলক্ষণসূচক উক্তিতে উল্লাসিত হইতেছেন। পরক্ষণে আবার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণে প্রসন্নের দৃঢ়তর অস্বীকার এবং তাঁহার অবিচলিত তেজস্বিতা ও অভিলাষের বিষয় স্মরণ হওয়াতে, তিনি তাঁহাদের নিকটহইতে একেবারে গিয়াছেন, ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণচিত্ত হইতেছেন।

আচার্য্যের বাটীতে সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। প্রথম রাত্রিতে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ও প্রসন্ন একটী গোল মেজের কাছে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের ভক্ত লোকদিগের নিমিত্ত কিং উৎকৃষ্ট দ্রব্য সঞ্চিত আছে, তাঁহারা সেই গৌরবান্বিত বিষয় সকল একত্র পাঠ করিলেন। আচার্য্য ও তাঁহার ভার্য্যা কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া প্রসন্ন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেম করিলে, যে প্রকৃত অন্তরনুভূত সমবেদনা উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় মনোহর বস্তু ইতিপূর্ব্বে আর কখন অনুভব করেন নাই। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষেই জানু অবনতপূর্ব্বক এক অন্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! আগামী দিবসে প্রসন্নকে রক্ষা করিও; তাঁহার প্রতি তোমার কৃপা বিস্তার করিও; তিনি যেন মনুষ্যমণ্ডলীতে আত্মাভিপ্রায় ব্যক্ত এবং অগ্নিনিহিত রৌপ্যখণ্ডের ন্যায় বিশুদ্ধ ও স্বপ্রভুর ব্যবহারোপযোগী হইয়া, প্রত্যাগমন করিতে পারেন।" এই প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, প্রত্যেকেই বিশ্রাম করি-

লেন; এবং সুখে ও নিরুদ্বেগ চিত্তে তাঁহাদের যামিনী যাপিত হইল।

বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, বিচারালয় বিচারশুশ্রূষু শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইল। এক জন গোঁড়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এই বার খ্রীষ্টধর্ম্ম পরাজিত হইবে।" আর এক জন বলিলেন, "না, আমাদেরই পরাভব হইবে। উহাদের শাস্ত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলে যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুই ফলদায়ক হইবে না।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "মহেন্দ্র বাবু সম্পন্ন লোক, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। উৎকোচেই হউক, পারিতোষিকেই হউক, যে কোন প্রকারেই স্বার্থসিদ্ধি করিবেন।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন, "আমাদের একটী সুবিধা আছে। মেজেষ্টর সাহেব গোঁড়া খ্রীষ্টান্ নহেন, তিনি পাদরিদের পক্ষপাতী হইবেন না। তিনি উদারচিত্ত, আমরা হিন্দু হইলেও, আমাদের প্রতি যথার্থ বিচার করিবেন।"

তাঁহারা এই রূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে বিচারালয়ের বারাণ্ডাতে এক খানি পাল্কি উপস্থিত হইল। তাহার দ্বার রুদ্ধ ছিল। এই অনৈসর্গিক ঘটনাতে সেই দিকেই সকলেরই দৃষ্টিপাত হইল। তন্মধ্যহইতে একটী সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে বাহির হইতে দেখিয়া, সকলেই আরো চমকিত হইল। সেই স্ত্রীলোকটী প্রসন্নের মাতা। তিনি আর কখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হন নাই। তথায় আসাতে, সেই পরিবার যার পর

নাই অপমানিত হইলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র যথাসাধ্য নিবারণ করিলেও, কিছুই ফলদায়ক হইল না। তিনি বার২ বাদানুবাদ করিয়া, অবশেষে তথায় উপস্থিত হইলেন। "আমার সন্তান বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে, এখন আর আমার লোকাচার বা লোকমর্য্যাদায় কি হইবে? আমি উহা পরিত্যাগ করিব। পুত্রকে এক বার দেখিবার নিমিত্ত লোকনিন্দা ও অপমান সহ্য করিব। সে অবশ্যই আমার কথা শুনিবে। আমার অনুরোধ কখনই অগ্রাহ্য করিবে না। আমার করুণোক্তি অবশ্যই শুনিবে।" প্রসন্নের জননী এই আশালতা অবলম্বন করিয়া, সেই জনতার মধ্যদিয়া বিচারাসনের সমীপে উপস্থিতা হইলেন। তিনি উত্তমরূপে অবগুণ্ঠিতা ও পতিপুত্রে বেষ্টিতা হইয়া তথায় গমন করিলেও, সর্ব্বত্র সকলেই নানা প্রকার নিন্দা করিতে লাগিল। অধিক কি! দুই এক জন তাঁহাদের সম্মুখেই মর্ম্মভেদী উপহাস করিতে ত্রুটি করিল না। বিচারক এই ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি মহেন্দ্র বাবুকে একটী নির্জ্জন ঘর দেখাইয়া দিয়া, বলিলেন, "প্রসন্নের আগমন পর্য্যন্ত আপনার ভার্য্যাকে ঐ স্থানে রাখুন।" কিয়ৎক্ষণ পরেই, প্রসন্ন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে আচার্য্য ও অপর পার্শ্বে রামদয়াল ছিলেন। রামদয়াল এক বার এই রূপে বিচারিত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে প্রসন্নকে মৃদু স্বরে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পাছে প্রসন্নের আত্মীয়বর্গ তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন, এই আশঙ্কায় আচার্য্যের সুহৃদ্ দুটী ইংরাজ এই সঙ্গে রক্ষকস্বরূপ ছিলেন।

যুবক প্রসন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র, জনতার মধ্যে কোলাহল উপস্থিত হইল।

"আমরা অবশ্য জিতিব, ঐ দেখ, বালককে কেমন দুর্ব্বল ও ম্লান দেখাইতেছে। পাদরিরা অবশ্যই উহাকে দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিয়াছিল। আজি উহাদের দুর্ব্ব্যবহার প্রকাশিত হইবে।" চতুর্দ্দিকেই এই কথা কর্ণগোচর হইতে লাগিল। নিয়মিত রূপে বিচার আরম্ভ হইল। আ-চার্য্য প্রসন্নকে ভুলাইয়া আনেন নাই, প্রসন্নের নিতান্ত অনুরোধেই তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিলেন, ইহা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। মহেন্দ্র বাবু উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহাকে আপনার রক্ষণাবেক্ষণে রাখা উচিত এই আপত্তি করিলেন। বিচারক শিরশ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "না মহাশয়! হিন্দু ব্যবস্থানুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত আমার বোধে ইনি ইংরাজি ব্যবস্থানুসারেও প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াছেন। যাহা হউক, বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়ার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন?" মহেন্দ্র বাবু তৎক্ষণাৎ প্রসন্নের ঠিকুজি উপ-স্থিত করিয়া বলিলেন "এই ঠিকুজি অনুসারে এই ক্ষণে প্রসন্নের পোনের বৎসর নয় মাস বয়স হইয়াছে, বোধ হইল।" প্রসন্ন উহা দেখিবামাত্র, উঠিয়া, অকপট ক্ষোভ পূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ! উহা যে আমার ঠিকুজি, আ-পনি এমন কথা বলিবেন না।" পরে বিচারকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "মহাশয় কখনো আমার ঠিকুজি নহে।" বিচারক দেখিবামাত্র, কৃত্রিম অনুভব করিয়া

বলিলেন, "কাগজ নূতন ও অত্যন্ত পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু যাহা হউক, যাঁহারা সত্য মিথ্যার প্রভেদ বুঝিতে পারে, ধর্ম্ম বিষয়ে স্বয়ং বিবেচনা করিয়া তদনুসারে তাহাদের ব্যবহার করিবার অধিকার আছে। অতএব আমি আপনার পুত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া দেখি, যদি ইহাঁর মনঃস্বাস্থ্য ও সুবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাঁকে আত্মপ্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে দেওয়া যাইবে।" বিচারকর্ত্তা ঐ রূপ বলিবেন প্রসন্নের বন্ধুবর্গ পূর্ব্বে ইহা অনুমান করিয়াছিলেন, অতএব সূর্য্য তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমি এই যুবকের জ্যেষ্ঠ সহোদর, শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, ইনি জন্মাবধিই নির্ব্বোধ, এবং কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে, ইহাঁকে কিছু বলা যায় না।"

বিচারক কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার সহোদরই স্বয়ং উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন, তাহা হইলে তোমার কথার সত্যতা নির্ণয়ে শীঘ্রই সমর্থ হইব।" তিনি প্রসন্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ, আচার্য্য বলিতেছেন যে তুমি কল্য প্রাতঃকালে স্বয়ং ইহাঁর বাটীতে গিয়া অবস্থিতি করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলে, ইহা কি সত্য?"

প্রসন্ন কহিলেন, "হাঁ মহাশয়! স্বয়ং গিয়াছিলাম। স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে, এক মাস পূর্ব্বেই স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্যের বাটীতে যাইতাম; কিন্তু এমন গুরুতর বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ইনি আমাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া দৃঢ় রূপে

বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। আমি এই অনুরোধানুসারে কার্য্য করাতে, ইনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কল্য গ্রহণ করিয়াছেন।”

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ২ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তোমার খ্রীষ্টান্ হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে?”

প্রসন্ন কহিলেন, “মহাশয়! প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক উপাসনা কেবল মিথ্যা, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্যধর্ম্ম জানিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছি।”

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল কিসে তোমার এরূপ বিশ্বাস হইল?”

প্রসন্ন কহিলেন, “মহাশয়! এই স্থান, খ্রীষ্টধর্ম্মের সপক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু আপনাকে নিশ্চয় বলি। সেই সমস্ত প্রমাণ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আমি ঈশ্বরের অভিমত কার্য্য করিয়াছি মনোমধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাসও হইয়াছে।”

বিচারক কহিলেন, “সত্য। কিন্তু তোমার বন্ধুগণকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কতক গুলি প্রমাণের উল্লেখ কর।”

প্রসন্ন কহিলেন, “মহাশয়! প্রথমতঃ যে ধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত তাহাতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে অবশ্য কোন প্রকার সন্ধির উপায় থাকিবে। হিন্দুধর্ম্মে এরূপ সন্ধির কোন উপায় নাই; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে আছে। যীশু খ্রীষ্ট আত্মপ্রদান করিয়া মনুষ্যের পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে স্বর্গীয়, এই মহা গৌরবান্বিত

প্রায়শ্চিত্তোক্তিই তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ; এতাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত আর কোন ধর্ম্মে নাই। এতদ্ভিন্ন ইহার অনুকূলে অনেক মহৎ২ প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে এই ধর্ম্মের নীতি শিক্ষা প্রধান বলিয়া গণনা করি। ভূরি২ অসঙ্খ্য২ ধর্ম্মোপদেশক ও প্রাচীন দর্শনবেত্তারা স্ব২ শিষ্যদিগকে কতক গুলি নীতি শিক্ষা দিয়া তদ্বিষয়ে পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেবল বাইবল পাঠ করিলে অভ্রান্ত ন্যায় ও সত্য মূলক নীতি শিক্ষা করিতে পারা যায়। ইহা সর্ব্বাংশেই ন্যূনতাবিহীন। লোকদিগকে ইহার অনুবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার ভ্রান্ত অভিপ্রায় প্রকটিত হয় নাই। এই ধর্ম্মেই মনুষ্যেরা যে কেবল কার্য্যদ্বারা পাপী এমন নহে, মানসেও পাপী হন, এই উপদেশ পাওয়া যায়। ইহার নীতি শিক্ষা এত বিশুদ্ধ, যে কোন মনুষ্য তাহা কখনো সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারেন নাই। অতএব অতি সুপ্রসিদ্ধ নীতিবেত্তাদের দ্বারা অন্যান্য যত ধর্ম্ম প্রণীত হইয়াছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা যে ধর্ম্ম এত শ্রেষ্ঠ, তাহা অজ্ঞ ও নীচ মনুষ্যকর্ত্তৃক প্রচারিত হইলেও তাহাদিগের কৃত হইতে পারে না, স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার প্রণেতা।”

বিচারক যুবকের এতাদৃশ উক্তিতে চমৎকৃত হইয়া আরো শুনিতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রসন্ন কহিলেন, “মহাশয়! বাইবলোক্ত অলৌকিক কার্য্য সকল ইহার স্বর্গীয়ত্বের অন্যতর প্রমাণ। স্বার্থ সিদ্ধি ও স্বীয় দেবতার মর্য্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতারক আচার্য্যদিগের কর্ত্তৃক এই সমুদায় কার্য্য নির্জ্জনে কৃত

হয় নাই। দেশের সর্ব্ব স্থানে সহস্র২ লোকের প্রত্যক্ষে ও সকলের উপকারের নিমিত্ত উহা করা গিয়াছিল; এবং যাঁহারা ঐ সকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তজ্জন্য কেবল তাড়না ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কতক গুলি কার্য্য চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত উদ্‌ঘটিত ক্রিয়াবিশেষ অদ্যাবধি প্রতিপালিত হয়। যীশুর পুনরুত্থান দিন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত সপ্তাহের সপ্তম দিবসের পরিবর্ত্তে প্রথম দিন বিশ্রামাহ হইয়া থাকে। কেবল এই অলৌকিক ঘটনাই খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বর্গীয়তার প্রচুর প্রমাণ। তদ্ভিন্ন বাইবলের ভবিষ্যদ্বাণী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের সুফল ও বিশ্বব্যাপকতা প্রভৃতি অনেক প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।"

প্রসন্ন এই কথা বলিতে২ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া তত্রত্য জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমি এই ক্ষণে যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমরা সেই স্বর্গীয় ধর্ম্মের অনুকূলে এই শেষোক্ত প্রমাণটী গ্রহণ কর। তোমরা নিশ্চয় জানিও, যে ধর্ম্ম বিশ্বব্যাপী নহে, তাহা ঈশ্বরদত্ত হইতে পারে না। ঈশ্বর কি সকল মনুষ্যকে এক করিয়া নির্ম্মাণ করেন নাই? তিনি ইংরাজদিগকে শরীর পুষ্ট, উষ্ণ ও সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত যে খাদ্য, যে বস্ত্র, ও যে ঔষধ দিয়াছেন, আমাদিগকে কি তাহার অধিকারী করেন নাই? যদি তাহাই হইল, তবে কি আত্মিক ধর্ম্ম স্বতন্ত্র হইবে? কোন প্রকারেই স্বতন্ত্র দেখিতে পাই না। আমাদের মনের ভাব, আশা, অভাব, ও সুখ দুঃখ বোধ সমুদায়ই

এক প্রকার। অতএব এক প্রকার ধর্ম্মজ্ঞানরূপ আ-হারদ্বারা মন ও অন্তঃকরণের পুষ্টি সাধন ও এক রূপ ধর্ম্মৌষধি দিয়া, পাপপীড়িত আত্মার রোগ নিবারণ করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের ভাব প্রযুক্ত তাহাতে ভিন্ন-জাতীয় লোকের অধিকার হইতে পারে না; ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে, যে উহা প্রেমময় পরমেশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্ম নহে। খ্রীষ্টধর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে; সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বাবস্থার লোকেই এই ধর্ম্মের ব্যবস্থানু-সারে কার্য্য করিতে পারেন।"

"এই ধর্ম্মে ভাষা, আহার ব্যবহার ও বেশ ভূষার কিছুই নিয়ম নাই। এই সকল বাহ্য বস্তু সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। আত্মা সম্বন্ধীয় নিয়মই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব সর্ব্বজাতীয় লোকেই এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন। আহা! ইহা কেমন আনন্দময় ধর্ম্ম! অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেও ইহার নিগূঢ় ভাবের মর্ম্মাববোধে সম্পূর্ণ সমর্থ হন না; অথচ এমন সহজ, যে অতি সামান্য লোকেরও উহাঁতে ভ্রম জন্মিতে পারে না। এই ধর্ম্ম দীনহীনকে স্বর্গরাজ্যাধিকারী সম্পন্ন করে। শো-কাতুরের অশ্রুজল মোচন, ব্যাকুলিত আত্মাতে শান্তিবারি সেচন, শয্যাগত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান, মরণোন্মুখ মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রে আশালতা রোপণ করে। প্রিয় বন্ধু-গণ! আমি খ্রীষ্টান্ হইলাম, এবং ঈশ্বরসমীপে এই প্রার্থনা করি, তোমরাও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চির-জীবন লাভ কর।"

প্রসন্নের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, বিচারক কি বলেন,

ইহা শুনিবার নিমিত্ত, তাঁহার প্রতি সকলেরই নেত্রপাত হইল। তত্রত্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকই খ্রীষ্টধর্ম্মের জয় বুঝিতে পারিলেন। এক জন বলিলেন, "যাহা হউক, পাদরিরা এই অল্প সময়ে উহাকে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন।" আর এক জন পলিতকেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃদুস্বরে "আমাদের দেবতারা পতিত হইলেন" বলিতেই দুঃখিতচিত্তে তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। আর এক ব্যক্তি আচার্য্যের প্রতি বৃথা কোপ প্রকাশ করিয়া দন্তকিড়িমিড়ি করিতে লাগিলেন।

এ পর্য্যন্ত কেবল মহেন্দ্র বাবু নিরাশ হন নাই। তিনি প্রসন্নের বক্তৃতা শুনিয়াও, কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। যেন স্বপ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বপুত্রকে পুনরায় আপনার বলিতে পারিবেন কি না, এই যাতনাযুক্ত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। প্রসন্নের কথা সমাপ্ত হইলে তিনি এক প্রকার জ্ঞান শূন্য হইয়া, বিচারকের চরণধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! সে এখন কি আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে?" এই ঘটনা দর্শনে বিচারকেরও অন্তঃকরণ করুণাবিষ্ট হইল। তিনি অতি সদয়ভাবে বলিলেন, "না আপনার পুত্রকে বলক্রমে ঘরে পাঠাইতে পারি না। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপনার সেই কার্য্যের উত্তম কারণও প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পারেন। আমার বোধ হয়, তিনি আচার্য্যের সঙ্গে ফিরিয়া যাইবেন।" মহেন্দ্র বাবু এই কথা শুনিবামাত্র, ঈষদ্ আর্ত্তনাদ করিয়া ছিন্ন মূল তরুর ন্যায়

ভূতলশায়ী হইতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য পূর্ব্বানুভূত ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া অগ্রসর হইয়া পিতাকে ধরিলেন। ক্ষণৈক কাল পরে মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "জননীকে দর্শন করে নাই।" বিচারক এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রসন্নকে বলিলেন, "তোমার মাতা ঐ গৃহে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি একাকী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর।"

প্রসন্ন প্রদর্শিত দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার গাত্র উদ্বেগে কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি অবিচলিত পদে গমন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সমুদায়ই বৃথা হইল। অন্তর্গূঢ় যাতনা নিবন্ধন তাঁহার হস্ত পদই কম্পমান হইল। তাঁহার হস্ত শীতল ও অবশ হইয়া গেল। তিনি যেন ক্ষণিক শান্তিলাভের নিমিত্ত উত্তপ্ত ললাটদেশে হস্তার্পণ করিলেন। কিন্তু ললাটের শিরা সকল বিস্তৃত ও স্ফীত হইয়া, তাঁহার আন্তরিক বেদনা প্রকটিত করিল। তিনি আত্মভাব গোপন করিতে পারিলেন না। অতর্কিতভাবে তাঁহার মুখহইতে এই প্রার্থনা নিঃসৃত হইল, "ত্রাণকর্ত্তা, তুমি স্ত্রীজাতিহইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সস্নেহনেত্রে দৃষ্টিপাত কর।" এই কথা বলিয়া জননী-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র, "আমার রতন্ মণি! আমার চাঁদ! আমার জীবনতারা! আমি আজি কি শুনিলাম, বাবা!" উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া, প্রসন্নের মাতা অনবরত শোকসন্তপ্ত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে২ বলিলেন, "বাবা আমার! তুমি নাকি আমাকে ত্যাগ

করিলে! যে তোমাকে অতিকষ্টে গর্ব্ভে ধারণ, বাল্যাবধি অকৃত্রিম স্নেহে ও যত্নে লালন পালন করিয়াছে, যাহার প্রসাদে তুমি এখন মানুষ হইয়া উঠিয়াছ, তাহাকে ত্যাগ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে! না না, এ সকলই দুঃস্বপ্নমাত্র, এখন সে সমুদায় গিয়াছে। আমরা জাগরিত হইয়াছি, তুমি এখন আমার সঙ্গে যাইবে। আমি জানি অবশ্যই যাইবে।"

প্রসন্ন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মা! মা! আমি মরিলাম! আপনি স্থগিত হউন, নতুবা আমি উন্মাদ হইব। হে ঈশ্বর! ইহা সামান্য ত্যাগ স্বীকার নয় বটে, কিন্তু এই ক্ষতি স্বীকার তোমার বেদির সম্মুখে অতি অকিঞ্চিৎকর।" এই কথা বলিতে২ তাঁহার যত্নরক্ষিত অন্তর্বেদনা উপস্থিত হইল। তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! আমাকে আপনার ত্যাগ করিতে হইবে।"

সন্তপ্তচিত্ত প্রসন্নের মাতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে যেতে দেওয়া! আমার প্রাণধন! তাহা কোন প্রকারেই হইবে না। হায়! চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হইয়াছে। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি নক্ষত্র সকলেই যেন ক্রোধে অস্তগত হইয়াছেন। হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমি এমন কি পাপ করিয়াছিলাম, যে আমার এ রূপ সর্ব্বনাশ হইল! বৎস! তুমি আমাদের বাটীর আলোক, তুমি কেমন করিয়া ঘর অন্ধকারময়, অনুৎসাহময় ও অরুণ্যময় করিয়া যাইবে? আমি তোমা বিনা জীবন ধারণ করিতে পারিব না। কুসুমের শিশিরবিন্দু, ব্যাধানুসৃত মৃগশাবকের স্নিগ্ধচ্ছায় নিবিড় কানন, বৈদ্যু-

তাগ্নিবেষ্টিত বিহঙ্গ শিশুর অশ্বত্থ তরুশাখা এবং মরু-পতিত পথিকের শর্করামিশ্রিত সুস্বাদু তরমুজ জল যে রূপ তৃপ্তিকর, তোমার স্নেহও আমার পক্ষে সেই রূপ সুখজনক। আমার সোণার চাঁদ! আমার রজত নক্ষত্র! আমার মৌক্তিকহার! আমার হীরকমণি! আমার রত্ন! আমার বিহঙ্গ! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি তোমা বিনা জীবিত থাকিতে পারিব না। তুমি ফিরিয়া না গেলে, তোমার জননী অবশ্য প্রাণ ত্যাগ করিবে। আমাকে বিষ দেও, আমি পান করিব। আমি যে পুত্রকে লালন পালন করিয়াছি সেই পুত্রকে অপবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত শুনিবার পূর্ব্বেই, আমার হৃদয় শৈল্যে বিদ্ধ কর। অঃ! যে মুখ ফল মূল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন ভিন্ন অন্য কোন অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করে নাই; সেই মুখ গো ও শূকর মাংসে অপবিত্র হইবে! যে ওষ্ঠ বারিব্যতীত আর কিছুই পান করে নাই, সেই ওষ্ঠ সংজ্ঞানাশক অপ-বিত্র সুরাতে সিক্ত হইবে! না, তাহা কোন প্রকারেই হইতে পারিবে না।" অর্দ্ধোন্মত্তা প্রসন্নের মাতা অকপট ঘৃণা সহকারে এই রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

প্রসন্ন সেই সকল বিলাপ বাক্য শুনিয়া উন্মত্তের ন্যায় অতি দ্রুতভাবে বলিলেন, "মা! আমি আপনার নি-কট প্রার্থনা করি, আর ওরূপ বলিবেন না। আপনার বাৎসল্য যে কি অমূল্য ধন, আমি তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। কেবল ত্রাণকর্ত্তা ও মদীয় কর্ত্তব্য ব্যতীত আর সর্ব্ব দ্রব্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্।" এই কথা বলিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। নির্ব্বোধ হিন্দুমহিলারা

ত্রাণকর্ত্তা ও কর্ত্তব্য, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারেন না। "যাহাদের পরিতপ্ত হৃদয়ে স্বাভাবিক স্নেহ মৃত্যুর ন্যায়, অদান্ত ঈশ্বর! তুমি তাহাদের নিকট অতি ভীষণ ত্যাগ স্বীকার অভিলাষ কর।" প্রসন্ন অতর্কিতভাবে কোন পুস্তকে পঠিত এই বাক্যটী উচ্চারণ করিয়া আত্ম-ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু সেই ত্যাগ স্বীকার করিলেন। তিনি আর ঐ বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ বা স্মরণ করিলেন না। জননীর প্রতি শেষ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়াই, বাহির হইলেন; এবং খ্রীষ্টান্ বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া, খ্রীষ্টান্ ভবনে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিশ্রামাহের সন্ধ্যা সমাগত হইল। প্রসন্ন যে উন্নত পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, আপনাকে তদুপযোগী, এবং আপনার কার্য্যকলাপ খ্রীষ্টধর্ম্ম সংগত, ও চরিত্র খ্রীষ্টসদৃশ করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরসমীপে নির্ব্বন্ধসহকৃত প্রার্থনায় দিনের অধিকাংশ যাপন করিলেন। বন্ধুবর্গহইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর, পাঁচ দিন অতীত হইল। "পাছে আত্মীয়বর্গ আমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যান, পাছে তাঁহারা আমাকে কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ দেন" তাঁহার অন্তঃকরণে এবম্বিধ আশঙ্কা আর রহিল না। আচার্য্য তাঁহাকে রামদয়ালের সহিত ভজনালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে শকট আনাইয়াছিলেন, তিনি নিরুদ্বেগে ও সকৃতজ্ঞচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য অশ্বচালককে যথাস্থানে যাইতে আদেশ করিলেন, এবং উপবেশন করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে বলিলেন, "ঈশ্বর যে তাদৃশ ক্লেশকর কার্য্যের ঈদৃশ সুখাবহ পরিণাম করিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।" কিন্তু আপনার যুবক শিষ্যকে এখনও যে ভীষণ পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে হইবে, এবং তিনি সাত বার নিকষিত রজতখণ্ডের ন্যায় তাহাহইতে মুক্ত হইবেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কতিপয় মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহারা একটী মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতি পূর্ব্বে যে পথ দিয়া আসিতেছিলেন, তদপেক্ষা এই পথটী অধিক নির্জ্জন ছিল। প্রসন্ন, বাপ্তাইজিত

হইবার সময়ে আপনার প্রতি যে সকল প্রশ্ন হইবার সম্ভব, তাহার স্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত উত্তর সমুদায় মনে২ প্রস্তুত করিতেছিলেন। এ দিকে আচার্য্যের অন্তঃকরণে নানা প্রকার ভাবোদয় হইতে লাগিল। তিনি পরিণাম চিন্তায় মগ্ন হইয়া, নানা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এক বার দেখিলেন, যেন আপনার যুবক শিষ্য নির্ভীত ও সাহসী ধর্ম্মোপদেশকের ন্যায় গ্রামে২ জীবনদায়ক বাক্য প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। আর বার দেখিলেন, যেন প্রসন্ন পরিণতবয়স্ক ও বহুদর্শী হইয়া তাঁহারই ভজনালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন, এবং তিনি সেই ভারহইতে মুক্ত হইয়া প্রেরিতগণের প্রকৃত উত্তরপদধারির ন্যায় দেশ বিদেশে গমন করিতেছেন। চিন্তা করিতে২ আরো দেখিলেন, যেন আপনার সম্মুখে একটী বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন রহিয়াছে ও চতুর্দ্দিকে অসংখ্য২ মুক্তিপ্রাপ্ত লোক বসিয়া আছেন। এবং প্রসন্ন আপন মণ্ডলীস্থ লোকদিগের ও অন্যান্য খ্রীষ্টান্‌গণ সহিত তথায় রহিয়াছেন। আপনি কেবল বিশ্বাসভুজ দিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন। তিনি যেন সেই সিংহাসনহইতে এই ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, "হে উত্তম বিশ্বাস্য দাস, তুমি ধন্য।" এবম্বিধ নানা প্রকার ভাব তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেবল রামদয়ালের অন্তঃকরণ অস্থির ছিল। তিনি সন্দিহান হইয়া বৃক্ষমধ্যে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অবশেষে কিছু দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ইহারই ভয় করিলাম। এই শান্তি পূর্ব্বাবধি অস্থায়ী জানিতাম।" কিন্তু এখন আর তাঁহাদের

সাবধান হইবার সময় ছিল না। মহেন্দ্র বাবু ধনি লোকদিগের নিকটহইতে কতক গুলি লাঠিয়াল্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই পঞ্চাশৎ অস্ত্রধারি পুরুষ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিল। সেই জনতার মধ্য দিয়া শকট চালন করা অতি শঙ্কট ব্যাপার। দুই জন লোকে অশ্ব ধারণ করিল। তিন জনে অশ্বচালককে বলপূর্ব্বক অবতারণ করিয়া বন্ধন করিল। রামদয়াল ছাড়াইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দুই জন পাঞ্জাবী তাঁ-হাকে ধৃত করাতে তিনি বাঙ্গালি স্বভাববিরুদ্ধ সাহস সহকারে তাহাদের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যের স্বর শ্রুতিগোচর হইল। তিনি বলিলেন, "ওরে পাগল! ঐ খ্রীষ্টান্ কুকুরকে ছাড়িয়া দে, কেবল আমার ভাইকে আন্।" অনন্তর আচার্য্যকে বলপূর্ব্বক পথের এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া প্রসন্নকে শকটহইতে নামাইল, এবং নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক আর একখানি শকটের তলায় রাখিয়া প্রস্তর-ময় পথের উপর দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল।

আচার্য্য ও রামদয়াল স্বপ্নাবস্থের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসন্ন, অশ্ব, শকট ও অস্ত্রধারি পুরুষগণ সমুদায়ই ইন্দ্রজালের ন্যায় অদৃশ্য হইল। কেবল তাঁহারা হতাশ হইয়া অন্ধকারে পড়িয়া রহিলেন। দস্যুরা স্বার্থসিদ্ধি করিল। এক্ষণে বিচারকের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাওয়াই তাহাদের বিশেষ চেষ্টা। আচার্য্য ও রামদয়াল দুঃখিত চিত্তে ভজনালয়ে গমন করিলেন। তাঁহাদের আশা সকল অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রতিরুদ্ধ হইল।

তাঁহাদের নেত্রহইতে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন হইতে লাগিল। কিন্তু একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। "দেখ জগতের চরম অবস্থা পর্য্যন্তই সর্ব্বদা আমি তোমাদের সঙ্গে ২ আছি" এই স্বর যেন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। অবশেষে আচার্য্য বলিলেন, "রামদয়াল! কি অন্যায় কর্ম্ম! আমি কল্য প্রাতে অবশ্যই অভিযোগ করিব।"

রামদয়াল বলিলেন, "মহাশয়! আমাকে বলিতে অনুমতি করিলে, আমি ঈদৃশ কার্য্য করিতে নিষেধ করি।"

আচার্য্য কহিলেন, "কেন?"

রামদয়াল উত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমরা যতই বিরুদ্ধ বলি না কেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম দেশজয়িদের ধর্ম্ম বলিয়াই এদেশে প্রচলিত হইতেছে, এই একটী ভাব সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও সকলেরই মনে আছে; অতএব সজীব খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধ এই অমূলক ভাব যতই না থাকে, ততই আমাদের উদ্যোগ করা উচিত। অভিযোগ করিয়া কত দূর কৃতকার্য্য হইব তদ্বিষয়ে আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে; সে যাহা হউক, বিবেচনা করুন, অভিযোগ করিয়া যেন বন্ধুকে পাইলাম, ও খ্রীষ্টধর্ম্মে সম্পূর্ণ ভক্তি আছে বলিয়া তিনি যেন সকলের সাক্ষাতে স্বীকার করিলেন; তথাচ লোকে মনে করিবে তিনি ব্রিটিষ শাসনের সাহায্যে খ্রীষ্টান্ হইলেন।"

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য অনুধ্যান করিয়া বলিলেন, "তুমি যথার্থ বলিয়াছ, কিন্তু প্রসন্নের নিমিত্ত কিছুই করিতে হইবে না?"

রামদয়াল কহিলেন, "মণ্ডলীর লোকেরা পিতরের নি-

মিত্ত যাহা করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই করা যাইবে। আমরা তাঁহার নিমিত্ত অনবরত প্রার্থনা করিব। তাহা করিলে আপনি দেখিবেন, প্রসন্ন নিরাপদে পুনরায় আমাদের নিকট আসিবেন। 'তাহাদের মধ্যে এক জনও বিনষ্ট হইবে না' এই বাক্যটী যাহাদের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, তিনিও তাঁহাদের এক জন।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রসন্নের শারীরিক আঘাতের বিষয়ে কোন আশঙ্কা কর না? অধিকাংশ হিন্দু পরিবার বিষের গুণ ও তাহা প্রয়োগ করিতে জানে। কেমন, তাহারা জানে না? স্ত্রীঘটিত কোন অপমান হইলে, মৃত্যু সাধন করিয়া গুপ্ত করে। যে সন্তান বংশ চিরকলঙ্কিত করিতে উদ্যত বিবেচনা করে, তাহারা কি তাহার প্রতি তাদৃশ আচরণ করিতে ক্ষান্ত হইবে? অথবা তাহা অত্যন্ত গুরুতর বোধ হইলে, বুদ্ধিভ্রংশক ঔষধ খাওয়াইয়া প্রসন্নের বুদ্ধিলোপ করিতে পারে। উঃ! তাদৃশ উৎকৃষ্ট বুদ্ধি নষ্ট হইবে! ইহা চিন্তা করিতেও আমার ক্ষোভ হয়।"

"মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন, তাঁহার বান্ধবেরা যে তত দূর করিবেন, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। আমার বোধ হয়, এবম্বিধ যত গল্প হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে। আমি কখনও স্বয়ং ঈদৃশ ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নাই।"

আচার্য্য কহিলেন, "রামদয়াল! তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ঈশ্বর করুন, যেন আমাদের প্রিয়তম যুবক বন্ধু সর্ব্ব বিপদহইতে মুক্ত

হন; কিন্তু রামদয়াল! তাঁহার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত ক্ষোভ হইয়াছে।”

সূর্য্য প্রসন্নকে শকটে করিয়া লইয়া যাইতেছেন, এক্ষণে আমরা সেই বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দুই ভ্রাতার মধ্যে কেহই কিয়ৎক্ষণ একটীও কথা কহিলেন না। প্রসন্ন অচেতন হইয়াছিলেন। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তিনি যে ভক্তি, যে আশা ও যে বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিতেছিলেন, এখন তৎসমুদায় কোথায় গেল? তাঁহার বাহ্য দৃষ্টি যে রূপ গাঢ় অন্ধতমসে আচ্ছন্ন ছিল, তদপেক্ষা তাঁহার চিত্তে নিপতিত অন্ধকার কোন ক্রমেই ন্যূন ছিল না। “স্বর্গে বাস্তবিক ঈশ্বর আছেন?” “যদি খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর, তাহা হইলে তিনি কি আপন ধর্ম্মকে এরূপ লজ্জাকর ভাবে পরাজিত হইতে দিতেন?” এই প্রশ্নদ্বয় তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইয়া, তাহাতেই বিলীন হইল। পরে তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিলেন, “হে পরমেশ্বর, হিন্দুধর্ম্ম না খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য, ইহার যথার্থ অনুভূতির যথোপযুক্ত উপায় করুন। ইহাতে জগন্মণ্ডলের বিনাশ হয় হউক। কিন্তু হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! তাহাতেই কি সেই কথা নির্ণয় হইতে পারে? এই রূপেই যে নিশ্চিত হইবে, তাহা বা কি প্রকারে জানা যায়। কি জানি? দুই ধর্ম্ম মিথ্যা, আমিও মিথ্যা, কেবল এক দৃশ্যমাত্র। এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলে আমি যে থাকিব, তাহাই বা কি প্রকারে জানি? জগৎ আছে কি? হাঁ আছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। হাঃ! ঘ্মমতাভিমানি! প্রমাণ আবার কি?”

অহে নিরুপায় সন্দিহান শিষ্য! সাহস অবলম্বন কর। কুপথ প্রবর্ত্তক শয়তান তোমার নিমিত্ত দুর্ভেদ্য বাগুরা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, এবং সম্প্রতি অনেক কৃতকার্য্যও হইয়াছে। সে অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে তোমাকে অবতারিত করিয়াছে, কিন্তু সাহস অবলম্বন কর। শয়তান অপেক্ষা অধিকতর মহতের হস্তে ঐ গহ্বরের চাবি আছে; তিনি তোমাকে নিরাপদে আনয়ন করিবেন। তোমার পথ অতিবক্র, অন্ধকারময়, ও রসাতলস্থ, কিম্বা তোমার অজ্ঞাত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তিনি তোমাকে আপনার অনুগ্রহরূপ তৃণময় ক্ষেত্রে ও আপনার সন্নিধানরূপ রবিকিরণে নিরাপদে আনয়ন করিবেন!

সূর্য্য দেখিলেন, প্রসন্ন আপতিত বিপদের প্রতি মনোযোগ না করিয়া অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন। মুক্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা না করিয়া, তাঁহাকে গাড়ির তলায় যেমন রাখা গিয়াছিল, ঠিক সেই রূপই পড়িয়া রহিলেন। অথচ কোন সাংঘাতিক আঘাত লাগে নাই। যাহা হউক, সূর্য্য তাঁহাকে ঐ রূপ চিন্তা করিতে দিলেন না। প্রসন্নের স্থির ভাব দেখিয়া, তিনি বিবেচনা করিলেন, হয় তাঁহার বাটীতে যাইবার বিষয়ে বিশেষ মতামত নাই, নয় বাপ্তাইজিত হইবার পূর্ব্বে মুক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, অত্যন্ত হর্ষিত হইয়াছেন। অবশেষে আর কেহই আমাদের অনুধাবন করিতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি প্রসন্নের চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিলেন; এবং খ্রীষ্টানুদের মধ্যে গিয়া থাকি-

বার বিষয়ে, তাঁহাকে পরিহাস পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তাঁহার সেই চেষ্টা কোন কার্য্যকর হইল না। তিনি প্রসন্নের মুখশ্রী দুঃখে ম্লান ও বিবর্ণ হইয়াছে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, যে আপনার বাক্যবাণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আর তিরস্কার না করিয়া উপদেশ ও প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

তিনি কহিলেন, "দেখ, প্রসন্ন! যদি সত্য বল, তবে বোধ হয় দুরাত্মা খ্রীষ্টান্‌দের ঘৃণিত ব্যবহার ও ভ্রমাত্মক আশার হস্তহইতে মুক্ত হইয়াছ বলিয়া তুমিও আমার ন্যায় আহ্লাদিত আছ।"

"দাদা! সেই আশা ভ্রমাত্মক বল কি না বল, কিন্তু আমি এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উহাতে পরমসুখী ছিলাম; এখন বলুন্ দেখি, আপনারা তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে কি দিয়াছেন? কেবল নিরাশ করিয়া দুঃখই দিয়াছেন। আমি আর কখনই হিন্দু হইব না। আপনারা আমাকে নাস্তিক করিবেন। কিন্তু নাস্তিকের ঐহিক ও পারত্রিক অপেক্ষা পশুর ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ; ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। আমি দেখিতেছি, আমার অদৃষ্টে তাহাই হইবে। স্বর্গ, নরক ও পৃথিবী সমুদায়ই অন্তর্হিত হইতেছে। আমিও অন্তর্হিত হইতেছি। ঈশ্বর! যদি তুমি থাক, তাহা হইলে আমাকে এই ঘৃণিত জগৎহইতে নির্ব্বাসিত কর।" সূর্য্য প্রসন্নের সহসা কথিত ঈদৃশ বাক্যের উত্তর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কিন্তু এই সুযোগে চতুরতা পূর্ব্বক বলিলেন।

"হাঁ! ভাই তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। তোমার ঈশ্বর সত্য হইলে, সে কি তোমাকে আমাদের হস্তহইতে মুক্ত করিতে পারিত না? তোমার আবার ঈশ্বর! ফলতঃ কএক জন রজপুতের লাঠি তাহা অপেক্ষা বলবত্তর। তুমি সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, পরিবারের মধ্যে কতকগুলি লোকের জ্ঞান ছিল, নতুবা তুমি এত ক্ষণে কোথায় থাকিতে, বলিতে পারি না।" শয়তান ক্ষণ-কাল পূর্ব্বে প্রসন্নের অন্তঃকরণে যে সকল কথা উদিত করিয়াছিল, ইহা কি সেই সকল কথার প্রতিধ্বনি নহে? কিন্তু এক্ষণে অন্যের মুখহইতে উচ্চারিত ও বিষম মর্ম্ম-ভেদিরূপে উত্থিত হওয়াতে ঐ কথায় প্রসন্নের সুমতি উত্তে-জিত হইল। তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, "ঈশ্বরনিন্দা করিবেন না২। আমি কি বলিয়াছি? যাহা বলিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাউন। আমার ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর। তিনি এখনও আমাকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার এ রূপ করি-বার কোন উদ্দেশ্য আছে। হাঁ! অবশ্যই তাঁহার কোন উদ্দেশ্য আছে। আপনি পরে তাহা বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারিবেন এবং স্বীকারও করিবেন।"

প্রসন্ন স্বয়ং ঐ কথার ভয়ানক অর্থ, ও তাহা যে কিছু দিন পরে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে, ইহা তৎকালে বুঝিতে পারেন নাই।

অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন? আমরা যে বাটীর দিকে যাইতেছি না।"

এই কথা শুনিয়া সূর্য্য বলিলেন, "বাড়ী! না না, বাড়ীতে নয়। তোমার পলায়ন প্রযুক্ত বাটীই আমাদের পক্ষে অতি ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। উদ্ধতস্বভাব পুরোহিতেরা প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত গৃহবেষ্টন করিয়া, তোমার এই পাগলামির নিমিত্ত আমাদের জাতি গিয়াছে, বলিয়া থাকে। ভাই প্রসন্ন! উহা এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি। আরো দেখ, পিতা অতি পবিত্র ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। জীবনাবধি কখন পূজাতে অশ্রদ্ধা করেন নাই। এক্ষণে আর হিন্দু বলিয়া পরিচিত হন না! এই কথা এক বার ভাবিয়া দেখ।" বলিতে২ সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! কেবল তোর নিমিত্তই এই সকল হইয়াছে। আঃ! ইহা স্মরণ করিলেই আমার গাত্র দগ্ধ হইয়া উঠে। তুই উৎসন্ন যা।"

এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আমাকে শাপ দিয়াছেন?"

সূর্য্য বলিলেন, "না, তিনি টাকা দিয়া, এবং তুমি পাগল হইয়াছ, এই ও অন্যান্য সহস্র কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাহারা যত পাইল, ততই চাহিল। দিন২ এত অপমান করিল ও বলপূর্ব্বক এমন অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল যে, আমরা আর সহ্য করিতে পারিলাম না। তাহার পর তোমার শ্বশুর আসিয়া আমাদের দুঃখের একশেষ করিয়াছেন। তিনি আপন কন্যাকে চাহিয়া প্রকারান্তরে বলিলেন, যে আমরা টাকা পাইব বলিয়া তোমাকে খ্রীষ্টান্ হইতে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ

দিয়াছি, আর নূতন বউমাকে খ্রীষ্টান করিয়া দিব বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছি।”

প্রসন্ন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন?”

সূর্য্য প্রসন্নের সেই প্রথম ঔৎসুক্যে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “না, তিনি পাঠাইয়া দেন নাই। কহিলেন, ‘কোন প্রকারেই বউমাকে পাঠাইয়া দিব না।’ পিতা ভাবিয়াছিলেন, বউমা বাটীতে থাকিলে কথঞ্চিৎ তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।”

প্রসন্ন মৃদু স্বরে কহিলেন, “প্রেয়সি! আমি কেবল একটী কর্ম্ম করিলে তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু কোন প্রকারেই করিব না; নিশ্চয় বলিতেছি, কখনই করিব না। কারণ যে জন খ্রীষ্ট অপেক্ষা পিতা বা মাতা বা স্ত্রীকে অধিক ভাল বাসে, সে তাঁহার যোগ্য নহে। হে ঈশ্বর! আমি যাহাতে তোমার দৃষ্টিতে যোগ্য হইতে পারি, তুমি আমাকে সেই রূপ সাহায্য কর।”

সূর্য্য ঐ কথা না শুনিবার ন্যায় আরো বলিতে লাগিলেন। “তৎপরে আমরা অনেক কষ্টে তোমার শ্বশুরকে বিদায় করিয়াছি। যদি আমরা বউমাকে তোমার সহিত মিলিত হইতে প্রবৃত্তি দি, তাহা হইলে আমাদের পরিবারসুদ্ধ সকলকেই শাস্তি দিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ও রাত্রিতে আপন কন্যাকে গুপ্তভাবে লইয়া যাইবেন, এই কথা বলিতে২ চলিয়া গেলেন। সেই অপমান যাহাতে না হয়, এই নিমিত্ত, আমরা পল্লীগ্রামে খুড়া

মহাশয়ের বাটীতে রহিয়াছি। তুমি সে খানে সকলকেই দেখিতে পাইবে।”

প্রসন্ন আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। বুঝিতে পারিলেন, যে শহরের বাটীহইতে পলায়ন অপেক্ষা খুড়ার বাটীহইতে মুক্ত হওয়া দশগুণ কঠিন হইবে। যাহা হউক, তাঁহার অন্তঃকরণে তৃপ্তিকর বিশ্বাস শীঘ্র২ আবির্ভূত হইল। সেই বিশ্বাসের সমীপে লৌহকীলক ও প্রস্তরভিত্তিও কোন কার্য্যকর নহে।

চারি ঘণ্টা অতি দ্রুতবেগে গাড়ি চালাইয়া, অবশেষে তাঁহারা লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইলেন। গেটের নিকটে পৌঁহুছিবামাত্র পূর্ব্ব সঙ্কেতানুসারে গাড়ির ভিতরহইতে একটা জ্বলন্ত মশাল বাহির করা গেল। বাটীর পরিবারেরা দেখিবামাত্র, সূর্য্য কৃতকার্য্য হইয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। দুই প্রহর রাত্রি হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই তৎকালে নিদ্রা যায় নাই। বাটীর মধ্যে অতি ভয়ানক হরিবোল২ এই জয়ধ্বনি উঠিল। লাঠিয়ালগণ ও বাটীর ভৃত্যেরা একত্র হইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। যখন সকলে আনন্দ ও অত্যন্ত গোলমাল করিতে২ প্রসন্নকে গাড়ির ভিতরহইতে টানিয়া বাহির করিল তখন তিনি একটীও কথা কহিলেন না। তাঁহার পিতা রোদন করিতে২ তাঁহার স্কন্ধদেশে পতিত হইলেন। সূর্য্য প্রসন্নকে কি প্রকারে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং ঘৃণিত পাদরী কি প্রকারে পরাজিত হইল, নব ও চন্দ্র ইহার সহস্র২ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা হউক, প্রসন্ন কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করাতে এবং

ক্রমাগত দুঃখিত থাকাতে তাঁহাদের মনোরথ অসম্পূর্ণ রহিল। অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলে মাতা সান্ত্বনা করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। প্রসন্ন যাইবার সময় কোন্ পথ অরক্ষিত ও কোন্ গরাদিয়া ভগ্ন, তাহা সতর্কভাবে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাদৃশ অনুসন্ধানে পরে অনেক উপকার হইবে এই ভাবিয়া, তিনি সেই রূপ করিলেন। বারাণ্ডাতে মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মাতাকে দেখিবামাত্র তাঁহার চিরসঞ্চিত দুঃখ বিবৃতদ্বার হইল। তিনি অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে২ বলিলেন, "ও মা! এ আপনার উচিত হয় নাই। বিচারালয়ে আপনার নিকট আমার সমুদায় অভিপ্রায় বলিয়াছিলাম, অতএব আপনি আমাকে পুনরায় আনিলেন কেন? আপন ইচ্ছাতে খ্রীষ্টান্ হইয়াছি, পাদরীর কোন কথার বশীভূত হই নাই। ফলতঃ কাহারো কথায় কিছুই করি নাই। মা! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, আপনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই কেন? আমি এক্ষণে পৃথিবীর সকল লোক অপেক্ষা দুঃখী। আপনি আমাকে খ্রীষ্টানদের সহিত মিলিত হইতে দিবেন না, এবং আমি আর কখনো হিন্দুও হইতে পারিব না। আমার দুঃখের কূল কিনারা কিছুই দেখিতেছি না, এই অকূল সমুদ্র দেখিলে আমার মনে শঙ্কা উপস্থিত হয়।"

প্রসন্নের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা আমার! তুমি পুনরায় হিন্দু হইবে না কেন? তোমার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত

করা যাইবে। আমরা টাকা খরচ করিতে ত্রুটি করিব না। বাছা! বাছা! জাতিভ্রষ্ট থাকার অপেক্ষা আমাদের ভিক্ষা করিয়া খাওয়াই বরং ভাল। এক কপর্দ্দক থাকিতেও তাহা হইবে না। বিশেষতঃ তোমার যথার্থ জাতি যায় নাই। তোমার জলসংস্কার হয় নাই। সেই ঘৃণিত মন্ত্র তোমার কর্ণে পঠিত হয় নাই। গোমাংস তোমার মুখে দেওয়া হয় নাই। বাছা! বল যে হয় নাই।”

“না মা! আমি গোমাংস খাই নাই; এবং খ্রীষ্টান্ হইলেও খাইতাম না। জলসংস্কার কোন মন্ত্র বা যাদু নহে। আহারের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। নির্ম্মল জলে ধৌত করণমাত্র। এই রূপে আত্মাকে সমুদায় পাপ ও মলহইতে পবিত্র করা হইল, এইবিশ্বাসের চিহ্নমাত্র।”

মাতা বলিলেন, “তাহারা তোমাকে এই রূপ বিশ্বাস করাইয়াছে। আমি তোমাকে 'যাহা বলিতেছি, তুমি শেষে তাহা দেখিতে পাইতে। কিন্তু দেবতারা ধন্য যে সেই বিপদ আমাদের উপর পড়ে নাই। প্রসন্ন! তোমার সুন্দরী প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেখিতে চাহ না?” প্রসন্নের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বলিলেন, “হাঁ জানি, তুমি দেখিতে চাহ। কিন্তু যত দিন বিহিত প্রায়শ্চিত্ত না কর, তত দিন তাঁহাকে পাইবে না। কামিনী বলেন, যে পর্য্যন্ত তুমি জাতিভ্রষ্ট থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাকে দেখা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুও ভাল! অতএব যত শীঘ্র তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর, ততই ভাল। খ্রীষ্টান্‌দের মধ্যে আর

ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। অতএব এই দুইয়ের এক হইবে। হয় তুমি চিরকাল কারাগারে থাকিয়া কষ্টভোগ কর, নতুবা পূর্ব্বে যেমন ছিলে সেই রূপ থাক। আমাদের সকল পরিবারের প্রিয় ও বাটীর আলোকস্বরূপ থাক।”

এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন বলিলেন, “মাতঃ! তবে আমি কারাগারে থাকিতেই ভাল বাসি। কামিনীকে অনেক কথা বলিব মনে করিয়া আজি রাত্রিতেই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যখন আমাকে দেখিতে চান্ না, তখন আপনি আমাকে একটী ঘর দেখাইয়া দিউন, আমি সেই খানে একাকী থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তা ও প্রার্থনা করিব।”

প্রসন্নের এই রূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার মাতা ভাবিলেন, যেন তিনি আর সে প্রসন্ন নন্, তাঁহার কথা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন, প্রার্থনা আবার কি? কিন্তু অধিক ক্ষণ তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলেন না। প্রসন্ন বিশ্রাম করিতে চান, মাতৃসুলভ বাৎসল্য আসিয়া যেন তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দিল। তিনি তাঁহাকে একটী সুরক্ষিত নির্জ্জন গৃহে রাখিয়া ব্যাকুলচিত্তে ও বিষণ্ণবদনে তথাহইতে চলিয়া গেলেন।

কেবল প্রসন্ন শেষ রাত্রিতে দুই ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন তাদৃশ বৃহৎ পরিবারের মধ্যে আর কেহই এক বারও নেত্র মুদ্রিত করেন নাই। প্রসন্নকে সত্বর জাতিতে লইবার উপায় করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণগণ আহূত হইলেন। তাঁহারা সকলে একমত হইয়া বলিলেন, “প্রসন্নকে

অকপটভাবে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা কোন প্রকারেই হইবে না।” প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, প্রসন্নকে এক দেবালয়ের সমীপে দাড়ি, গোঁপ ও মস্তক মুণ্ডন এবং কএক শত টাকা মূল্যের কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিবেন। এই ব্রাহ্মণেরা আরো অনেক টাকা ও একটী বৃহৎ ভোজ পাইবেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, এই রূপে দেবতাদের ন্যায়রক্ষা, ক্রোধের শান্তি ও পাপির পাপ মোচন হইবে। যাহা হউক, প্রাতে প্রসন্নের প্রতিজ্ঞার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্ত হইল না। তিনি পূর্ব্বে যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এখনও সেই রূপ রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে বাটীতে সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া আহ্লাদিত হইত, এক্ষণে সেই বাটীতে তাঁহাকে কুকুরের ন্যায় ঘরের বাহিরে আহার করিতে দেওয়াতে তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল। কিন্তু জানিতেন যে, আপন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈদৃশ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন। যীশু যখন গর্ব্বিত ফিরূশির বাটীতে গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতি সামান্য সূত্রধরসন্তানের ন্যায় ব্যবহার হইয়াছিল। তাঁহাকে সম্মান রূপ চুম্বন করা বা অভিষেক তৈল দেওয়া হয় নাই। উচ্চ জাতি হইলে, তাঁহার প্রতি সেই সমুদায় মর্য্যাদা করা যাইত। প্রসন্নও স্বপ্রভুর ন্যায় সেই অপমান সহ্য করিতে ভাল বাসিলেন।

প্রসন্নের আত্মীয়বর্গ দিন২ অত্যন্ত অধীর হইতে লাগিলেন। ঈদৃশ অন্যান্য ঘটনাতে যে সকল উপায় ফলদায়ক হইয়াছিল, তাঁহারাও সেই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম অতি পবিত্র, তাহা গ্রহণ

করিতে অসচ্চরিত্র লোকদিগের প্রবৃত্তি হয় না, এই ভাবিয়া, তাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দূষিত এবং তিনি যে ধর্ম্ম আন্তরিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, অসদাচরণদ্বারা তাহাহইতে তাঁহার মন বিচলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে নর্ত্তকী ও মদ্য সময়ে২ প্রেরিত হইত, আত্মীয়বর্গ তাঁহার প্রতি স্নেহ করিয়াই যেন এই সকল উপায়দ্বারা তাঁহাকে বর্ত্তমান দুঃখ নিবারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অপরিসীম সাহায্যের প্রতি দৃঢ়তর বিশ্বাস থাকাতে তিনি এই সকল সংহারক প্রলোভনহইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পুনঃ২ প্রবঞ্চকের রব শুনিতে অস্বীকার করিলেন; এবং ঐ সমুদায় ভয়ানক সাংঘাতিক প্রলোভন গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, এই নিমিত্ত তিনি ঘরের কপাট বদ্ধ করিয়া একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে থাকিতেন। প্রসন্নকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়বর্গের কল্পনা নিষ্ফল ও অর্থ বৃথা নষ্ট হইল। পুরোহিতেরা অর্থ পাইবার অভিলাষে ক্ষণে২ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত গোলযোগ আরম্ভ করিল, এবং সত্বর প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, সমুদায় পরিবার জাতিভ্রষ্ট হইবেন বলিয়া, ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল। মাতার অন্তঃকরণ পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে একান্ত উৎসুক হইল। স্ত্রী বিধবার ন্যায় কষ্ট পাইতেছিলেন। পিতা দুঃখে ও অপমানে দিন২ ক্লিষ্ট হইতেছিলেন। গত কএক দিনের মধ্যেই মহেন্দ্র বাবুর কেশ সকল ধবল ও গতি স্খলিত হইয়া উঠিল। কর্কশস্বভাব সূর্য্য

আপনাকে বাটীর এক প্রকার কর্ত্তা বিবেচনা করিতেন। বংশের কোন অপমানের কথা হইলে ক্রোধে তাঁহার চিত্ত অধীর হইত। এ দিকে খুড়া মহাশয়, "আমার বাটীতে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়াছে, আমি আর তোমাদিগকে বাটীতে রাখিতে ভাল বাসি না" এই কথা ভাবভঙ্গিতে জানাইলেন। ঠাকুরমা সর্ব্বদা দুঃখিত ও নিস্তব্ধ থাকিয়া রোদন করেন। তিনি প্রসন্নের কারারূপ গৃহের মধ্যে গোপনে যাতায়াত করেন, কোন কথা বলেন না; কিন্তু সতত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পাছে কেহ আপনার প্রিয়তমের অনিষ্ট করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেই রূপ সতর্ক থাকিতেন। তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রসন্নের রক্ষক করিলেন। তাঁহার আহার সামগ্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন।

আত্মীয়বর্গ প্রসন্নকে দুর্ব্বাক্য ব্যতীত আর কিছুই বলিতেন না। সুরা, বেশ্যা, বিবিধ আমোদ ও অর্থ প্রলোভন দেখাইলেও কিছুতেই তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল না। তাঁহাকে শুধরাইবার আর কোন উপায় রহিল না। তাঁহার প্রতি পীড়ন, নিষ্ঠুর আচরণ, ও তিরস্কার আরম্ভ হইল। অনাহারে রাখিলে তাঁহাকে শুধরাইতে পারা যাইবে না, ঠাকুরমা এই কথা বলিয়া অত্যন্ত অনুরোধ না করিলে তাঁহাকে কেবল ভিজা চাল খাইতে দেওয়া যাইত, কিন্তু তাঁহার অনুরোধে অন্ন ব্যঞ্জন প্রদত্ত হইলেও প্রসন্ন সর্ব্বপ্রকার সুখসেব্য বা বিলাসোপযোগি দ্রব্যে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার শয্যা কাড়িয়া লওয়া হইল। তামাক খাইতে দেওয়া হইত না। উত্তম বস্ত্রের

পরিবর্ত্তে মোটা কাপড় দেওয়া হইল। তাঁহাকে পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিতে দেওয়া হইত না। পুস্তক ও লিখিবার উপকরণ ও যাহাতে মনের চালনা হইতে পারে, এরূপ সকল বস্তু তাঁহার গৃহহইতে অপসারিত হইল। যাঁহাদের মনোবৃত্তি তত উত্তমরূপে পরিচালিত বা যাঁহাদের স্বভাব তত কোমল নহে, তাঁহাদিগকেও ঈদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে দেখা গিয়াছে। ঈদৃশ ব্যবহারেতে কোন ব্যক্তি কখনই অপরিবর্ত্তিত থাকিতে পারেন না। প্রসন্নের তাহাই হইল। তাঁহার আকার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। মন্দ অবস্থায় রক্ষিত হওয়াতেই যে তাঁহার মন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কুসংস্কারশূন্য পরীক্ষকদিগের নেত্রে এতদ্ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইত না। কিন্তু সূর্য্য সেই অবস্থা দৃষ্টে প্রসন্নকে পাগল বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি কহিলেন, এখন আর প্রসন্নকে স্বকর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী হইতে হইবে না। যাহা হউক, পাগলের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কি না, সূর্য্য স্বয়ং প্রশ্নকারী না হইয়া, ব্রাহ্মণদিগের নিকট কোন কৌশলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। এই বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া নানা প্রকার মত হইল। কিন্তু পাপী পাপহইতে মুক্ত হইতে অভিলাষী না হইলে কোন প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবিতে পারে না, কেবল এই বিষয়ে সকলের ঐক্য হইল। এই সিদ্ধান্ত স্থির হইবামাত্র, সূর্য্য যেন ঘটনাক্রমে সেই ঘরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন।

তিনি কিঞ্চিৎ ক্রোধ ও অধীরতা প্রকাশ করিয়া

বলিলেন, “আমার বোধ হয়, আপনারা কেবল একটী ফাঁকি লইয়া সময় নষ্ট করিতেছেন। নির্ব্বুদ্ধিকে সকল কর্ম্মেই প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। উত্তম আহার পাইলে সে যেমন কোন আপত্তি না করিয়া তাহা আহার করিবে, সেই রূপ আপনারা যে কোন প্রকারেই হউক না কেন তাহাকে পাপহইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, সে তাহাতে কিছুই আপত্তি করিবে না। আপনারা একেবারেই কেন বলুন্ না যে, এক জন নির্ব্বুদ্ধি পরিত্রাণ পাইতে পারে?”

তাঁহাদের মধ্যে এক জন অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সূর্য্যের কথাতে তাঁহার মনে এক নূতন ভাব উদয় হইল। তিনি বলিলেন, “হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বুঝিলাম। ভাল, এক জন পাগল পরিত্রাণ পাইতে পারে ইহা যেন স্বীকার করিলাম।”

সূর্য্য এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “দেবগণ! তোমাদিগকে ধন্যবাদ, অবশেষে এরূপ স্বীকারে এক প্রকার পথ পাওয়া গেল।” তিনি এই কথা এমনি আস্তে২ বলিলেন, যে আর কেহই শুনিতে পাইলেন না, এবং বলিতে২ সর্পের ন্যায় তথাহইতে চলিয়া গেলেন।

মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সচরাচর অতি সহজেই সকল বিষয় বিশ্বাস করে, ও অত্যন্ত উপধর্ম্মপ্রিয় হয়। তাহাদের মন অতি প্রেমপ্রবণ। সূর্য্য সেই সকল উপায় করিতেছেন, এদিকে বাটীর স্ত্রীলোকেরা একটী অদ্ভুত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কামিনী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা

অজ্ঞতাবশতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে প্রসন্ন কোন খ্রীষ্টান্ স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন, কামিনীর প্রতি তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ নাই। কামিনীর প্রতি পুনরায় তাঁহার তাদৃশ প্রেম করাই, সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। তাঁহারা একটী ধূর্ত্ত মায়াবিকে আনাইলেন। ঐ ব্যক্তি অতি নীচ ব্রাহ্মণ। তাহার বশীকরণ করিবার শক্তি প্রসিদ্ধ। কামিনী রোদন করিতে২ ঐ ব্যক্তির নিকট আপনার সমুদায় শোচনীয় বিষয় বলিলেন, এবং আপনার প্রতি স্বামির অন্তঃকরণ পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি এই কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, কিন্তু ইহাতে আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইবে ও অত্যন্ত বিপদেও পতিত হইতে হইবে।" আরো কহিলেন, "তাহা সম্পন্ন করা ষাটি টাকা ব্যয়সাধ্য।" ইহারা ঐ প্রকার অন্যান্য কার্য্যেও অনেক টাকা লইয়া থাকে। যাহা হউক, কামিনী তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। বশীকরণ করিতে যে২ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, মায়াবী তৎসমুদায় বলিলেন। সেই বাটীর মধ্যে একটী ঘর চাহিয়া তাহার মধ্যে চণ্ডীদেবীর উদ্দেশে একটী ক্ষুদ্র বেদি নির্ম্মাণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আম্রপল্লব ও উপরে তণ্ডুল ও সিন্দূর প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া কহিলেন। "এই দেবীর সমীপে দশ দিন ক্রমাগত অর্চ্চনা, জপ ও যাগ করিতে হইবে। তৎপরে দশ দিন প্রত্যহ ত্রিমাত্রাপথে প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহার পর দশ দিন গঙ্গাতে দ্রব্যাদি

প্রদান ও প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহার পর তিন দিনের কার্য্য অতি ভয়ানক। কোনটা অর্দ্ধদগ্ধ, কোনটা মৃতপ্রায় ব্যক্তির ও পচা মড়ার মধ্যে বসিয়া আমাকে জপ করিতে হইবে। এই সমুদায় ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, একটী চণ্ডালের শব লইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শবসাধন করিতে হইবে। এই সময়ে দেবী স্বয়ং আমার নিকট আসিবেন, এবং আমার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, যাহাতে আমার অসৎ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এমন মূর্ত্তি ধারণ করিবেন। তাহাতে আমার মন বিচলিত না হইলে, আমি প্রকৃত সময়ে বলিতে পারিব যে 'জননি! তুমি এখানে আসিয়াছ, এখন আমার মনোরথ পূর্ণ কর।' অনন্তর সর্ব্ব মঙ্গল হইবে। এই রূপ করিলে তেত্রিশ দিনের দিনে কামিনীর প্রতি স্বামির সম্পূর্ণ অনুরাগ হইবে। কিন্তু দেবীকে দেখিয়া আমার মন বিচলিত হইলে, সেই চণ্ডালের শবহইতে ভূত উত্থিত হইয়া আমাকে বধ করিবে।"

তেত্রিশ দিন! এত কাল অপেক্ষা করিতে হইবে! উহা অসম্ভব, আমরা কোন প্রকারেই তাহা পারিব না। আমাদিগকে অন্য কোন উপায় দেখিতে হইবে। বাটীতে জাতিভ্রষ্ট অপবিত্র রহিয়াছে; ওদিকে পুরোহিতেরা পরিবারবর্গকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের দুঃখ দীর্ঘ সময় কি প্রকারে অতিবাহিত হইবে? অন্যে এরূপ ভাবিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু সূর্য্য এই প্রকার ভাবিলেন। বিশেষতঃ খ্রীষ্টানুদের উপর মায়াবিদের কোন

ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলিলেন, "খ্রীষ্টানদিগকে কেবল লাঠিতেই সোজা করা যাইতে পারে। আমি ইতিপূর্ব্বেই সকল মায়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উহাদেরও সমুদায় বিপদহইতে উদ্ধার হইবার মায়া আছে।" পৌত্তলিক সূর্য্য, তুমি অজ্ঞাতভাবে সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু শয়তানের মোহিনী শক্তির প্রতিকূলে খ্রীষ্টান্‌দের স্বতন্ত্র শক্তি আছে। তাহা এই, "আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দি; তাহারা কখন বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্তহইতে তাহাদিগকে হরণ করিবে না।"

অনন্তর সূর্য্য কয়েক দিবস বাহিরে যাইতে লাগিলেন। কেহ তাঁহার অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইত যে, তিনি এক জন ভয়ানক ডাকিনীর কুটীরে যাইতেন। কতিপয় ক্রোশ অন্তরে অতি নির্জ্জন স্থানে উহার বাটী ছিল। সেই শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোক সকল তাঁহার বাটীর নিকটেও বাস করিত। কিন্তু তিনি তাহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তত দূরে গেলেন কেন, বলা দুঃসাধ্য ছিল। কেবল তাঁহার পিতামহী উহার কারণ অনুভব করিয়াছিলেন। সূর্য্য যখন বাহিরে যাইতেন, তখন বৃদ্ধা সন্তুষ্ট থাকিতেন; কিন্তু প্রসন্নের গৃহে আসিলে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ও ভাবভঙ্গি সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করিতেন।

অবশেষে সূর্য্য এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, "খ্রীষ্টান্‌দের মধ্যে যাওয়াতে যে পাপ হইয়াছে, প্রসন্ন দুই দিন পরে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।" এই কথা

শুনিয়া সকলে, অধিক কি! পুরোহিতেরাও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। তিনি আরো বলিলেন, "প্রসন্ন এত দিন অস্বীকার করিয়াছিলেন, এখন সকলের সম্মুখে স্বীকার করিতে লজ্জিত হইয়া আমাকে নির্জ্জনে এই কথা বলিয়াছেন।" কিন্তু পরিবারবর্গের মধ্যে কেবল পিতামহী প্রসন্নের সহিত সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কহিতেন, তিনি তাঁহার কিছুই পরিবর্ত্ত লক্ষ্য করিলেন না। যাহা হউক, বাটীর সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং প্রায়শ্চিত্তের উদ্যোগ হইতে লাগিল। ঠাকুরমা সেই রাত্রিতে প্রসন্নের আহারসামগ্রী লইয়া তাঁহার ঘরে যাইতেছেন, এমন সময়ে সূর্য্য যেন তাঁহাকে অতর্কিতভাবে থামাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরমা! আমি নিজের জন্য কিছু শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছি, আপনি অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে ইহার এক গ্লাস্ লইয়া যাউন। আমি প্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল বাসি, অতএব একাকী না পান করিয়া তাঁহাকেও এক গ্লাস দিলাম।"

বৃদ্ধা সূর্য্যের হস্তহইতে শরবতের গ্লাস লইতে২ বলিলেন, "সূর্য্য! তুমি যে কএক দিন পর্য্যন্ত প্রসন্নের প্রতি সহোদরের উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া, সূর্য্যের দৃষ্টিপথের অগোচর হইবামাত্র জানালা-দিয়া নিস্তব্ধভাবে শরবৎ ফেলিয়া দিলেন; এবং কহিলেন, "এই আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সমারোহ শেষ হইল। আমি এরূপ না করিয়া থাকিতে পারি না। সেই অসাধারণ বুদ্ধি নষ্ট করিতে পারি না।" অনন্তর সত্বর আর কিঞ্চিৎ

শরবৎ প্রস্তুত করিয়া প্রসন্নকে দিলেন। দিবামাত্র প্রসন্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সূর্য্যের নিকট ইহা পাইয়াছেন?"

বৃদ্ধা কহিলেন, "হাঁ বাছা! খাও।"

বৃদ্ধা এপর্য্যন্ত কখনও তাঁহাকে প্রতারণা করেন নাই। অতএব তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সুস্বাদু পানীয় পান করিলেন।

পরদিন সূর্য্যকে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অস্থির বোধ হইল। তিনি প্রসন্নের গৃহমধ্যে গেলেন না বটে, কিন্তু যেন কোন বিষম সম্বাদ শুনিবার নিমিত্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতে লাগিলেন। পিতামহী ঘরের ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিলেন, কিন্তু কোন সম্বাদ আনিলেন না। প্রায়শ্চিত্তের দিন উপস্থিত হইল। সূর্য্যও অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন; কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারিলেন না। "প্রসন্ন! এখন এস, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছ যে আজি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে এখন তুমি এস।" এই কথা বলিতে২ সূর্য্য প্রসন্নের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রসন্ন অঙ্গীকারের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি কি অঙ্গীকার করিয়াছি? আপনি কি বলিতেছেন, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "হাঁ এখন এই কথা বলা ভাল বটে। তোর মনে হয় না, এই পরশ্ব দিন তুই আমাকে বলিলি যে তুই তোর দোষের নিমিত্ত অনুতাপ করিয়াছিস, এবং তজ্জন্য লজ্জিত

হইয়াছিস। ওরে দুরাত্মা! এখন তুই সে সব কথা ভুলিয়া গিছিস্।”

প্রসন্ন অতি ধীরভাবে বলিলেন, “আমি আর কিছুর নিমিত্ত অনুতাপ করি না। প্রত্যুত স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বরকে পূজা না করিয়া যে এত কাল পুত্তলিকা-পূজক ছিলাম ও হিন্দু থাকিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অবমাননা করিয়াছি, আমার কেবল এই দোষ, তজ্জন্যই লজ্জিত আছি।”

সূর্য্য এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “শুনিলেন, ইহার কথা শুনিলেন। এ হিন্দুর বাটী, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। ওকেই বা আর কিছু বলিলে কি হইবে, ও পাগল, পাগলের কার্য্যই এই। আমি বরাবর জানি ও পাগল, কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। এখন তো তাহারা বিশ্বাস করিবে?”

প্রধান পুরোহিত সেই দিনের ক্রিয়াতে আপনাকে কিঞ্চিৎ অনাদৃত বোধ করিয়াছিলেন। তিনি এই সুযোগে কহিলেন, “কৈ আমি তো কিছু দেখিতেছি না। ভাল তাহাও স্বীকার করিয়া লইলাম। সূর্য্য বাবু! আপনি যে বলিয়াছিলেন পাগলকে সকল বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। এক্ষণ অনুগ্রহ করিয়া আপনার পাগল সহোদরকে শীঘ্র স্বীকার করাউন। প্রায়শ্চিত্তের আর বিলম্ব করা যাইতে পারে না। আজি প্রায়শ্চিত্ত না হইলে, আমি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা সকলে অভিসম্পাত ও নিন্দা করিতে২ এই বাটী পরিত্যাগ করিব। তোমরা আজি দুই সপ্তাহ এক জন খ্রীষ্টান্‌কে বাটীতে রাখিয়াছ; তথাপি

আবার মহাহিন্দু বলিয়া ভাণ কর? কি জঘন্য ব্যাপার, কি প্রলাপ! আমরা আর সহ্য করিতে পারি না।”

সূর্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “পাগলের কথা শোনা উন্মত্ততার কর্ম্ম, এবং মূর্খের কথা শোনা মূর্খতার কর্ম্ম। প্রসন্ন পাগল ও মূর্খ। উহার নিমিত্ত নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আর উহার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, ঐ সামান্য কথা পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে জাতিতে লইতে হইবে।” তিনি এই সকল বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা কোন কার্য্যকর হইল না। ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আর যদিও তাঁহারা সম্মত হইতেন, কিন্তু “আমি মুক্ত হইবামাত্র, খ্রীষ্টান্‌দের নিকট যাইব, আমার নিমিত্ত আপনাদের অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার বৃথা হইবে,” প্রসন্ন অতি ধীর ও শান্তভাবে এই কথা বলাতে তাঁহারা একেবারে হতাশ হইলেন।

সূর্য্য ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন, “তুই যদি আবার খ্রীষ্টান্‌দের মধ্যে যাইতে পারিস্ তাহা হইলে আমি সুজাত নহি।”

প্রসন্ন কহিলেন, “আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। আপনি যখন আমার রক্ষক হইয়াছেন, তখন এই গৃহই যে আমার মৃত্যুভূমি হইবে, আমি তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। সেই কারণেই আমি আরো বিশেষরূপে কহিয়াছি যে কোন প্রকারে খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। জীবনাবধি শয়তানের পূজা করিয়া আসিতেছি; মনে করিয়াছিলাম, আর কএক বৎসর জীবিত থাকিয়া যীশুর ভজনা করিব। যদিও আমার

ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার যে বিশ্বাস ও ভক্তি আছে, তাহা প্রকাশ করিবার এই সুযোগ পাইয়াও আহ্লাদিত হইতেছি। তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী থাকিলে, তিনি আমাকে জীবনমুকুট প্রদান করিবেন। আপনি আমাকে তাদৃশ কিছুই দিতে পারিবেন না।” এই কথা শুনিয়া সকলে একেবারে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, “তুমি সেই প্রলাপ বাক্যে বিশ্বাস কর?” প্রসন্ন বলিলেন, “হাঁ তো সম্পূর্ণ ও দৃঢ়তররূপে বিশ্বাস করিয়া থাকি।”

তাহাতে প্রধান পুরোহিত কহিলেন, “তবে খ্রীষ্টা-নেরা তোমাকে যাদু করিয়াছে, তাহারা তোমার কর্ণে মোহিনী মন্ত্র দিয়াছে।”

প্রসন্ন বলিলেন, “আপনার যাহা ইচ্ছা, বলুন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে ঈশ্বরের বাক্য সজীব ও বিক্রমমান, এবং দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, অগ্নির ন্যায় খরতর, এবং প্রস্তর চূর্ণকারী হাতুড়ির ন্যায় কঠিন। সেই অস্ত্রের ধারে আমার বাল্য কালাবধি সঞ্চিত কুসংস্কার সকল ছিন্ন হইয়াছে। আর যদিও আমি এখনও পাপ করিয়া থাকি; কিন্তু সেই অগ্নিতে আমার পাপাসক্তি নষ্ট করিয়াছে। এবং সেই হাতুড়িতে আমার কঠিন হৃদয় চূর্ণ করিয়া, যীশুর প্রেম স্মরণ করাইয়া তাহা আর্দ্রীভূত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমি আর কিছু যাদু বা মোহিনী মন্ত্র জানি না। আপনারা যাহা কিছু বলুন না কেন, আমি কিছুতেই নিরাশ হইব

না। আমার দেহ এই বারে নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু মানস পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না।”

ঘোর পৌত্তলিকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মে সূর্য্যের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। প্রসন্ন যাহা কিছু বলুন না কেন, তাঁহার এই প্রত্যয় ছিল যে, আপনি যত যাদু করিবেন, প্রসন্নের তৎসমুদায়হইতে উদ্ধার হইবার উপায়ান্তর আছে। তিনি ভাবিলেন, ইহাকে বিনাশ করা সন্দেহ স্থল। সেই বিষে যে কোন কাজ হইল না, ইহার কারণ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বুড়ী আমাকে বলিয়াছিল যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ একেবারে প্রসন্ন উন্মত্ত হইবে, এবং আমি স্বয়ং জানি, এমন অনেক ঘটনাও হইয়াছে; কিন্তু এখন এ কি হইল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে যদি পান করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। সূর্য্য মনে২ এই রূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন।

“হাঁ, দেখিতেছি, আমি স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, তুমি আমাকে তাহাতে অবিশ্বাস করাইতে চাও। কিন্তু প্রসন্ন! নিশ্চয় বলিতেছি, আমি কোন প্রকারে তাহা করিব না। পুনরায় কহিতেছি, তুমি পরশ্ব আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আজি প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এবং করিতেও হইবে।” প্রসন্ন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আমি কখনও অঙ্গীকার করি নাই এবং ঐ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও নির্ব্বোধকর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্তও কোন মতে করিব না। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি একরূপ কোন অঙ্গী-

কার করিয়াছি, তুমি এ কথা হয় স্বপ্নে শুনিয়াছ, নয় মিথ্যা বলিতেছ।”

সূর্য্য উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “হাঁ, আমাকে এমন কথা! আমি তোর বড় ভাই! ভাল, তুই থাক্, আমার প্রমাণ আছে। তোর সঙ্গে যে আমার সেই রূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন স্বরূপ তোর নিকটে প্রণয় পূর্ব্বক যে এক গ্লাস শরবৎ পাঠাইয়াছিলাম, তাহা তুই পান করিয়াছিলি কি না?”

প্রসন্ন কহিলেন, “হাঁ, পান করিয়াছিলাম, ঠাকুরমাও বলিয়াছিলেন যে, তুমি তাহা দিয়াছিলে; কিন্তু কোন বন্দোবস্তের কথা শুনি নাই এবং তাহা স্বীকারও করি না।”

সূর্য্য মৃদুস্বরে বলিলেন, “পুনরায় অপ্রতিভ হইলাম। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহার কোন যাদু আছে। আঃ! দুরাত্মন্ খ্রীষ্টান।”

এই কথা শুনিয়া, মহেন্দ্র বাবু ক্রন্দন করিতে ২ কহিলেন, “বৎস! উহাকে ছাড়িয়া দেও। উহাকে লইয়া, আমরা সুখী হইব না। আমি জন্মান্তরে অবশ্য কোন গুরুতর পাপ করিয়া থাকিব, তজ্জন্য এই দুর্দ্দশা ঘটিল। হায়! প্রসন্ন! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি যাহা করিতেছ, তাহাতে তোমার যে হানি, তাহাই যদি জানিতে, তবে কখনও এরূপ করিতে না। তোমাকে বলিলে, আর কি হইবে, তোমাকে বলা আর অরণ্যে রোদন করা উভয়ই সমান।”

প্রসন্ন কহিলেন, “পিতঃ! আমাকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলে, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য।

আমি ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিব না।" তাঁহার খুড়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমরা এরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি। সূর্য্য! এ আমার বাটী বাপু! আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই পাগলকে বাটীহইতে বাহির করিয়া দেও। আর ব্রাহ্মণদিগকে বল, প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে ইহাকে এত দিন বাটীতে স্থান দেওয়ায় আমাদের যে পাপ হইয়াছে, আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। ঐ দুরাত্মার নামও আর করিও না।"

সূর্য্য প্রসন্নকে বাহির করিয়া দিবার পূর্ব্বে আর চারি দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি বলিলেন, "পিতঃ! খুড়া মহাশয়! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, বংশের মধ্যে এক জন খ্রীষ্টান্ হইলে অমাদিগকে কি প্রকার অপমানগ্রস্ত হইতে হইবে। হেমলতার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলে, আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। খ্রীষ্টান্ কলঙ্কিত এই বংশে কেহই বিবাহ করিতে চাহিবে না।"

তাঁহারা দুই বৃদ্ধে পরিতাপ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমাদের দুঃখসাগরের পার নাই! প্রতিক্ষণে বাড়িতেছে। সূর্য্য! তুমিই কেবল এই কথা মনে করিয়াছ। কিন্তু যাহা বলিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যদি পুরোহিতদিগকে বশ করিতে পার তবে প্রসন্নের নিমিত্ত যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, কর।"

সূর্য্য কহিলেন, "আঃ! সে ভার আমার। অধিক টাকা, অধিক টাকা হইলেই সম্পন্ন হইবে। পিতঃ! আপনাকে আর একটী কথা বলি, সমুদায় সম্পন্ন হওয়া,

অনেক অর্থব্যয়সাধ্য। ভরসা করি আপনি তাহাতে সম্মত আছেন।”

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, “অর্থব্যয় হউক, তাহাতে আমি কুণ্ঠিত নহি; যদি পুত্রকে উদ্ধার করিতে পারি তবে যত কাল আমার এক কড়া কড়ী থাকে তাহাও দিতে প্রস্তুত। হা! পুত্র ২।”

ভারতবর্ষের মধ্যে যে দল শীঘ্র২ ক্ষয় পাইতেছে, সূর্য্য সেই দলের এক জন ছিলেন। নব্য সম্প্রদায় বলিয়া আর একটী দল আছে। ইহারা যথেচ্ছাচারী; ধর্ম্মের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। বলিয়া থাকে, “আমরা খ্রীষ্টান্ বা হিন্দু কিছুই নহি, উভয় ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছি।” কিন্তু সারাংশ গ্রহণ এই যে, পাছে কুসংস্কার বিশিষ্ট পরিজনগণ ক্ষুব্ধ হন এই জন্যে তাহারা বাটীতে হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করে, বাহিরে ধর্ম্ম বা জাতির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার, পান ও সম্ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীরা অন্য দলের স্ত্রী অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত নহে। কুসংস্কারশূন্য হওয়াতে ও কোন ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা না থাকাতে, যদিও ইহারা প্রাচীন হিন্দুদের ন্যায় খ্রীষ্টান্‌দের প্রতি কোন অত্যাচার করে না বটে, কিন্তু অন্যান্য গোঁড়া হিন্দুদের ন্যায় ইহারাও ঈশ্বররাজ্য হইতে সমদূরবর্ত্তী রহিয়াছে।

সূর্য্য গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তিনি কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ এমন নহে, ব্যবসায়েও পুরোহিত ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় নিয়মেই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস

ছিল। অযৌক্তিক মতদ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণহইতে বুদ্ধি-সাধ্য ধর্ম্মের লেশও তিরোহিত হইয়াছিল। আমরা ইতি-পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তিনি অন্যান্য বিষয়ে অত্যন্ত চতুর হইলেও, ধর্ম্ম বিষয়ে নিতান্ত মূর্খ ও অজ্ঞান ছিলেন, সুতরাং যে প্রাচীন ধর্ম্মে কেবল তাঁহার চক্ষে কোন দোষ লক্ষিত হইত না, প্রসন্ন তাহা ত্যাগ করাতে তদীয় অন্তঃ-করণে অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল। প্রসন্নের জাতি নাশের সহিত তুলনা করিলে তাঁহার জ্ঞান নাশ করা তৎ-সমীপে সামান্য বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা, যে মৃত্যুতে হিন্দু ধর্ম্মানুসারে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতে পারে, সেই মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। যাহা হউক, সূর্য্য প্রসন্নের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাদৃশ নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। অন্যান্য পরিবারবর্গ বাটীতে বসিয়া বিলাপ ও পরি-তাপ করিতেছেন এমন সময়ে তিনিও আপনার বিপ-দের প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, প্রসন্নকে মুক্ত করিতে উদ্যোগ করিলেন। প্রসন্ন খ্রীষ্টান্ হইলে, বংশ অবশ্যই কলঙ্কিত হইবে, এই লজ্জাভয়ে ও খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতই সেই নির্দয় উপায় অব-লম্বন করিলেন।

ঐ যুবকদ্বয়ের পিতামহী তৎকালাবধি হিন্দু থাকিলেও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রেমাকারে প্রথমে তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরপুলিনে যে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এবং যে দারুণ কাণ্ড দর্শনে

আপনার মাতৃহৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহা স্মরণ করিলেন। খ্রীষ্টান্ রাজশাসনেই আপনার প্রিয়তম পুত্র রক্ষিত হইয়াছিল, এবং খ্রীষ্টান্ স্নেহেই আপনি সেই বিপদহইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন; এক জন খ্রীষ্টান্ কতিপয় শান্ত ও পবিত্র কথা বলিয়া, অতর্কিত ভাবে আপনাকে সুখী করিয়াছিলেন; আপনি খ্রীষ্টানি পুস্তকখানি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহাতে কোন অমঙ্গল হয় নাই, বরং মঙ্গলই হইয়াছিল; তাঁহার বৃদ্ধস্বামী ব্যতীত পরিবারের মধ্যে আর কেহই কালকবলে পতিত হন নাই; এবং আপনার পুত্র পৌত্র সকলেই সম্পন্ন ও উন্নতিশালী হইয়াছিলেন; এই সকল স্মরণ করিলেন। ফলতঃ তিনি এত কাল যে সুখ সৌভাগ্যে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহা খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মহইতেই কোন না কোন প্রকারে হইয়াছিল, তাঁহার এমন বিশ্বাস হইল। যে পাদরী প্রসন্নের মতের পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন, বাটীর অন্যান্য পরিবারেরা তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া যৎকালে যাহার পর নাই কটূক্তি করিতেন, তৎকালে, “আমরা যাহার সেবা করি, তিনি প্রেম সিন্ধু” এই কথা যে পাদরী গঙ্গাসাগরে ঐ বৃদ্ধাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিতেন; এবং সেই কথাগুলি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ সেই প্রভুর সেবকের চরিত্র যেরূপ ঘৃণিত ও অপ্রিয় বলিয়া বর্ণন করিতেন, তিনি কখনই সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না। এতদ্ব্যতীত যেমন কোন২ লোক অকারণে অন্যান্য সকলের অপেক্ষা

কোন২ ব্যক্তিকে অতিশয় ভাল বাসিয়া থাকে, সেই রূপ ঐ বৃদ্ধা আপনার অন্যান্য পুত্র পৌত্র সকলের অপেক্ষা প্রসন্নকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। প্রসন্ন খ্রীষ্টান্ হইয়া যদি সুখী হন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টান্ হইবেন না কেন? মনে২ এই বিবেচনা ও তর্ক বিতর্ক করিয়া যে খ্রীষ্টানি পুস্তকখানি এত কাল গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কতিপয় মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে সেই খানি দিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এই বিষয়টী গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সাগরদ্বীপের ঘটনার কথাও কখন উল্লেখ করিতেন না। মহেন্দ্র বাবু অনেক কাল হইল উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বৃদ্ধা যে খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম জানেন বা তাহাতে তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে, কেহই কোন প্রকারে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। সূর্য্য বরং হিন্দু ধর্ম্মে আপনার বিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান হইতে পারিতেন, কিন্তু পিতামহীর অবিশ্বাস আছে এরূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন না। অতএব তিনি যে প্রসন্নের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ঠাকুরমার হস্তেই পুনরায় সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক কার্য্য বলিতে হইবে।

তিনি সন্দিগ্ধভাবে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন ও সূর্য্যকে দিন২ অতিরুক্ষস্বভাব ও কোপনপ্রকৃতি হইয়া উঠিতে দেখিলেন। সূর্য্য যেন প্রসন্নের বিষয়ে একেবারেই উদাসীন, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার নামও উল্লেখ করিতেন না। বৃদ্ধা ঈদৃশ লক্ষণের কারণ অনুসন্ধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সূর্য্য যখন নির্জ্জনে

কোথায়ও যান, তখন, গুপ্তভাবে তাঁহার অনুগমন করিবার নিমিত্ত, একটী বালককে উৎকোচ স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের বাটীতে যে গোয়ালিনী দুগ্ধ দিত, সেই বালকটী তাহার পুত্র। সূর্য্য তাহাকে চিনিতেন না। তিনি প্রথমতঃ আপনার গ্রাম ছাড়াইয়া গেলেন, এবং নদীর ধার দিয়া বরাবর দেড় ক্রোশ পথ গিয়া অবশেষে এক কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সেই কুটীরের নিকট আর কাহারো বাটী ছিল না। উহার উত্তর দিগে একটীমাত্র দ্বার, উহাতে জানলা ছিল না; সুতরাং স্বাস্থ্যকর কিরণ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। উহার চতুর্দ্দিগে শত হস্তের মধ্যে একটী বৃক্ষ বা এক গাছি তৃণও ছিল না, সমুদায় সুন্দর ও সরস পদার্থ যেন উহার অপবিত্র বায়ুতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তন্নিকটে যে রাশি২ প্রস্তরখণ্ড পতিত ছিল, তাহার মধ্যহইতে সর্প ও টিক্‌টীকি প্রভৃতি কুৎসিত জন্তু সকল বাহির হইতেছিল। সূর্য্য সেই কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তিকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাঁহার শব্দ শুনিয়া একটা খেঁকি কুকুর লঘুস্বরে ডাকিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে আর কেহই ছিল না, কেবল এক ভীষণমূর্ত্তি বুড়ী উহার মধ্যহইতে বাহির হইল। তাহার হাতে কতক গুলা বিষময় গাছ গাছড়া ছিল। সে তাহা জঙ্গলহইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। ফলতঃ তাহার মূর্ত্তি দেখিলে অন্তঃকরণে ভয় হইত। তাহার কঠিনাকৃতিতে ও রুক্ষ অবয়বে স্ত্রীস্বভাবসুলভ কোমলতার লেশমাত্র ছিল না। তাহার রিপুচয় অসংযত থাকা প্রযুক্ত মূর্ত্তি দেখিলে, তাহাকে

একটা পশু বলিয়া বোধ হইত। তাহার পরিধান এক খানা ছেঁড়া ময়লা কানি চুলে যে কত বৎসর হাত দেয় নাই তাহা বলা যায় না, একেবারে জটা বাঁধিয়া গিয়াছে। সে সূর্য্যকে দেখিয়া বলিল, "বাবু! আবার এখানে আসিয়াছ! তুমি আর এখানে আসিবে না, আমাদের এই বন্দোবস্ত ছিল। এখন আমি আর বাঁচিতে চাহি না তোমার কি এমন বিবেচনা। আমাকে ফাঁসি দিতে চাও, না আর কিছু করিতে চাও?"

সূর্য্য কহিলেন, "মা! তোমার ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই বলিয়া আমাকে পুনরায় আসিতে হইয়াছে। এবার আমাকে শক্ত ঔষধ দেও।"

"কি আমার ঔষধে কোন কাজ হয় নাই! একি বিশ্বাস হয়! আমি বলিতেছি, তোমার ভাই যখন পাগল না হইয়া বাঁচিয়া আছে, তখন সে কখনই সেই ঔষধ খায় নাই।"

"হাঁ! ২ সত্য খাইয়াছে। কিন্তু সে খ্রীষ্টান। সাংঘাতিক বিষ ভিন্ন অন্য সকল ঔষধের প্রতিকার করিতে পারে, আপনিই বলিয়াছে।" আমার প্রাণ নষ্ট করিতে পারিলেও মনঃপরিবর্ত্তন করিতে পারিবা না, সূর্য্য প্রসন্নের এ কথার অযথা অর্থ করিয়া উক্ত কথা বলিয়াছিল। মায়াবিনী বলিল, "হুঁ। যা চাও, তাহা বুঝিয়াছি। ভাল ভাই তুমি! কিন্তু মহাশয় স্বর্ণমণ্ডিত রৌপ্য পাত্র না হইলে সেই ঔষধ প্রস্তুত হইবে না। আপনি বুঝেছেন তো?"

সূর্য্য কহিলেন, "হাঁ সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি।" এই কথা

বলিয়া, তিনি প্রায় ৩০।৪০ টাকা সুদ্ধ একটী থলিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "ঘরের ভিতর আইস, এখানে এ সমুদায় বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইতে পারে না; পাছে কেহ শুনে।"

কিন্তু যখন জিঘাংসু ভ্রাতা মায়াবিনীর কুটীরে আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন, তৎকালে তথায় পিতামহীর প্রেরিত চর ছিল। সে আদ্যোপান্ত শুনিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল। প্রসন্নের ঠাকুরমা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। প্রসন্নকে অবশ্যই বাঁচাইতে হইবে, তিনি মনে২ এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকাতে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণের কোন উপায় বা শক্তি ছিল না। এবার সূর্য্য স্বয়ং বিষ দিবেন, এমন সম্ভব হইল। তাহা হইলে কোন প্রকারেই প্রসন্নের রক্ষা নাই। কারণ প্রসন্ন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার কাছে বিষ বা তাদৃশ অন্য কোন বস্তুর প্রতীকার নাই। বৃদ্ধাও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রসন্নকে যন্ত্রণাহইতে মুক্ত করিয়া নিরাপদে পাদরির নিকট পাঠাইতে পারেন, তাঁহার এমন অভিলাষও হইয়াছিল। নিরুপায় প্রসন্ন দিন২ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। বিষ না খাওয়াইলেও, কেবল তিনি ক্লেশেই কালগ্রাসে পতিত হইতে পারেন, বৃদ্ধার অন্তঃকরণে এমন আশঙ্কা হইল। সেই বৎসলস্বভাব স্ত্রীলোকটী সাহস পূর্ব্বক যদি একটী গুপ্তদ্বার দিয়া, প্রসন্নকে বাহির করিয়া আনিতে পারিতেন তাহাও

করিতেন, প্রত্যুত তাঁহার সঙ্গেও যাইতেন। কিন্তু সূর্য্য অতি সতর্কতাসহ সমুদায় প্রবেশপথ সুরক্ষা করিয়া আপনার নিকটে দ্বারের চাবি গুলি রাখিতেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দু মহিলারা দুর্ভেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরিবার মধ্যে বাস ও জাতি রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি, যে এক জন পুরুষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত বিপদে পতিত হন বটে, কিন্তু এক জন হিন্দু মহিলা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে জাতি, সম্মান, সুখ্যাতি, স্বামী, পুত্র, জীবিকা প্রভৃতি যাহা কিছুতে জীবন অভিলষণীয় বোধ হয়, তৎসমুদায়ই হারাইতে হয়।

তাঁহারা ইংরাজ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় সামান্য কাজ করিতে পারেন না, এবং তাঁহাদিগের যেমন অন্যান্য উপায় আছে, জীবিকানির্ব্বাহার্থ ইহাঁদের সেরূপ কিছুই নাই। ইহাঁরা কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে পারেন এরূপ লেখা পড়া অথবা সূচীকর্ম্ম চিত্রকর্ম্ম ও সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি কিছুই জানেন না। সুতরাং পরিবারের সাহায্য ত্যাগ করিলে, হয় ইহাঁদিগকে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতে, নয় খ্রীষ্টান্‌দের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে। পিতামহী যদিও অন্যান্য লোকের অপেক্ষা প্রসন্নের মঙ্গলের নিমিত্ত অধিক সাহস অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাদৃশ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হন নাই।

বৃদ্ধা মনে২ উত্তম একটী উপায় কল্পনা করিলেন। বাটীর সকলে প্রসন্নের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহার সুমতি হয় এই জন্যে কোন দেবমন্দিরে গিয়া পূজা

দিবেন, এই ছল করিয়া তিনি আপন পুত্র মহেন্দ্র বাবুর নিকট এক দিনের বিদায় চাহিলেন।

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "মাতঃ! আপনি স্বয়ং যাইবেন কেন? সে ভাল দেখায় না। বলুন্, কোন্ দেবতাকে পূজা দিবেন, আমি পূজার দ্রব্য লইয়া গিয়া আপনার প্রতিনিধি হইয়া পূজা করিব।"

তিনি বলিলেন, "না না বাছা! তাহা হইবে না। আমি ক্রমাগত তিন দিন স্বপ্ন দেখিতেছি। নির্দ্দিষ্ট স্থানটী কেবল আমাকেই বলা হইয়াছে। স্বপ্নে এই আদেশ হইয়াছে যে সেই স্থানটী সম্পূর্ণ রূপে গোপন রাখিতে হইবে। প্রসন্ন ভূমিষ্ঠ হইয়া যে ব্যক্তির হস্তে প্রথম আ-হার করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং একাকী গিয়া পূজা না করিলে, স্বপ্ন সফল হইবে না। তোমার স্মরণ হয় না, প্রসন্ন ভূমিষ্ঠ হইলে, তাঁহার মাতা কেমন কঠিন পীড়ায় পীড়িত হইয়াছিলেন? আমি প্রসন্নকে প্রথম দিনহইতে প্রায় দুই মাস পর্য্যন্ত ছাগ দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম; অতএব এই কার্য্য আমাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে।"

সেই সকল বৃত্তান্ত মহেন্দ্র বাবুর স্মরণ হইল। অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক গুণ ছিল। স্বপ্নে তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল, কিছুতেই অপনীত হয় নাই; তাঁহার মাতা ইহা উত্তম রূপে জানি-তেন। বিশেষতঃ যে সকল ঘটনাতে স্বপ্নে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিতে পারে, তাহাও অপ্রতুল ছিল না। আকস্মিক যদ্রূপ ঘটনাদ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তা ও গণকদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কতক গুলি ঘটনাক্রমে তাহার

অনেক স্বপ্ন ও ভাবি ব্যাপারের প্রকৃত ছায়াস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব উক্ত মনোহর স্বপ্ন বৃত্তান্তে যে তাঁহার মন আকর্ষিত হইয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি প্রথমতঃ মাতার অনুরোধের কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে মনে২ ভাবিলেন যে, এক জন বৃদ্ধা স্ত্রী দেবপূজার উদ্দেশে কয়েক ঘণ্টা অন্তঃপুরহইতে বাহির হইলে, কোন হানি হইবে না। বিশেষতঃ মাতা যে রূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই উহা গোপন রাখিবেন, অতএব ইহাতে আমার কোন অপমান হইবার সম্ভাবনা নাই। এই বিবেচনা করিয়া, মাতার অনুরোধে সম্মত হইলেন।

বৃদ্ধা আপনার স্বাভাবিক চতুরতা সহকারে, পরিবারের মধ্যে আর কেহ গুপ্তভাবে আপনার অনুগমন করিতে না পারে, এই নিমিত্ত সকলের মনে একটী উপধর্ম্মগত ভয় ও সম্ভ্রম জন্মাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি অদ্য প্রাতঃকালে অর্দ্ধ নিদ্রিত ও অর্দ্ধ জাগরিত আছি, এমন সময়ে কেবল স্বপ্নে শুনা যাইতে পারে, এমন দূরহইতে একটী রব শুনিতে পাইলাম। তাহাতে এই কয়েকটী কথা কথিত হইল; " উদ্ধত মনুষ্য! যিনি স্বর্গীয় আলোকে গমন করেন, তিনি ভিন্ন, তোমরা আর কেহই সেই পথ দেখিতে চেষ্টা করিও না। আর কেহই দেখিতে পাইবে না, কেবল তিনিই সেই স্থানে নীত হইবেন। অন্যান্য সকলের মৃত্যু হইবে। তোমরা আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।" তিনি পরিবারবর্গের

মনে এই শঙ্কা জন্মাইয়া দিয়া, একাকিনী গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য যে মায়াবিনীর বাটীতে গিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাওয়াই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। বালকচরের কথানুসারে ঐ সাহসী স্ত্রীলোক সেই অপরিজ্ঞাত পথে চলিলেন; অবশেষে এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় ব্যাঘ্রের শব্দ শুনিতে পাইলেন; কিন্তু স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করাই নিতান্ত অভিপ্রেত, এজন্য কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া, যে মায়াবিনীর অন্বেষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহাকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাকে আর কখনই দেখেন নাই। কিন্তু বালকের বর্ণনানুসারে বিবেচনা করিয়া, "এই স্ত্রীলোকই যে সেই মায়াবিনী, ইহা স্থির করিলেন। ফলতঃ তাদৃশ বীভৎসজনক জীব জগতে আর দ্বিতীয় ছিল না। তিনি সেই দুরাত্মা স্ত্রীলোককে, তাহার আপন জালেই বদ্ধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। উহাতে তাহার অন্তঃকরণে ঔপধর্ম্মিক ভয় জন্মিল, এবং সে যেমন অন্যকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তিনিও তাহাকে সেই রূপ বঞ্চনা করিলেন।

তিনি কহিলেন, "রে নারকিণি! হাঁ! তোকে যে এই খানেই দেখিতে পাইব, আমি তাহা জানি। তুই এক জন খ্রীষ্টান্‌কে উন্মাদক ঔষধ দিয়াছিস্? ভাল, তিনি সেই ঔষধ পান করিয়াছেন; উহা তাঁহার রসনাতে সুস্বাদু পানীয় হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার এই অধিক উপকার হইয়াছে, তুই যে তাঁহার নিমিত্ত সাজ্যা-

ত্তিক বিষ প্রস্তুত করিতেছিস্; তিনি তাহা বুঝিতে পাইয়াছেন। তুই সেই জন্যে বিষময় ধুতূরা তুলিতে-ছিলি; কেমন, তুলিতেছিলি কি না বল্। তুই দেখিতে-ছিস্ তো, আমি সকলই জানি; তিনি আমাকে বলিয়া-ছেন যে যিনি তোকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি অর্থাৎ সূর্য্য বাবু, (আমি তাঁহার নাম জানি, তুই বুঝিতে পারি-য়াছিস্ তো,) যখন তাঁহাকে সেই ঔষধ পান করাইবেন, তৎক্ষণাৎ তোর মৃত্যু হইবে। তুই যদি তখন নদীতে পার হইস্, তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, তোকে জলমগ্ন করিবে। যদি সেই সময়ে বনে থাকিস্, তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে। যদি তৎকালে কুটীরে নিদ্রা যাইস্, তবে কালসর্পে তোকে দংশন করিবে।”

এই সকল কথা শুনিয়া, সেই দুরাত্মা স্ত্রীলোকের আ-পাদ মস্তক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। প্রসন্নের পিতামহী সাহস পূর্ব্বক শরাসনে শরাকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহাঁর শর লক্ষ্যের হৃদয় ভেদ করিল। তিনি যাহা ২ বলিলেন, মায়াবিনী সকলই সত্য বলিয়া, জ্ঞান করিল। ঈদৃশী ঘটনায় অন্যান্য লোকে যেমন বলিয়া থাকে, সেও তাহা বলিল। “তবে আমি মারা পড়িলাম! খ্রীষ্টানেরাও মায়া ও মোহিনী শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে।”

বৃদ্ধা কহিলেন, “রে পাপীয়সি! তোর মরণই ভাল, তুই যেমন, তেমনি ফল পাইবি। কিন্তু আমি তোকে রক্ষা পাইবার একটী উপায় বলিয়া দিতে পারি। সূর্য্য কখন তোর নিকট বিষ লইতে আসিবেন?”

মায়াবিনী একেবারে মাটীর মত নরম হইয়া, বলিল, "কালি রাত্রিতে আসিবেন।"

"ভাল, তুই এই সাঙ্ঘাতিক ধুতূরা না দিয়া যাহাতে গাঢ় নিদ্রা হইতে পারে, এমন কোন ঔষধ দিতে পারিবি কি? আমার বোধ হয়, তোর নিকট এমন দ্রব্য আছে।"

সে বলিল, "বাঁশ বাগানের মায়াবিনীর কাছে সকল জিনিসই আছে। তাহার কাছে এমন জিনিস আছে, বাজপাখিতে যে ঐ ছোট পাখিটী ধরিয়াছে, উহাকেও বাঁচাইতে পারে। আবার এমন জিনিস আছে, তাহাতে ভারি বলবান মানুষকেও মারিয়া ফেলিতে পারে। ভাল, যাহাতে ঘুম্ হয়, এমন ঔষধে তোমার কি হইবে?" পিতামহী কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "যাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা তোর জন্মের পূর্ব্বে মায়াবী হইয়াছেন, তাঁহাকে তুই আর প্রশ্ন করিস্ না। আমি তোকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করি, যে তুই সেই ঔষধ পরিবর্ত্ত করিবি কি না? করিলে, আপনি প্রাণে বাঁচিবি; এবং তোর একটী হত্যা কম্ হইবে।"

সেই দুরাত্মা মায়াবিনী কহিল, "কিন্তু আমার টাকা নোক্সান হয়।" এই কথা শুনিয়া, বৃদ্ধা বলিলেন, "পাপীয়সি! সূর্য্য তোকে কত টাকা দিবেন?"

"আমি চল্লিশ টাকা পাইয়াছি, আর তিনি বলিয়াছেন, তাহার ভাই মরিলে, আর চল্লিশ টাকা দিবেন।"

বৃদ্ধা আপনার গলদেশহইতে মুক্তার মালা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, এই মালার দাম তোর কত বোধ হয়?"

সে সেই মালার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "উহার দাম এক শত টাকা হইবে।"

"তাহা নয়, ইহার মূল্য উহার দ্বিগুণ। যাহা হউক, সূর্য্য কালি আসিবার পূর্ব্বে যদি তুই ঐ ঔষধ পরিবর্ত্ত করিস্ তাহা হইলে ইহা তোর হইবে।"

"আমি উহা বদলাইব।"

"যদি না করিস্ তাহা হইলে, তোর মার মাথা খাইস্ দিব্য কর্।"

"হাঁ তাহাই দিব্য করিলাম।"

"ভাল তবে শোন্, যাহাতে মৃত্যুর লক্ষণ দেখা যায়, আমি এমন ঘুম চাই।"

"আচ্ছা, তাহাই করিব।"

"কত ক্ষণ ঘুম থাকিবে?"

"গায়ে ভারি তাপ না লাগিলে, নিদান বারো ঘণ্টা থাকিবে।"

"তাপেতে অবশ্যই রোগির নিদ্রা ভঙ্গ হইবে তো?"

"নিশ্চয়ই হইবে।"

"তবে এখন আমি বিদায় হই, দেখিস্ যেন মনে থাকে। তুই যদি আমাকে বঞ্চনা করিস্, তাহা হইলে, জলেই থাকিস্, জঙ্গলেই থাকিস, আর ঘরেই থাকিস্, যে খানেই থাকিস্ না কেন, মারা পড়িবি। কোথায়ও নিস্তার নাই।"

অনন্তর পিতামহী নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে আসিলে, প্রথমে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! দেবতাদের কি আদেশ হইল?"

চতুরা বৃদ্ধা কহিলেন, "এই উক্ত হইল, কল্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রসন্নের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি ও তাঁহার মাতা তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিবে; এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে বাহুতে করিয়া লইবেন।"

মহেন্দ্র অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আহা! কি সুখের বিষয়! দেবতাদের আজ্ঞা যেন সফল হয়! কিন্তু মাতঃ! রাত্রি দুই প্রহর কেমন অদ্ভুত সময়! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, প্রসন্ন সম্মত হইলে, আমরা দিনের বেলায়ই প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করিতে পারি।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "অদ্ভুত হউক, আর না হউক, আমি কিছু করিতে পারি না; যে দৈববাণী হইয়াছে, তাহা বলিলাম। আমি দৈববাণীর তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে পারি বলিয়া, ভাণ করি না।" পর দিন সায়ংকালে তিনি অন্যান্য দিনের অপেক্ষা প্রসন্নকে সকাল২ আহার দিয়া, আপনার ঘরে গেলেন। রাত্রি নয়টার সময় সূর্য্য আস্তে২ আসিয়া, "ঠাকুরমা২!" বলিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাকুরমা! এ কি হলো! প্রসন্ন ভাল আছে কি না, আপনি এক বার গিয়া দেখিয়া আসুন। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, সে ভাল নাই। আমি তাহাকে এখনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে শুনিলাম। সে আমাকে

ভাল বাসে না, অতএব আমি তাহাকে বিরক্ত করিতে যাইব না।”

তিনি সূর্য্যকে দেখিবামাত্র হত্যাকারী বিবেচনা করিলেন। তিনি প্রসন্নের ঘরে যাইবার সময়, পাছে আপনার উপায়ের কোন অংশ নিষ্ফল হয়, এই আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহাকে অতি ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। যদিও তিনি প্রসন্নের কোন যাদুশক্তি, অর্থাৎ ঐ শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থ, তাহা তাঁহার কিছুই নাই বলিয়া জানিতেন; কিন্তু তাঁহার মনে২ সামান্যতঃ এই বিশ্বাস ছিল যে, “আমি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার উপাসক ছিলাম না সেই ঈশ্বর যখন পুত্রের হত্যাকাণ্ডহইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তখন আপনার অতি ভক্ত সেবককে এই ভয়ানক মৃত্যুর হস্তহইতে অবশ্য রক্ষা করিবেন।” এই ভাবিয়া, আপনার ভয়শান্তি ও কম্পমান হৃদয় স্থির করিতে চেষ্টা করিলেন।

বৃদ্ধা গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলেন, যে ঔষধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। প্রসন্ন একেবারে প্রাণত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। হস্ত পদাদি বিস্তার করিয়া পড়িয়া আছেন, শরীর শীতল ও অঙ্গ অবশ হইয়াছে, নেত্রদ্বয় শুক্লবর্ণ হইয়া গিয়াছে? দীর্ঘনিশ্বাস দূরে থাকুক, তাঁহার যে নিশ্বাস বহিতেছে, এমন বোধ হইল না, ইহা দেখিয়া, মায়াবিনী কি আমাকে প্রতারণা করিয়াছে? বলিতে পারি না, ঈদৃশী চিন্তাতে তাঁহার অন্তঃ-

করণে বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইল; তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, “হায়! আমার বাছার কি রোগ হইয়াছে, কেন সে যে মরিয়া গিয়াছে, সে একেবারে মরিয়া গিয়াছে, কিছুতেই জাগিতেছে না; তোমরা সকলে আসিয়া দেখ।” এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সমুদয় পরিবার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথার্থ বলিতে কি, এই সময়ে সকলেরই আন্তরিক দুঃখ হইল। তাঁহার মাতা তাদৃশী ঘটনা দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রসন্নের উপর নিপতিত হইয়া হিন্দুমহিলাজনসুলভ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে উদ্যত ছিলেন। প্রায় নিবারণ করিতে পারা গেল না, প্রসন্ন জাতিভ্রষ্ট হইয়া মরাতে, সকলে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শবস্পর্শ করিতে দিলেন না। বৃদ্ধ পিতা চীৎকার করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক ক্লেশ অত্যন্ত শোচনীয় হইল। চন্দ্র ও নব কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যিনি আপনাদের সুখ দুঃখের সমভাগী ছিলেন, সেই প্রসন্নের মূর্ত্তি শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ দেখিয়া, হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সূর্য্যও “হা! ভাই!” বলিয়া, ক্ষোভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারও নিতান্ত কৃত্রিম দুঃখ হয় নাই।

ব্রাহ্মণেরা সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। সূর্য্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, মৃতের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কি না, এই কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, “হাঁ হইতে পারে।” ব্রাহ্মণেরা যে তাদৃশ উত্তর দিবেন, সূর্য্য পূর্ব্বেই তাহা জানিতেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ প্রসন্নের দেহ পবিত্র করিতে আরম্ভ করিলেন।

উহা প্রায়শ্চিত্তের একটী অঙ্গ। প্রসন্নের মস্তক মুণ্ডিত হইল। তাঁহার কাছে দুই শত টাকার কড়ি রাশীকৃত করা হইল। উহার মধ্যহইতে কাণা বা অকর্ম্মণ্য কড়ি সকল বাহির করিয়া ফেলা হইল। অনন্তর হরিদ্রার ছড়া দিয়া, তাঁহারা শালগ্রাম শিলার সমীপে নারায়ণের উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিলেন। অন্যান্য সামান্য সংস্কার ও মন্ত্রপাঠের পর, মৃতদেহ পবিত্র হইয়াছে, বলিলেন। আত্মীয়বর্গ শেষ দেখা দেখিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্রের মৃত দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক শোকোষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন যে পাপ ও আপনাদের যে দুঃখ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সে সকল বিস্মৃত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে তাঁহাদের যেমন প্রিয়তম পুত্র ছিলেন, পুনরায় সেই রূপ হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণে অন্য কোন ভাব উদিত হইল না। সূর্য্য এই শোচনীয় ঘটনা দেখিয়া, অনির্ব্বচনীয় পরিতাপ করিলেন, এবং অবশেষে সকলের ক্ষোভ নিবারণের নিমিত্ত প্রসন্নের মৃত দেহ যে খাটে শায়িত ছিল, বাহকদিগকে তাহা তুলিতে অনুমতি দিলেন। শব দাহ করিবার নিমিত্তে নদীতীরে লইয়া যাইবার পুর্ব্বে সূর্য্য উহা বাহুতে তুলিয়া বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। এই সময়ে ঠিক বারটা বাজিল। প্রসন্নের পিতা মাতা তাঁহাকে পুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে বাহুতে তুলিলেন। দৈববাণী সত্য হইল। মহেন্দ্র মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি বলিলেন, "বৎস!

এই রূপাই হইবে বটে ; "এক্ষণে দৈববাণীর তাৎপর্য্য বুঝা গেল।"

প্রসন্নকে লইয়া যাইবার সময় সকলে হৃদয়বিদারক চীৎকার ও উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। কপালের লেখা কে খণ্ডাইতে পারে, এই কথা বলিয়া, মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা প্রসন্নকে নদীতীরে লইয়া গিয়া, শবের পদতল জলে রাখিলেন ও সূর্য্য আপনার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিলেন। ব্রাহ্মণেরা উহার পার্শ্বে একটী তুলসীর ডাল পুতিয়া নাম ডাকিতে লাগিলেন। লোকদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্তই সেই রূপ নাম ডাকিলেন। কারণ মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতিই তাদৃশ নামোচ্চারণ হইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তির প্রতি নয়। গঙ্গাতে না মরিয়া, ঘরে মরিলে অত্যন্ত অপমান হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সূর্য্য আপনাদের পরিবার মধ্যে যে তাদৃশ কলঙ্ক পতিত হয় নাই, পথিক লোকদিগের অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস জন্মাইতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রসন্ন যে একেবারে মরিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় নাই ; অতএব ইহাঁকে পতিতপাবনী গঙ্গার মাহাত্ম্য লাভে বঞ্চিত করা উচিত নহে।" এই সময়ে সকলে কাষ্ঠ আনয়ন পূর্ব্বক চিতা সাজাইলেন। নূতন কাপড় আনা হইল। সূর্য্য চিতার উপর শব রাখিতে প্রস্তুত হইলেন।

উদ্ধারের সময় উপস্থিত হইল। দুই প্রহরের পর প্রসন্নকে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল। এখন ঔষধের কার্য্য শেষ হইল। তিনি শীঘ্র ২ সচেতন হইতে লাগি-

লেন। রাত্রিকালে বন্ধুর ভূমিতে বাহকদিগের চালনা, শেষ রাত্রির শীতল বায়ুহিল্লোল, পদতলে নদীস্রোতের আঘাত ও পরিবারবর্গের চীৎকার এবং বিলাপধ্বনি এই সমুদায়ে তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। শীঘ্র২ তাঁহার নেশা ছুটিতে লাগিল। বিশেষতঃ সূর্য্য তাঁহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলে, তিনি আরো সত্বর জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য তাঁহাকে চিতাতে তুলিয়া, অগ্নি দিবার পূর্ব্বেই তিনি চম্‌কিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। সূর্য্য এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া, একেবারে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অধিক কি, তাঁহার চেতনহীন ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও সেই হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তিনি যাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি ঘনতমসাচ্ছন্ন রজনীতে গলা জড়াইয়া ধরাতে, তাঁহার অন্তঃকরণে এক অদ্ভুত ভয়ের আবির্ভাব হইল। যেন যমদূত সন্নিহিত হইয়া আপনাকে স্বীয় রথচক্রে বদ্ধ করিয়া অসীম যন্ত্রণায় আকর্ষণ করিতে উদ্যত।

“নরক আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে; নরকরাজ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন; হায়! আমাকে ছাড়িয়া দেও,” সূর্য্য অত্যন্ত ভীত হইয়া, এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এবং উন্মত্তের ন্যায় বলপূর্ব্বক প্রসন্নের বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া, তথাহইতে পলায়ন করিলেন। তৎকালে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। সকলেই সূর্য্যের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন;

কিন্তু বাস্তব ঘটনা কি হইয়াছে, অন্ধকারে কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

প্রসন্ন একাকী হইলেন। তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। তিনি সেই স্থানহইতে ভূতের মত অনেককে দৌড়িয়া যাইতে দেখিলেন, এবং ভয়ানক চীৎকার শুনিতে পাইলেন; কিন্তু নদী, নদীতীর, এবং অস্পষ্ট লক্ষিত চিতা দেখিয়া, আপনি কোথায় আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে২ তাঁহার শরীরে শক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি স্পষ্ট রূপে সেই স্থান দেখিতে পাইলেন, এবং কি জন্য তথায় আনীত হইয়াছেন, ক্রমে২ তাহা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "আমাকে জীবিতই দগ্ধ করিবার নিমিত্ত এখানে আনিয়াছে। আমি যাহাদিগকে ভূতের মত দেখিলাম, উহারা সূর্য্য ও অন্যান্য লোক; বনের মধ্যে পলায়ন করিয়াছে। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, কেহ উহাদিগকে তাড়া দিয়া থাকিবে, নতুবা ওরূপ চীৎকার করিবার কারণ কি?"

যাহা হউক, এক্ষণে পীড়কদিগের হস্তহইতে মুক্ত হইবার আশাতে তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে, সত্বর নদী পার হইতে হয়, ইহা তিনি স্পষ্টই অনুভব করিলেন। নদীর অপর পারে কয়েক ক্রোশ গেলেই এক জন দেশীয় আচার্য্যের বাটী পাওয়া যাইবে। আপনি সেই ব্যক্তির নাম জানিতেন, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অনায়াসে তথায় পৌছিতে পারিবেন; এই ভাবিয়া, বরাবর নদীর ধার দিয়া

চলিলেন। যাইতে২ তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে একটী উত্তম পরিচিত চড়ার নিকট সাঁতরাইয়া পার হইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঈশ্বরকৃপায় নির্বিঘ্নে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন বটে, কিন্তু কোন বিপদ্ উপস্থিত হইল না। পদতল পুনরায় কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদ্ভূত হইল, আমরা তাহা কি প্রকারে বর্ণন করিতে পারি? আর দুই ঘণ্টা গমন করিলেই সেই আচার্য্যের বাটীতে পৌছিতে পারিবেন, তিনি ইহা জানিতেন। কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মন অত্যন্ত ব্যাকুল থাকাতে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামের আবশ্যক হইল। এই কারণে একটী অশ্বত্থ তরুতলে শয়ন করিয়া, কিয়ৎকাল এক প্রকার অস্পষ্ট জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কখন সেই কালযামিনীর শোচনীয় ঘটনা সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কখন বা অর্দ্ধমুদ্রিত শূন্য নয়নে যদিচ্ছাক্রমে চতুর্দ্দিগের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেন। এই রূপে নিশাবসান হইল। ঊষা নবরূপ ধারণ করিলেন। দিনশ্রী নবোত্থিত ধরার উপর স্বীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল। নদীতীর সুনীল তরু লতায় সুশোভিত রহিয়াছে। উন্নত অস্থূল তালতরুতলে নানাবিধ শাখী পরস্পরকে শাখাবাহুতে আলিঙ্গন, এবং ইতস্ততঃ দুই একটী অশ্বত্থতরু বায়ুহিল্লোলে সন্দোলিত হইয়া, ছায়ার নিবিড়তা সম্পাদন করিতেছে। যে সমুদায় সুবর্ণপক্ষ বিহঙ্গ সচরাচর সেই কূলে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহারা দিবার আ-

লোকে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া; চতুর্দ্দিকে জলের উপর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রভাতের সজীবতা সর্ব্বস্থলে লক্ষিত হইল। পক্ষিগণ দলে২ শাখাহইতে শাখান্তরে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ বক সকল কোন এক খর্জুর গাছে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিল, এখন হরিত-বর্ণ নদীকূলে কখন সূর্য্যকিরণে পক্ষ বিস্তার করিল, কখন বা সজীব রজতের ন্যায় স্রোতের উপর উড়িতে লাগিল। কি জলকুসুম কি স্থলকুসুম সকলই নূতন বিকসিত হইল। প্রসন্ন যত এই সকল দেখিতে লাগি-লেন, তাঁহার হৃদয়ে ততই আশাকুসুম পুনরায় মুকুলিত হইতে লাগিল। তিনি এত আনন্দিত হইলেন, যে তাঁ-হার বাক্যস্ফূর্ত্তি ও বল বুদ্ধি রহিত হইল। "ভয় করিও না, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি ও তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি আমার। জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে নদী তো-মাকে মগ্ন করিবে না; এবং অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিলে দগ্ধ হইবে না, এবং তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না। ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি" তিনি কার্য্যতঃ এই গৌরবান্বিত অঙ্গীকারের যাথার্থ্য আস্বাদন করিয়াছিলেন। হায়! কল্পনামাত্রে অনুভূত শিক্ষা অপেক্ষা ঈদৃশ কার্য্যতঃ ভোগ করা কত উৎকৃষ্টতর!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিশ্রামাহের সন্ধ্যা পুনরায় উপস্থিত হইল। প্রসন্ন নির্বিঘ্নে ভক্তপূর্ণ সেবকগণের সাক্ষাতে বাপ্তাইজিত হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। চারি সপ্তাহ হইল প্রথম বার উক্ত স্থলে গমনকালীন প্রসন্ন আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ধৃত হন। এক্ষণে কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং "পিতরের নিমিত্তে শিষ্যগণবৎ প্রসন্নের জন্য অনবরত প্রার্থনা করিলে, তিনি পুনর্ব্বার আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইবেন, কেননা ইহাদের মধ্যে একটীও বিনষ্ট হইবে না, যে দলের বিষয়ে এই কথা লিখিত হইয়াছে, তিনিও সেই দলের এক জন।" রামদয়ালের এই কথা সিদ্ধ হইল।

ইতিপূর্ব্বে যে অনুগ্রহ প্রদত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই আন্তরিক ও আত্মিক অনুগ্রহে প্রসন্নের অন্তঃকরণে খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি উহার বাহ্য লক্ষণ সকল গ্রহণ করিতে দণ্ডায়মান হইলে, "তুমি খ্রীষ্টের বিষয়ে কি বিবেচনা কর?" তাঁহাকে এই প্রশ্ন হইল।

তাড়নায় মুণ্ডিতমস্তক ক্ষীণকলেবর অথচ পবিত্রানন্দে প্রফুল্লবদন প্রসন্ন উক্ত প্রশ্নের এই রূপ উত্তর করিলেন, হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে, একদা রাত্রিযোগে পূর্ণচন্দ্র স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া জগৎ কৌমুদীময় করিলেন, তারকামণ্ডলও স্ব স্ব জ্যোতিঃ সম্বর্দ্ধন করিয়া, সর্ব্ব পদার্থের শোভা বৃদ্ধি করিল, প্রত্যেক গিরি ওষধিকিরণে আলোকিত হইল। ইহারা তিন দলে নিশাকে

দিনবৎ করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব আলোক বৰ্দ্ধনে সমবেত হইলেও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রজনীই রহিল। আমি খ্রীষ্টকেই সেই সূর্য্য বলিয়া বোধ করি। তিনি ধৰ্ম্মাকাশের সূর্য্য-স্বরূপ। তিনি যে পর্য্যন্ত উদিত না হইয়াছিলেন, কিছুতেই আমার মনের তিমির দূর করিতে পারে নাই। তিনি উদিত হইবামাত্র তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি এখন স্বর্গধাম প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিলে, সেই গৌরবপূর্ণ দেশ এক দিন আমার অধিকৃত হইবে।

"পৰ্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘ ভেদ করা" সকল খ্রীষ্টা-নের ভাগ্যে ঘটে না; প্রসন্ন খ্রীষ্টের নিমিত্ত অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই "সিনাই পৰ্ব্বত কখন যে সকল অদ্ভুত বিষয় দর্শন করে নাই, তদ্দৃষ্টে তাঁহার সতৃষ্ণ নেত্র পরিতৃপ্তি করা হয়।"

আচার্য্য পুনৰ্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিলা, খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তিদ্বারা মুক্তি লাভ করিবে। ইহা কি প্রকারে জানিতে পারিলে?"

প্রসন্ন কহিলেন, "খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর; প্রায় ঊনিশ শত বৎসর হইল, তিনি মনুষ্যরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এবং সেই শরীরেই ঈশ্বরের নিয়ম প্রতি-পালন করিয়া, স্বয়ং নিষ্পাপ হইলেও, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত দণ্ড সহ্য করিয়াছিলেন। ঈশ্বর এই প্রতিনিধিত্ব গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং আমিও বিনীত-ভাবে উহা গ্রহণ করিলাম। আমি তাদৃশ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পাপহইতে মুক্ত হইয়া, অঙ্গীকৃত অনন্ত পরমায়ুঃপ্রাপ্তির আশা করিতেছি।"

"তুমি কি স্বকৃত কোন উপায়ে মুক্তি লাভ করিতে পারিতা না?"

"না, আমি তাহা পারিতাম না। আমাদের আদি পুরুষের পতন হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রকৃতি, কার্য্য, মন এবং বাক্যসম্বন্ধে এত মন্দ হইয়াছে, যে তাহাতে বোধ হয়, আমি অন্য কোন উপায়ে স্বভাবসিদ্ধ পাপ-হইতে মুক্ত হইতে অথবা ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করিতে পারিতাম না।"

"অনন্তর তুমি যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছ, উহাতে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পাপির পরিত্রাণের উপায় কিছুই নাই?"

প্রসন্ন উত্তর করিলেন; "হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ। উহাতে কেবল বালকবৎ কতক-গুলি বাহিক কার্য্য প্রায়শ্চিত্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল কার্য্য কোন প্রকারেই ঈশ্বরের লঙ্ঘিত নিয়-মের প্রতিকার করিতে পারে না।"

"খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তুমি কি নিয়মানুসারে জীবন যাপন করিতে বাঞ্ছা কর?"

প্রশ্নের উত্তরবিষয়ে প্রসন্ন এই প্রথম বার সন্দিগ্ধমনা হইলেন। গত কএক সপ্তাহের শোচনীয় ঘটনা সকল তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। কি নিয়মানুসারে স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, আপনা আপনি এই প্রশ্ন করি-লেন, কিন্তু কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার যে রূপ ঘটিয়াছিল, ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির প্রতি সে রূপ ঘটে নাই, এবং যদিও ঘটিয়া থাকে,

তিনি ধর্ম্মপুস্তক সম্পূর্ণরূপে অবগত না থাকায় তাহাও তৎকালে স্মরণ করিতে পারিলেন না। তৎপরে “কেন আমি পিতার অনুরোধ রক্ষা করি নাই? কেনই বা আমি মাতার অশ্রুপাতে অদৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই নাই? আমি খ্রীষ্টকে প্রীতি করি বলিয়াই সেই সকল করিতে পারি নাই। বটে, কিন্তু তাদৃশ মহাসভায় ঈদৃশ উত্তর উপযুক্ত নহে। আচার্য্য আমাকে জীবন যাপনের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কি বলি” এবম্বিধ চিন্তা করিয়া, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিরা সকল কম্পিত ও স্ফীত এবং মন অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি কম্পিত ওষ্ঠাধর হইয়া বলিলেন, “আমি এ পর্য্যন্ত নিয়ম সমুদায় শিখি নাই; কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে খ্রীষ্টকে প্রেম করিয়া থাকি। মহাশয়! অদ্য রাত্রিতে আমার বাপ্তাইজিত হওয়া রহিত করিবেন না। আমি বহুকাল অপেক্ষা করিয়াছি, পরে সেই সকল নিয়ম শিক্ষা করিব।”

আচার্য্য কহিলেন, “প্রসন্ন! তোমাকে আর নিয়ম শিখিতে হইবে না। তুমি প্রীতি বিষয়ক মহা নিয়ম শিখিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। উহাই পালন করিও, তাহা হইলে তুমি শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় থাকিবা।” অনন্তর প্রসন্ন বাপ্তাইজিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হিন্দুরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যে কর্ণে কোন মন্ত্র পাঠ এবং মুখে কিঞ্চিৎ গোমাংস ও সুরা প্রদান পূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু প্রসন্ন অকপট ও নির্ভয় অন্তঃকরণে খ্রীষ্টের

সেবা করিবেন এমত অঙ্গীকার করিলে যে সংস্কার সাধন হইল তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

পরে পুরোহিত কর্তৃক স্বকীয় পাপহইতে মার্জনা প্রাপ্তির নিদর্শন স্বরূপ যে উপবীত তাহার কল্পিত মৃত দেহে দেওয়া গিয়াছিল তাহা গলদেশহইতে উন্মোচন পূর্ব্বক মেজের উপর রাখিলেন, এবং ব্রাহ্মণত্ব, তৎসংক্রান্ত মর্য্যাদা ও সামাজিক স্বত্ব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে এখন শান্তপ্রকৃতি, নম্রস্বভাব নাসরতীয় যীশুর অনুচর হইলেন, তাহার চিহ্নস্বরূপ ধর্ম্মপুস্তক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কতিপয় প্রার্থনা বাক্য উচ্চারিত হইলে, খ্রীষ্টোপদিষ্ট জলদ্বারা তিনি বিধিক্রমে বাপ্তাইজিত হইলেন। খ্রীষ্ট রূপ বস্ত্র যে তিনি পরিধান করিয়াছেন এবং যে শোণিতদ্বারা সমুদায় পাপ পরিষ্কৃত হয়, সেই শোণিতদ্বারা যে তাঁহার আত্মা ধৌত হইয়াছে বাপ্তিস্ম তাহার একটী চিহ্ন বিবেচনা করিয়া, তিনি বিশ্বাসপূর্ণ হওত জলদ্বারা বাপ্তাইজিত হইলেন।

অনন্তর প্রসন্ন আচার্য্য সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে এক লম্বা বারিকের ন্যায় বাটীতে নূতন বাসগৃহ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এই স্থানে তাঁহার ন্যায় আর আট নয়টী যুবক বাস করিতেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তি অধিকাংশ পাদরির বাটী ঐ রূপে নির্ম্মিত। যুবক খ্রীষ্টানেরা যে পর্য্যন্ত লেখা পড়া করেন, ও আপনাদের ভরণ পোষণের নিমিত্ত কোন কর্ম্ম কাজ না পান, তাঁহারা, সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তথায়

রাখেন। আমি যে বাটীটীর কথা লিখিতেছি, তাহাও এই প্রণালীভিন্ন নহে। প্রসন্নের ধর্ম্ম প্রচারকের পদ ধারণ কারির নিতান্ত ইচ্ছা হইল। তাঁহার স্বাভাবিক সম্পূর্ণ ধার্ম্মিকতা এবং তিনি খ্রীষ্টের নিমিত্ত যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন; তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া, তাঁহার খ্রীষ্টান বান্ধবেরা ঈদৃশী ইচ্ছাতে যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত বারিকে রাখিয়া, সেই স্থানে খ্রীষ্টানি বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে দেওয়া হইল। তিনি এই স্থানে থাকিয়া, খ্রীষ্টানসমাজের সুখভোগ, ধর্ম্মোপদেশ লাভ এবং আমি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতেছি, এই বোধগত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞানাতীত শান্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

প্রসন্নের যে আহারাদির অত্যন্ত কষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা আর অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল অর্থের বিষয় ধরিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে তিনি যে পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজে লেখা পড়া করিতেন, তৎকালে তাঁহার মাতা প্রতিদিন জলখাবার নিমিত্ত চারি আনা করিয়া, তাঁহার চাদরের মুড়ে বাঁধিয়া দিতেন। তিনি বাহিরে কেবল তাহাই খাইতেন। এক্ষণে পাদরিরা স্বহস্তনিহিত সাধারণ সম্পত্তিহইতে তাঁহাকে প্রতিদিন চারি আনার অধিক দিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহাকে তাহাতেই কি প্রাতরাশ, কি ভোজন কি বস্ত্র সমুদায়েরই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। এখন তিনি তাদৃশ সুখসেব্য সামগ্রী ব্যতীতই

সামান্য দ্রব্য আহার করিতে অভ্যাস করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় পুত্রবৎসলা জননী ও পতিপরায়ণা ভার্য্যা হিন্দু-মহিলাগণের গর্ব্বস্বরূপ নানাবিধ মসলা দিয়া সুকৌশলে তাঁহার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন না। এক্ষণে একটী দরিদ্র খ্রীষ্টান্ বিধবাদ্বারা উহা প্রস্তুত হইত। সেই স্ত্রীলোকটী স্বল্পবেতনে তৎস্থানবাসী বাবুদিগের পরিচারিকার কর্ম্ম করিতেন। অনেক দিন ইউরোপীয়-দিগের সহিত বাস করিতে২ অন্যান্য বাবুদিগের পলাণ্ডুপক্ক খাদ্য, মুরগী এবং সময়ে২ অন্যান্য মাংসও আহার করা কাহারো২ অভ্যাস হইয়াছিল। এই সমুদায় দ্রব্য প্রসন্নের নিকট যার পর নাই ঘৃণ্য বোধ হইতে লাগিল। এক জন ইংরাজকে অশ্বমাংস অথবা যে পাত্রে বা যে হস্তে অশ্বমাংস পাক করা হইয়াছে সেই পাত্রে কি হস্তে পাক করা অন্য মাংস আহার করিতে দিলে যেরূপ হয়, প্রসন্নের পক্ষেও সেই রূপ হইয়া উঠিল। যাহা হউক, যে বস্তু খাইতে তাঁহার ইচ্ছা না হইত, সেই বস্তু খাইবার নিমিত্ত তাঁ-হাকে অনুরোধ করা হইত না। ফলতঃ কতিপয় মাস তাঁহার আহারসুখ একেবারে অন্তর্হিত হইল। তিনি রসনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আহার করিতেন না, কেবল কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় বলিয়াই আহার করিতেন। কিন্তু তাঁহার আর একটী ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে, এই সমুদায় ক্লেশ অতি সামান্য বোধ হইবে। প্রিয়তম পরিবারবর্গের সহিত বিচ্ছেদ হইবার পূর্ব্বে যে গৃহে বাস করিতেন, এক্ষণে তাঁহার সেই পরিত্যক্ত

গৃহের কথা মনে হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয়! প্রসন্ন গত কএক সপ্তাহের সেই নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর আচরণ একেবারে বিস্মৃত হইলেন। তিনি সায়ংকালে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে উপবেশন করিয়া, গৃহজনদিগের প্রত্যেক বাক্যধ্বনি চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে২ তাহাতে এত নিমগ্ন হইতেন, যেন আপনি স্বকর্ণে সেই অমৃতময় স্বর শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহার এমন বোধ হইত। তৎকালে তাঁহার শোকসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিত। খ্রীষ্টান্ বান্ধবেরা অত্যন্ত সদয়চিত্ত হইলেও, তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের আচার ব্যবহার তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইত। আত্মপরিবারবর্গকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত অভিলাষ হইল। চতুর্দ্দিকে খ্রীষ্টান্ গৃহস্থগণ সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। কতিপয় যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর তাহাদের স্ত্রীরাও অনুগামিনী হইয়াছিলেন। পাদরিদের বাসস্থানের নিকটস্থ খ্রীষ্টান্ পরিবারের অন্যেরা তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন। নারিকেল পত্রের সর২ ধ্বনি, পুত্রকলত্রগণের সুমধুর রব এবং শিশুগণের সহাস্য ক্রীড়া তাঁহাদের নিকট বীণাতন্ত্রী ঝঙ্কারসদৃশ বোধ হইত। কিন্তু এই সমুদায় শুনিয়া, প্রসন্নের অন্তঃকরণে স্বতন্ত্র ভাব উদিত হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইল। স্বগৃহীত ধর্ম্মের প্রতি কামিনীর অত্যন্ত ঘৃণার কথা মনে পড়িল। রূপবতী পতিপরায়ণা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আর পাইবেন না বলিয়া, তিনি শঙ্কিত হইলেন। আমি আর সহাস্যমুখ শিশুগণের চতুরক্রীড়া দেখিয়া কালক্ষেপ করিতে পারিব

না। আমি আর কি সায়ংকালে কি প্রাতে মাতার সুমধুর মৃদু ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিব না। আমি আর পিতার আশীর্ব্বাদ ও ভ্রাতৃভগিনীগণের সস্নেহ ব্যবহার লাভ করিতে পারিব না। এবম্বিধ নানা প্রকার চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ পুত্রকলত্রাদির কথা মনে হইলে, নির্জ্জনে গিয়া, বিলাপ করিতে মানুষের স্বভাবতই অভিলাষ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, তাদৃশ ক্লেশ চিরস্থায়ী হইল না। কতিপয় সপ্তাহের মধ্যেই নূতন জীবনপ্রণালী তাঁহার অভ্যাস পাইয়া উঠিল। তখন খ্রীষ্টানি রীতিক্রমে নিয়মিত আচার ব্যবহার হিন্দুধর্ম্ম গত আচার ব্যবহার অপেক্ষা যে কত উন্নত ও উৎকৃষ্ট, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। খ্রীষ্টানেরা যে স্ত্রীগণের স্বভাব উন্নত করিয়া, আপনাদের সমাজের ভিত্তিমূল অনেক উন্নত করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই স্ব২ ভার্য্যাকে সাধ্যমত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং যাহাতে স্বামির হিত হইতে পারে, তাদৃশ সকল গৃহকার্য্যেই ঐ শিক্ষার সুফল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। স্ত্রীরা স্বজাতির স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জভাব ও অন্তঃপুরবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, এবং প্রত্যেক দেশের রমণীগণ যে রূপ করিয়া থাকেন, সেই রূপে স্বদেশের রীতিক্রমে স্বামির নিমিত্ত আপনারাই সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন বটে। স্বামিরাও তাঁহা-

দের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন। তাদৃশ ব্যবহার হিন্দু-গৃহের সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে আর মূর্খ ভাবিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে তুচ্ছ করিতেন না। পূর্ব্বে তাঁহারা কোন প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন না; এখন অনেকেই ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন। এখন স্বামিরা স্ত্রীদিগকে প্রায় আত্মসদৃশ বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের একত্র ভোজন হইত। পূর্ব্বের ন্যায় কোন বন্ধু আসিলে, আর স্ত্রীদিগকে দৌড়াদৌড়ি অন্তঃপুরে পলাইতে হইত না।

প্রসন্ন এক্ষণে ইংরাজরমণীগণের সঙ্গে কথোপকথন ও তাঁহাদের গৃহে যাতায়াত করিয়া, স্ত্রীলোকের প্রতি কত দূর ও কেমন অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, তাঁহারাই বা তাহার কেমন উৎকৃষ্ট যোগ্যপাত্র, তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন। তাঁহার বাপ্তিস্ম হইবার এক পক্ষ পরে, আচার্য্য এক দিন সায়ংকালে তাঁহাকে চা পান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দিন তাঁহার নূতন পরিচ্ছদ আসিয়াছিল। তিনি সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিবার এই উত্তম সময় বোধ করিলেন। আপনাকে স্ত্রীসমাজে যাইতে হইবে, তিনি তাহা জানিতেন। অনেক হিন্দুতে বিবেচনা করেন, এই পরিচ্ছদ ইউরোপীয় রীতিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহা নহে। ইজের ও চাপকান্ মাত্র। ভদ্র মুসলমানেরা ইতিপূর্ব্বেই এই পরিচ্ছদ এদেশে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রসন্ন এ পর্য্যন্ত ধুতি চাদর পরিতেন, এখন উহা পরিত্যাগ করিয়া, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবামাত্র, তাঁহার

অন্তঃকরণে এই ভাব উদিত হইল; হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রীসমাজে যাতায়াত প্রচলিত থাকিলে, আমাদিগকে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই রূপ মোটা পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইত। তাহারাও আমাদের সমাজে যাতায়াত করিলে, এখন যেমন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে, তাহার পরিবর্ত্ত করিত। ঈদৃশ পরিবর্ত্তন অত্যন্ত অভিলষণীয়। ফলতঃ প্রসন্ন যথার্থই ভাবিয়াছিলেন। আচার্য্য বিবেচনা করিয়াছিলেন যে আপনি ও আপনার স্ত্রী কেবল দুই জনে প্রথম সমাগত যুবক খ্রীষ্টান্‌কে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবেন; কিন্তু ঘটনাক্রমে অনিমন্ত্রিত দুই জন ভদ্র ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন। সুতরাং আচার্য্যকে তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতে হইল। প্রসন্ন অধিকাংশ কাল আচার্য্যের স্ত্রীর সহিতই কথাবার্ত্তা কহিলেন।

প্রসন্ন যাইবামাত্র, আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া, তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, প্রসন্ন ঘরের ভিতর গিয়া, আপন বাটীতে আসিয়াছি বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বোধ করিবেন। কিন্তু সেরূপ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সেই স্থান তাঁহার নূতন ও অপরিচিত বোধ হইতে লাগিল। তিনি যে ঘরের মধ্যে গেলেন, তাহা অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং আলোকময় ছিল। মাঝখানে একটী মেজ, তাহার ধারে পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। প্রসন্নকে তৎপার্শ্বে একখানি কেদারা দত্ত হইল। অনন্তর আচার্য্য ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই বসিলেন।

সায়ংকালে এই রূপ চা-পান করা, হিন্দুদের নিকট নূতন ও অদ্ভুত বোধ হইবে। তাহাদের মধ্যে ঈদৃশ ব্যবহার কিছুই নাই। তাহারা সকলে একত্র বসিয়া আহার করে না। সচরাচর পৃথক্২ আহার করিয়া থাকে। পত্নী স্বামির নিকট আহার করিতে না বসিয়া, পরিচারিকার ন্যায় পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া থাকে। হিন্দুরা আহার কালে আর কিছুই করে না। ইংরাজেরা অনেক ক্ষণ আহার করেন। স্ত্রী পুরুষ অন্য সময়ে অনেক কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। বালকেরা দিনের বেলা পাঠ অভ্যাস করে। সুতরাং সেই সময়ে সকল পরিবার একত্র বসেন। স্বামী, দিবসে কি২ কার্য্য করিয়াছেন, কোন্ বিষয়ে কৃতকার্য্য ও কোন্২ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, পতিপরায়ণা সমদুঃখসুখা প্রেয়সী ভার্য্যার নিকট তৎসমুদায়ের পরিচয় দেন। স্ত্রীও গৃহকার্য্যের সুখ দুঃখ, পতির অনুপস্থিতিকালে কি দেখিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন, কি পুস্তক পড়িয়াছেন, ও কে আপনাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন, সমুদায় বলেন। বালকেরা বিদ্যালয় ও পাঠাভ্যাস-হইতে অবকাশ পাইয়া, স্ব২ পাঠে কত দূর উন্নতি করিয়াছেন, কি পারিতোষিক, বা কি শাস্তি পাইয়াছেন, ক্রীড়া-সুখ-বালকদিগের কৌশল, আপন২ কার্য্য, ক্রীড়া, কৌতুক এবং বাটীর অন্যান্য বিবরণ মাতা পিতার নিকট নিবেদন করেন। ইংরাজেরা কর্ম্মশীল প্রযুক্ত তদ্রূপ কথাবার্ত্তা করিবার এক দণ্ড শূন্য পাইতে পারেন না। হিন্দুদের তদ্রূপ এক দণ্ড পাওয়া কঠিন

বোধ হয় না। ইংরাজেরা কথোপকথন করিয়া, প্রয়োজনীয় ভোজনকে প্রকৃত সুখাবহ করিবার নিমিত্ত অধিক ক্ষণ পর্য্যন্ত আহার করিতে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যার সময় চা-পান করিতে২ কথোপকথনের যেমন সুবিধা হয়, দিনের বেলা আহারের সময় সে রূপ হয় না। এই সময়ে আর দিনের কঠিন পরিশ্রমের শঙ্কা থাকে না, কেহ তাড়া করে না, এবং আহারও অল্প, ও সময়ে২ চা-পাত্র চুমুক দেওয়ামাত্র। বিশেষতঃ এই পানীয় উন্মাদিত না করিয়া, আনন্দিত করে; কথোপকথনের ব্যাঘাত করা দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে।

প্রসন্ন ঈদৃশ চা-পানস্থলে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আচার্য্যের পত্নী প্রফুল্লচিত্ত ও সস্মিত বদন। চা-পাত্র সম্মুখে রাখিয়া, মেজের অগ্রভাগে আচার্য্য সম্মুখভাগে ও তিন জন আগন্তুক দুই পার্শ্বে বসিলেন। অনন্তর আচার্য্যপত্নী শিষ্টাচারানুসারে চাতে কে চিনি কে দুগ্ধ খান ও অধিক কি অল্প দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে হিন্দুমহিলাগণের ন্যায় তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে বা সলজ্জ হইতে হইল না। তিনি সকলের ইচ্ছানুরূপ চা প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে সাধারণতঃ কথোপকথন আরম্ভ হইল। আগন্তুক ভদ্রলোক দুটীর মধ্যে একটী সম্প্রতি ইংলণ্ডহইতে আগত। আসিবার সময় সুইৎসরলণ্ড দেশ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। আচার্য্যের পত্নীরও সেই দেশে এক বার যাওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের

পরস্পার মিল হইয়া উঠিল। প্রসন্ন তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে২ ভাবিলেন, উক্ত দেশগত যে২ বিষয়ের কথোপকথনে ইহাঁরদের এত আনন্দ দেখা যায়, আমার মাতা ও পত্নী হইলে তাহাতে কিছু মনোযোগ করিয়া ঐ দেশের জল বায়ু, ফল মূল শস্য, নদীর মৎস্য কেমন, এবং তথাকার জল স্বাস্থ্যকর বা পীড়াদায়ক এই সমুদায় জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহা হইলেই তাঁহাদের কৌতুহল তৃপ্ত ও প্রয়োজন সম্পন্ন হইত। কোন বুদ্ধি-সূচক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, যিনি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার তদ্বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। হায়! প্রসন্নের মাতা ও ভার্য্যা কি জানিতেন! তাঁহারা কিছুই জানিতেন না। আচার্য্যপত্নী কিছু বিদিত ছিলেন, এবং তাঁহার আরো অধিক জানিবার ইচ্ছা ছিল। অতএব সেই ভদ্র লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "মহাশয়! আপনি সুইৎসরলণ্ড ভ্রমণ করিয়া অবশ্য গ্লাসিয়ার দেখিয়াছেন। আপনি মের্‌ডা গ্লাসিয়ারের সমগতি ও অন্যান্য গ্লাসিয়ার এবং বাইরন্‌ গ্লাসিয়ার শীতল ও অস্থির স্তূপ; দিন২ অগ্রসর হইয়া চলিতেছে," এই পদ্যে যে গ্লাসিয়ারের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহার কারণ কি বিবেচনা করেন?

প্রসন্ন ভাবিলেন, "আমি প্রশ্ন বুঝিতে না পারিলে, উহার উত্তরও বুঝিতে পারিব না।" অতএব তিনি অনেক আত্মাভিমানী যুবক বাঙ্গালিদের ন্যায় উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হইলেন না। আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, বিজিত ভাবে কহিলেন;

"মহাশয়! মের্‌ডা গ্লাস কাহাকে বলে? আমার বোধ হয় উহা ইংরাজিকথা নহে।"

সেই ভদ্র ব্যক্তি প্রসন্নের তাদৃশ সরল ভাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বলিলেন, "বাবু! উহা ইংরাজি নহে, ফরাসি কথা। উহার অর্থ তুষারসমুদ্র; গ্লাসিয়ারের মধ্যে তুষারসমুদ্রই অতি সুন্দর। হিমস্রোতঃ সকল চতুর্দিকে প্রস্তর বেষ্টিত একটী অনাবৃত উপত্যকাতে আসিয়া পড়িতেছে। আমি যেখানে ভ্রমণ করিয়াছি, সেখানে উহা যেমন সুন্দর, আর কোথায়ও সেরূপ নহে। একটী অতিবিস্তীর্ণ প্রবাহ দুটী উচ্চ বাঁধের মধ্যদিয়া অতি ভীষণ বেগে যাইতে২ সহসা জমিয়া গিয়া তদবস্থায় তরঙ্গিত হইতেছে, ইহা অনুধ্যান করিলেই এই তুষার সমুদ্রের সাধারণ ভাবগ্রহ করিতে পারিবেন।"

গ্লাসিয়ারের বর্ণনা শুনিয়া, প্রসন্ন বিস্মিত হইয়া বলিলেন; "ও! কি মহৎ ব্যাপার! মহাশয়! আপনি দেশপর্য্যটন করিয়া, গৃহভক্ত বাঙ্গালিহইতে কত উপকার লাভ করিয়াছেন। এখন আপনি ধর্ম্মপুস্তকে স্ফটিক সদৃশ সিংহাসন সমীপে কাচ সমুদ্রের বিষয় পাঠ করিবার সময়, আমা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্টরূপে মানস নেত্রে তাহার চিত্র নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন। বোধ হয়, আপনি যে চমৎকার গ্লাসিয়ারের বিষয় বর্ণন করিলেন, উহা ধর্ম্মোপদেশক যোহনের মূর্ত্তিমান ভাবের ন্যায় আপনার মানসক্ষেত্রে একেবারেই প্রকাশ পাইবে।"

সেই ভদ্র ব্যক্তি বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিতেন বটে, কিন্তু বড় ভাবুক ছিলেন না। তাঁহার সহিত আচার্য্যপত্নীর আলাপ ছিল এবং সেই নিমিত্তেই কিছু ভাবের উৎপাদক বা চিত্রকরদ্বারা পরিপূর্ণ সুইৎসরলণ্ডস্থ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া, বিজ্ঞানানুসন্ধায়ীর উপযোগী প্রশ্ন উল্লেখ পূর্ব্বক স্ত্রীজাতির বুদ্ধিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভদ্র ব্যক্তি প্রসন্নের ঔৎসুক্য দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বন্ধো! গৃহভক্ত হইলেও বাঙ্গালিদের বিলক্ষণ কল্পনা শক্তি আছে; এক্ষণই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু হায়! সেই শক্তির উপযুক্ত রূপ চালনা অতি বিরল। দেখ, তোমার মনে যে ভাব উদিত হইয়াছে, উহা কখনই আমার মনে হয় নাই। আমি জানি, ঐ সকল তুষারস্রোতঃ অবিচ্ছিন্ন তুষারাবৃত স্থানহইতে উত্থিত হইয়াছে। আমার যত দূর স্মরণ হয়, বলিতে পারি, ঐ গ্লাসিয়ার তুষারমণ্ডিত আল্পস-শিখরের বিস্তীর্ণ প্রদেশের পয়ঃপ্রণালীব্যতীত আমার মনে আর কোন ভাব উদিত হয় নাই। তুমি যেরূপ বলিলে তাহাই সত্য। হায়, কি দুঃখের বিষয়! তোমার ইহা দেখিবার সম্ভাবনা নাই।" অনন্তর তিনি আচার্য্য-পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে লোকের সহসা এরূপ বিবেচনা হয় যে, ঐ তুষাররাশি যে আর্দ্র প্রস্তরের উপর অবস্থিতি করে, তাহার উপর দিয়া পিছলিয়া যায়। কিন্তু অনেক বিজ্ঞলোকে এই যুক্তির পোষকতা করিলেও, এক্ষণে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এখন অনেক বিজ্ঞ অনুসন্ধায়ী এডিমর্বরার

অধ্যাপক ফর্বসের মতই যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। ফর্বস্ বলেন, গ্লাসিয়ার সম্পূর্ণ তরল বোধ হয় না। একটী পিচ্ছিল বৃহৎ পিণ্ড যে নিয়মানুসারে নিম্নদিকে সঞ্চালিত হয়, উহাও সেই নিয়মানুসারে চালিত হইয়া থাকে। গ্লাসিয়ার যে উপত্যকাতে পতিত হয়, উহাতে সেই রূপ নিম্নতা আছে।"

স্ত্রীলোকের নিকট ঈদৃশ জটিলভাবে বর্ণন করাতে, দ্বিতীয় ভদ্র লোকটী বিজ্ঞানবিৎ ভদ্র লোককে কিছু অনুযোগ করিলেন। যদিও আচার্য্যপত্নী সুইৎসরলণ্ডের দেশশোভায় মোহিত হইয়াছিলেন, তথাপি আপনি তাদৃশ বিষয়ে কথোপকথন শুনিতে ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। গ্লাসিয়ার বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তির তুষারমণ্ডিত আল্পস্‌শিখর পয়ঃ-প্রণালী সদৃশ বোধ হওয়াতে, তিনি তাঁহার প্রতি হাস্য করিলেন এবং প্রসন্নের পক্ষ হইয়া বলিলেন, কোল্‌-রিজও লিখিয়াছেন;—

"আমার বোধ হয়, স্রোতঃ সকল প্রবলবেগে
"যাইতে২ যেন কোন মহাশব্দ শুনিয়া, একেবারে
"স্থিরভাব অবলম্বন করিতেছে। স্রোতোগণ! কে তো-
"মাদিগকে স্বর্গতোরণের ন্যায় পূর্ণশশধর কিরণে
"আলোকিত করিয়াছেন?"

এই কথা বলিতে২ তাঁহার অন্তঃকরণ সেই ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "হায়, এই সকল কি সুন্দর পদার্থ! অপ্সরোভূমিই যেন সুইৎসর-লণ্ডরূপে অবস্থান করিতেছে; যে স্থানেই উত্থান করি

যে দিকেই বা দৃষ্টিপাত করি না কেন, সেই স্থানে ও সেই দিকেই নব২ দৃশ্য সকল দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি এত মনোহর যে এক বার নিরীক্ষণ করিলে, আর কখনো হৃদয়হইতে অন্তর্হিত হয় না। কোন স্থানে পথ সকল গিরিবর্ম্মের মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, কোথায়ও বন্ধুর ও প্রবণ প্রদেশের ধার দিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ হরিতাকীর্ণ রজতনিভস্রোতস্বতী পরিবেষ্টিত ক্ষেত্রে আসিয়া বাহির হইতেছে। কোন স্থানে পাইন বন শোভা পাইতেছে। কোথায়ও বা তুষারমণ্ডিত মরু পর্ব্বতখণ্ড ভীষণ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে গিরিনদী প্রবাহিত হইয়া গভীর গিরিগহ্বরে পতিত হইতেছে। আমার নিতান্ত অভিলাষ যে বাঙ্গালিরা অন্ততঃ এক বারও গিরিনদী দর্শন করেন। এই দেশে যে উপদেশ শিক্ষা করা আবশ্যক, বোধ হয়, তৎসমুদায় অনবরত তাহাই শিক্ষা দিতেছে। উহাদের প্রবাহসমূহ প্রত্যেক সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও প্রতিবন্ধক ভীষণ বেগে উল্লঙ্ঘন করিয়া, বোধ হয় স্থির উদ্দেশ্যে ও অবিচলিত যত্নে কত দূর কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে, যেন তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এদেশের অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে আমাদের সমুদায় তেজ নষ্ট করিয়াছে। নিস্তেজ মনোবৃত্তি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আমাদের স্বাভাবিক কোন বস্তুর অভাব আছে। আপনাদের কি এমন বোধ হয় না?”

অন্যতর ভদ্র ব্যক্তি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর দেশের প্রকৃতি অনুসারে অধিবাসীদের বুদ্ধিবৃত্তি

ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কত দূর পরিবর্ত্তিত হয়, এই বিষয়ে অত্যন্ত বাদানুবাদ হইতে লাগিল। আচার্য্যপত্নী দেশের প্রকৃতি অনুসারে অধিবাসীদেরও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, এই মতেরই অত্যন্ত পোষকতা করিলেন, প্রসন্নের এমন বোধ হইল। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি "জাতির স্বভাবানুসারেই ঐ রূপ হইয়া থাকে, বাঙ্গালিরা তুষারাবৃত আল্‌পস্‌ গিরিতে লালিত পালিত হইলেও, বাঙ্গালিই থাকিবে," এই কথা বলিয়া ঐ মত খণ্ডন করিলেন। সুইট্‌জর্লণ্ডের প্রকৃতি শোভা পরিত্যাগ করিয়া, ইটালির রাজনীতি বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। আচার্য্য ও ইউরোপীয় দুইটী ভদ্র লোকে অতি উষ্ণভাবে এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন রুদ্ধাবস্থায় ইংরাজি সম্বাদপত্র পাঠ করিতে না পাওয়াতে, তৎসংক্রান্ত বিষয়ও জানিতে পারেন নাই। আচার্য্যপত্নী ইহা অবগত হইয়া, বাঙ্গালিদের আচার ব্যবহার জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইলেন। তাঁহার এই বিষয় আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানিবার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল। দেশের আচার ব্যবহার উত্তম রূপে জ্ঞাত না হইলে লোকের উপকার করা যায় না, তিনি ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

তিনি প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু! খ্রীষ্টান্‌দের মধ্যে কোন্২ বিষয় আপনার নূতন ও অদ্ভুত বোধ হয়?" অন্যান্য খ্রীষ্টানেরা যেরূপ উত্তর করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিলেন। তিনি, কহিলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে অত্যন্ত অদ্ভুত বোধ হয়।"

এই কথা শুনিয়া, আচার্য্যপত্নী হাসিতে২ বলিলেন, "প্রশংসাটী কিছু অস্পষ্ট বোধ হয়। ভাল, এই অদ্ভুত বিষয়ে আপনার মত বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করুন্।" প্রসন্ন কহিলেন, "আপনাকে যথার্থ বলিতে কি, আমি উহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আমাদের স্ত্রীলোক-দিগের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বুদ্ধিও আছে, কিন্তু উদ্যান-কুসুমে ও বনপুষ্পে যাদৃশ প্রভেদ, ইংরাজ ও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেও তাদৃশ প্রভেদ দেখিতেছি।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "বাবু! সুশিক্ষার অভাব ঈদৃশ প্রভেদের প্রধান কারণ। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির চালনাতেই ইংরাজ স্ত্রীদিগের এমত অবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের মনোবৃত্তি সকল যত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হই-তেছে, মনও ততই বিশুদ্ধ ও উন্নত হইতেছে। ভাল, আপনাদের স্ত্রীলোকেরা বাল্যাবস্থায় কি করেন? মনের উন্নতিসাধক ও প্রকৃত জ্ঞানোৎপাদক কি২ শিক্ষা তাঁ-হারা বাল্যকালে প্রাপ্ত হন?"

প্রসন্ন কহিলেন, "হায়! আমাদের সেরূপ কিছুই নাই! আমাদের বালিকারা একেবারে ধর্ম্ম বিহীন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ হইলে তাঁহাদের কর্ণে মন্ত্র দেওয়া হয়। এপর্য্যন্ত তাঁহারা কোন উপাসনাই জানেন না। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদের একটী সামান্য ধর্ম্মকার্য্য আছে। তাহাতে ভাল হওয়া দূরে থাকুক, বরং মন্দই হইয়া থাকে।" আচার্য্যপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ধর্ম্মকার্য্য কি?"

প্রসন্ন বলিলেন, "সে পাগলামি মাত্র, আপনার

নিকটে বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক, আপনি বলিয়াছেন যে, সুশিক্ষার অভাবে ও মন্দশিক্ষা প্রযুক্ত তাঁহারা কোন দোষ করিলে, ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারেন, অতএব আমি অসঙ্কোচ চিত্তে বর্ণন করিতেছি। সেই ধর্ম্মকার্য্য এই রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে ;—ছোট বালিকা বাগানে একটী খেলিবার ক্ষুদ্র পুকুর খনন করে, তাহার মধ্যে একটী বেলের ডাল পোতে। অনন্তর যদি তাহাকে পূজা বলা যায়, তাহা হইলে, লীলাবতী নামে দেবতাকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকে।

পবিত্র কুসুম দিয়া, পবিত্র পুকুরে ;
কে আসে পূজিতে তোমায় দিন দুপ্রহরে।
এসেছে গো লীলাবতি! তোমারি সন্তান ;
করো না জননি তার সজল নয়ান।
স্বামির প্রেমের ভাগী হলে অন্য জন ;
নিশ্চয় হইবে তাহা কে করে বারণ।
এমন চিন্তার সদা হউক বিনাশ ;
সতিনী সবার যেন হয় সর্ব্বনাশ।
একই অধিক বর মাগি যে তোমায় ;
ত্বরা করে দেহ মোরে সুন্দর তনয়।”

ইহা শুনিয়া, আচার্য্যপত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে আপনি এই কথা বলিতেছেন যে, বালিকারা কেবল এই ধর্ম্মই শিক্ষা করে ;' কিন্তু ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবিতে পারে না।”

প্রসন্ন কহিলেন, “হাঁ, ইহা ব্যতীত তাহাদের আর কিছু ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না। বলিতে আমার লজ্জা হয়।

বোধ হয়, ইংলণ্ডীয় বালিকাদের শিক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার।”

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, “স্বতন্ত্র প্রকারের কথা বলিতেছেন! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন,তাহাই যথার্থ।” এই কথা বলিতে২ পিতৃগৃহ, ও মৃত পিতা মাতাকে স্মরণ হওয়াতে, তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। স্বর্গগত পিতা মাতার সন্তান হইয়াছি, মনে করিয়া, একেবারেই তাঁহার সুখ দুঃখ আবির্ভূত হইল। প্রসন্ন তাঁহার উত্তেজিত ভাব দেখিয়া, এক্ষণে ইহাঁর মন বাল্যকালের প্রতি ধাবিত হইয়াছে; সেই বিষয় আলোচনা করিলেই, ইনি সন্তুষ্ট হইবেন, এই বিবেচনা করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারও ইংরাজস্ত্রীদিগের বাল্য ইতিহাস জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। অতএব বলিলেন, “আপনি যে স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।”

আচার্য্যপত্নী প্রসন্নের তাদৃশ প্রশ্নে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া বলিলেন, “বাবু, আপনি জানেন, আমার সন্তান নাই; সুতরাং ইংরাজ বালকের শিক্ষাপ্রণালী জানাতে আমার বিশেষ কোন উপকার দর্শে নাই। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি কেবল বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ও লোকের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিয়া কাল যাপন করিতেছি। আপনি অনুমতি করিলে, আমি কি প্রকারে আপনার বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিতে পারি। বাবু, আপনাকে বলিতে কি, আমার সেই সমুদায় কথা, সেই সমুদায় বিশুদ্ধ উদাহরণ

ও সেই সমুদায় নীতিগর্ভ শিক্ষা মনে হইলে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। বোধ হয়, আমি যেন তৎকালে স্বর্গে বাস করিতাম। চারি বৎসর বয়সের সময়হইতে যাহা২ ঘটিয়াছে, তাহা আমার স্মরণ আছে। প্রথম আমার মনে হয়, এক দিন আমি অনেক স্ত্রী ও পুরুষের সহিত একটী সুন্দর উদ্যানে বেড়াইতে২ জনেক বন্ধুর ভবনে নিমন্ত্রণে যাইতেছিলাম। তখন আমার বয়স অল্প, সুতরাং অনেক চেষ্টা করিলেও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত চলিতে পারিলাম না। আমি বার২ পতিত হইতে লাগিলাম। কখন আমার পাদুকার মধ্যে কুরুই প্রবেশ করিতে লাগিল, কখন গোলাপ গাছের কণ্টকসমূহে বস্ত্র আবদ্ধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে এক জন আচার্য্য আসিয়া বলিলেন, 'বাছা! আমি দেখিলাম, তুমি অন্যের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। এস আমরা এই ঘাসের মধ্য দিয়া যাই। তুমি আস্তে২ চলিলেও, অন্যান্য লোকের ন্যায় আমরা শীঘ্র তথায় পৌঁছিব।'

"এই কথা বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন, এবং তাঁহাতে ও আমাতে একসঙ্গে চলিলাম। আমি অল্পবয়স্ক হইলেও, তিনি আমার নিমিত্তই আপনার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিলেন, ইহা বুঝিতে পারিলাম। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'আপনি আমার সঙ্গে আসিতেছেন কেন? আপনি বাবার সঙ্গে উত্তম কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, আপনি আমার সঙ্গে আসাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।'

"তিনি কহিলেন, 'বাছা! আমি কিছুই দুঃখিত হই

নাই, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমিও বড় হইলে, অন্যের সাহায্য করাতে যেমন সুখ, সেরূপ সুখ আর কিছুতেই নাই, ইহা জানিতে পারিবে। আমার স্মরণ হয়, আমি প্রথমতঃ গুরুর নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এবং উহা কখন বিস্মৃত হই নাই।”

প্রসন্ন এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন; “আহা! যে বালকেরা গুরুর নিকট ঈদৃশ উপদেশ প্রাপ্ত হন তাঁহারা কেমন সৌভাগ্যশালী! আমাদের বাটীতে গুরুর আগমন হইলে, পিতা বিরক্ত, বালকগণ অন্তরালে পলায়িত, ও মাতা ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হন। গুরু যে কেবল অর্থলোভেই আইসেন, মাতা তাহা জানেন। অর্থ থাকুক বা না থাকুক, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দিতে হইবে। সে যাহা হউক, আপনি বলুন।”

আচার্য্যপত্নী বলিলেন,“আমি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তথাকার স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষবাসী ইউরোপীয় স্ত্রীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীন। এদেশ উষ্ণপ্রধান হওয়াতে, আমাদিগকে কারারুদ্ধের ন্যায় থাকিতে হয়। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালিদের সঙ্গে থাকিতে২ আমাদেরও তাঁহাদের ন্যায় অযথোচিত ও অন্তঃপুরবাস অভ্যাস পাইয়াছে। ইংলণ্ডে ‘আমরা পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন, ও সুখে বাস করি।’ আমরা তথায় সেই রূপ সুখেই বাস করিয়া থাকি। আমরা জনতাকীর্ণ লণ্ডন নগরে বাস করি বটে, কিন্তু আমার মাতা প্রতি বিশ্রামাহে আমাকে ও ভগিনীকে হস্তে ধরিয়া, বহু লোকাকীর্ণ পথের মধ্য দিয়া, ভজনালয়ে যাইতেন। কোন ব্যক্তি

আমাদিগকে কিছু উপদ্রব বা একটীও কথা কহিতে সাহস করে নাই; কোন মাতাল বৎসরের মধ্যে দুই এক দিন তাদৃশ ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিলে, আমার মাতার দৃষ্টিপাতমাত্রেই তাহাকে নিরস্ত হইতে হইত। এই রূপ স্বাধীনতা থাকাতেই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বিলক্ষণ সাহসী হন, ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন। আপনাদের অন্তঃপুরবাসী মহিলাগণের সেরূপ করিবার উপায় নাই। আমরা উপাসনালয়ে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করি, তাহা কেমন বিশুদ্ধ ও পবিত্র। এবং যে প্রার্থনা শুনা যায়, আপনি যে প্রার্থনার কথা কহিলেন, তাহাহইতে তাহা অত্যন্ত বিভিন্ন। মনুষ্যের অমঙ্গল অভিলাষ করা দূরে থাকুক, আমরা সকলকেই প্রেমবাহুতে আলিঙ্গন করিতে উপদিষ্ট হইয়া থাকি। ঈশ্বরকে আমাদের ভাবি অদৃষ্টের বিষয় আদেশ করিবার পরিবর্ত্তে আমরা উপদেশকদিগের প্রমুখাৎ ইহাই শিক্ষা পাইয়া থাকি যে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়িক অবস্থাই আমাদের পক্ষে হিতকর। আমি যেন জননী হই, এই প্রার্থনা, আমার বোধ হয়, ইউরোপীয় বালিকাগণের অন্তঃকরণে কখনই উদিত হয় না। পিতা মাতার স্নেহ ও পুস্তকপাঠ ও স্ব২ কার্য্য, এই সকলেই তাহাদের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ থাকে।”

প্রসন্ন কহিলেন, “বাঙ্গালির সন্তানেরা বাল্যকালহইতে আপন২ মাতার নিকটেই বিবাহ ও তাদৃশ জঘন্য বিষয়ের উপদেশ পায়। আমি কল্য, দেখিলাম, প্রচারকের স্ত্রী আপনার একবৎসরের সন্তানকে জন্তুগণের শব্দ অনু-

করণ করিতে শিখাইতেছেন। তাহা দেখিয়া, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। হিন্দু জননীরা হইলে, বলিতেন, 'খুঁকি! বল্ দেখি, তোর স্বামীগৃহহইতে তোকে লইতে লোক আসিলে, কেমন করিয়া কাঁদিবি। তোর স্বামী যে মাকড়ি দিবে, তাহা কোন্ কাণে পরিবি, আমাকে দেখা।' বালিকারা এই রূপ কথাবার্ত্তায় অল্প বয়সেই পাকিয়া উঠে। হায়! কি দুঃখের বিষয়!"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "হাঁ, ইংরাজমাতারা ঈদৃশ কথাবার্ত্তা কহেন না বটে, কিন্তু আপনি দেখুন, তাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কহিবার অন্যান্য অনেক বিষয় আছে। হিন্দু মাতাদের কিছুই নাই। হিন্দু মাতাদিগকে নিন্দা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই সকল স্মরণ করিতে হইবে। আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, আমার মাতা আমাকে প্রায় সমুদায়ই শিখাইয়াছিলেন। পিতা মাতা আমেরিকায় যাওয়াতে, আমি দুই বৎসরমাত্র বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলাম।"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরাজস্ত্রীরা কেমন করিয়া সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার সময় পান, তাঁহারা কি তবে কোন গৃহকার্য্য করেন না?"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "হাঁ বিশিষ্ট স্ত্রীলোক ব্যতীত সকলেই গৃহকার্য্য করিয়া থাকেন। কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন ষোল ঘণ্টা পাওয়া যাইতে পারে, উহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে, অনেক কার্য্য করা যায়। আমি সময়ে২ আপনাদের অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি। এক দিন তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে

একটী সূচিকর্ম্ম দিয়া, এক সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত করিতে বলিয়া আসি; অনন্তর পুনরায় গিয়া দেখিলাম, কয়েকটী রেখামাত্র হইয়াছে। না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, "অনেক কর্ম্ম ছিল" এই আপত্তি করা হইল। ফলতঃ তাঁহারা চুল আঁচড়াইয়া, ঘুমাইয়া, গল্প করিয়া সময় ক্ষেপ করেন। ইংরাজস্ত্রীরা দিনের মধ্যে কত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন না। ভারতবর্ষে লোকেরা যেমন প্রত্যূষে উঠেন, ইংলণ্ডে সেরূপ সময়ে উঠেন না। তথাপি আমার মাতা নয়টার মধ্যে আমাদের প্রাতরাশ প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কেবল দুটী পরিচারিকা ছিল। পরে আমরা বড় হইলে, আমার ও আমার ভগিনীর প্রতি ঐ কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। পূর্ব্বোক্ত সময়ে আমাদের আট ও দশ বৎসরমাত্র বয়স্ হইয়াছিল। প্রাতরাশের পর এক ঘণ্টা অন্যান্য গৃহকার্য্যে ব্যয়িত হইত। আমাদের দেশের রীতি অনুসারে কশাই, রুটিওয়ালা ও মৎস্যবিক্রেতারা আসিয়া, কি ২ লইতে হইবে, জানিয়া যাইত। ইহাতে বাটীর কর্ত্তা বা কোন চাকরকে বাজারে যাইতে হইত না। যাহা ২ লইতে হইত, মাতা তাহাদিগকে তাহা বলিতেন। কতিপয় মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমুদায় আনীত হইত। সেখানে সমুদায় কার্য্যই সত্বর সম্পন্ন হইয়া থাকে। আহার প্রস্তুত করিবার সমুদায় সামগ্রী আহৃত হইলে, আমার মাতা আমাদিগকে নিশ্চিন্ত ভাবে পড়াইতে বসিতেন; ওদিকে দুই পরিচারিকা আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত। মাতা স্বয়ং স্বল্পশিক্ষিতা হইলে আমাদিগকে অবশ্য বিদ্যালয়ে

যাইতে হইত। আমরা ধনী ছিলাম না, সুতরাং তিনি স্বয়ং সূচিকর্ম্ম ও কাপড় ইস্তিরি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া আমাদের লেখা পড়ার ব্যয়ের অর্থ বাঁচাইতেন। কিন্তু সুশিক্ষিতা হওয়া প্রযুক্ত তিনি তাহা না করিয়া, পরিচারিকাদ্বারা সেই সকল কার্য্য করাইয়া, স্বয়ং আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। আমার স্মরণ হয়, স্বামী ও সন্তানগণের সুখের নিমিত্ত কোন কার্য্য স্বয়ং করিবার আবশ্যক হইলে, তিনি গৃহকার্য্য অবহেলা করিতেন না। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী প্রযুক্ত গৃহকর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চাই তাঁহার অধিক ভাল লাগিত।"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মাতা আপনাকে কি শিক্ষা দিতেন। ইংরাজস্ত্রীদিগের পক্ষে কি২ বিষয় শিক্ষার উপযোগী, আমি সেই সকল অবগত হইতে অভিলাষ করি।"

আচার্য্যপত্নী এই কথা শুনিয়া, হাসিতে২ কহিলেন, "আমার বোধ হয়, যাঁহার যে বিষয় শিখিবার বুদ্ধি ও ক্ষমতা থাকে তিনি সেই বিষয় শিক্ষা করেন। আমরা তো সেই রূপ শিক্ষিত হইয়াছিলাম। সুশিক্ষিত ইংরাজস্ত্রীমাত্রই ধর্ম্মপুস্তক, ইতিহাস, ব্যাকরণ, ভূগোল ও পাটীগণিত উত্তমরূপে জানেন। আর অধিক শিখিতে হইলে, যাঁহারা যে বিষয় অধিক ভাল বাসেন, বিজ্ঞ শিক্ষকেরা তাহা বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদিগকে তাহাই শিখিতে বলেন। আমার ও আমার ভগিনীর প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি তৌর্য্যবিদ্যা উত্তম রূপে শিখিয়াছিলেন। আমি একটী স্বরও শিখিতে পারি নাই। আমি ইংরাজি

ব্যতীত আর দুটী ভাষা বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় অতি সহজে শিখিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ফরাসি ভাষার ক্রিয়াপদ গুলিও শিখিতে পারেন নাই। তিনি চিত্রকর্ম্ম অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; কিন্তু কোন প্রকারের শিল্প-কার্য্য আমার ভাল লাগিত না। আমি সাহিত্য ভাল বাসিতাম। বহু বিদ্যা অসম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না করাইয়া আমরা যাহা শিখিতাম তাহার উত্তমরূপে শিক্ষা হয় মাতার এই উদ্দেশ্য। এই রূপ শিক্ষা করিতে, প্রত্যহ আমাদের তিন ঘণ্টা করিয়া লাগিত। মধ্যাহ্নের আহারের পূর্ব্বে বেড়াইতে যাইতাম। আমার পিতা সাহিত্যব্যবসায়ী, প্রায়ই ঘরে থাকিতেন, তাহাতে প্রতি-দিন আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া, বেড়াইতে যাইতেন। হায়! আমরা পিতার সঙ্গে কেমন সুখে বেড়াইতাম! প্রাতে যাহা পাঠ করিতাম, সেই সকল বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইত। তাহাতে আমরা যে২ বিষয় সুবিদিত জ্ঞান করিতাম তিনি প্রখর বুদ্ধিদ্বারা সেই সকল বিষয় আ-লোকময় করিতেন। তিনি যাহা পড়িতেন, কখন২ আমাদিগকে তাহারও বৃত্তান্ত বলিতেন। কখন বা দোকানের সামগ্রী লক্ষ করিয়া শিল্পবিদ্যাবিষয়ক কথা কহিতেন। সর্ব্বদা প্রগাঢ় বিষয়ে আমাদের কথোপকথন হইত না। ফলতঃ আমরা সকল বিষয়েই কিছু২ জ্ঞান লাভ করিতাম। যদি মাতার শিক্ষাও না পাইতাম তথাপি বোধ হয়, কেবল বেড়াইতে২ পিতার নিকট যে সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইত।”

প্রসন্ন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,

"যুবতী দুহিতারাং পিতার সহিত প্রকাশ্য পথে বেড়াইতে গেলে, কেহ কিছু মনে করিত না?"

আচার্য্যপত্নী কহিলেন, "মনে করার কথা বলিতেছেন! কেহই কিছু মনে করিত না। যুবতী স্ত্রীরা পিতা বা ভ্রাতার সহিত ইংলণ্ডের সকল রাস্তাতেই নিরাপদে বেড়াইতে পারেন।"

প্রসন্ন বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনারা যে সময়ে বেড়াইতেন, সেই সময়ে আপনাদের মাতা বিশ্রাম করিতেন।"

"আচার্য্যপত্নী কহিলেন, বাবু! তাহা কোন প্রকারেই হইত না। আমার মাতা বলিতেন, স্ত্রীলোকের সহস্র কর্ম্ম। কি গৃহ, কি স্বামী, কি সন্তানগণ, কি দীনহীন লোক, কি ভজনালয়, কি বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে সকলেরই তত্ত্ব লইতে হয়। যে স্ত্রীলোক যথাবিধি এই সমুদায় কার্য্য না করিতেন, তিনি তাঁহাকে দূষ্য মনে করিতেন। যে সকল স্ত্রীলোক স্ব২ মনোনীত কর্ম্ম ব্যতীত, আর কিছুতেই সময় ক্ষেপণ না করেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা কোন্ ভরসায় ঈদৃশ ব্যবহার করেন, আমার মাতা ধীর ভাবে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। যাহা হউক, আপনাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে এই দোষ নাই। হইলেও, এক প্রকার ভাল হইত। কোন কাজ না করিয়া, বসিয়া থাকা অপেক্ষা, এই দোষও ভাল। কিন্তু ইংলণ্ডে এই দোষ দিন২ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কোন২ স্ত্রীলোক আপনাদের সন্তানগণের লালন পালনে সমুদায় সময় ব্যয় করেন। ধর্ম্মালোচনা বা লোকের সহিত আ-

লাপ করিতে তাঁহাদের কিছুই সময় থাকে না। কোন২ স্ত্রী দরিদ্রগণের হিতসাধনে, বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্পাদনে, অথবা প্রচারকার্য্যের নিমিত্ত দাতব্য সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা বিদেশীয় আত্মীয়বর্গকে পত্র লিখিতে এক ঘণ্টাও অবসর পান না, অথবা পরিবারের মধ্যে এক দিন আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন না। তাঁহারা ঈদৃশ ব্যবহার করিয়াও অনায়াসে আত্মপ্রসাদ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন, "আমরা মহৎ কার্য্য করিতেছি, অন্যমনা হইতে পারি না।" তাঁহারা স্বয়ংই সেই ২ কার্য্য মনোনীত করিয়াছেন; অর্থাৎ ঈশ্বর তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করেন নাই, অতএব নিহিমীয়ার ন্যায় "আমি না করিলে ঐ কার্য্যের ক্ষতি হইবে," তাঁহাদের কার্য্য বিষয়ে তাঁহারা এমত ভাব ধারণ করিতে পারেন না। আমার মাতা এ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সামাজিক ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। প্রত্যেক কার্য্যের নিমিত্ত প্রচুর সময় পাইতেন। তিনি কার্য্যতঃ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন না করিয়া, বা কোন সমাজে না গিয়া, থাকিতে পারিতেন না। অতএব আমরা যখন বেড়াইতে যাইতাম, তখন প্রতিবাসী দরিদ্রেরা কে কেমন আছে, তাহা দেখিতে যাইতেন। কখন বা কোন বন্ধুর বাটীতে গিয়া কিঞ্চিৎকাল আলাপ করিতেন। কখন বাটীতে থাকিয়া দূরস্থ বান্ধবদিগকে পত্র লিখিতেন। ফলতঃ তিনি কদাচ আলস্যে কালক্ষেপ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "সুস্থ স্ত্রীলোকের পক্ষে আট ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট" এবং যেমন করিয়া সময় বিভাগ

কর না কেন, দিবসের মধ্যে আরও কিঞ্চিৎ অবসর পাওয়া যাইতে পারে।"

প্রসন্ন বিস্মিত হইয়া, বলিলেন; "ইংরাজ স্ত্রীরা এক দিনে যত কাজ করেন, আমাদের স্ত্রীলোকেরা এক সপ্তাহেও তাহা করিতে পারেন না।"

আচার্য্যপত্নী কহিলেন, "আপনি যে এমন কথা বলিবেন, আমি অগ্রেই জানিতাম; কিন্তু এখনও অর্দ্ধদিনের কার্য্য আপনার শুনিতে অবশিষ্ট আছে। ভাল, এখন আমি গল্প সমাপ্ত করি। অনন্তর আমরা তিন্‌টার সময় ফিরিয়া আসিয়া, আহার করিতাম। পিতা মাতা দশটা এগারটার ন্যূনে শয়ন করিতেন না; সুতরাং কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, পাঁচ ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকিত। মাতা নানা প্রয়োজনীয় কার্য্যে এই সময় ব্যয় করিতেন। তিনি এক দিন বৈকালে আমার ভগিনীকে সঙ্গীত শিখাইতেন, এবং দ্বিতীয় দিন বৈকালে আমাকে ফরাসি বা জর্ম্মন্‌ভাষা পড়াইতেন। এই রূপে সাড়ে ছয়টা অতিবাহিত হইত। তৎপরে তিনি সূচের কাজ করিতেন। পিতা পুস্তক আনিয়া তাঁহার সহিত বসিয়া পড়িতেন, ও উভয়ে তাহা আলোচনা করিতেন। এই সময়ে আমরা নিদ্রা যাইতাম। তাঁহারা একাকী থাকিলেই, এই রূপ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট কোন২ সময়ে দুই এক জন আগন্তুক আইলে তাঁহারা পুস্তক রাখিয়া, উপকারজনক মিষ্টালাপে সন্ধ্যাকাল ক্ষেপণ করিতেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে ঈশ্বরের উপাসনা হইত। ঈশ্বরপ্রসাদে প্রতিদিনই আমাদের সুখে অতিবাহিত হইত।"

প্রসন্ন এই সমুদায় শুনিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হায়! অন্যান্য হিন্দু পরিবার অপেক্ষা তাঁ-হাদের পরিবার অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও, তাহার দৈনিক ইতিহাস এই বর্ণনা অপেক্ষা কত বিভিন্ন ছিল! তাঁ-হার ও নবের লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলে, বাটীর আর কে পড়িতে ভাল বাসিতেন; আহার প্রস্তুত ও ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক সামান্য বিষয় ব্যতীত, কে আর কি কর্ম্ম করি-তেন? হিন্দুরা অনেকে একত্র বাস করিয়া থাকে, কখন২ ত্রিশ চল্লিশ জন একত্র থাকে, কিন্তু ইহারা কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, অধিকাংশ সময় বৃথা গল্পেই ক্ষেপ করিয়া থাকে। প্রসন্নের স্বজাতীয় রীতি নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ ছিল না। তিনি এক বাটীতে কেবল স্ত্রীপুত্রসঙ্গে বাস করা, নিতান্ত কষ্টকর বিবেচনা করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন; "আপনি যেরূপ বর্ণন করিলেন, সর্ব্বদা কি এই রূপ ঘটিয়া থাকে?"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "হাঁ প্রায় সর্ব্বদা এই রূপ হইয়া থাকে। আপনার পরিবারের ভরণ পোষণে সমর্থ না হইলে, পুরুষে বিবাহ করেন না। বালিকা অবস্থায় কাহারও বিবাহ হয় না; সচরাচর বিংশতি বৎসর বয়স না হইলে বিবাহের রীতি নাই; সুতরাং শ্বশ্রূর যত্ন ব্যতিরেকে তিনি একাকিনীই উত্তম রূপে সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন।"

প্রসন্ন কহিলেন, "পিতা মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে পরিত্যাগ করিয়া. পুত্রদিগের কেবল স্ব২ স্ত্রীকে লইয়া বাস করা কি উচিত?"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "হাঁ তাহা উচিত নয় বটে, কিন্তু ঈদৃশ ঘটনা প্রায় ঘটে না। তথায় প্রায়ই একটী অবিবাহিতা কন্যা থাকেন; তিনি পিতা মাতার সহিত বাস করিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা করেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স্ না হইলে, তাদৃশ শুশ্রূষার আবশ্যক করে না; এবং সেবার প্রয়োজন হইলে, অবশ্যই সম্পাদিত হয়। বিধবা মাতা আপনার ভরণ পোষণে অসমর্থ বা একাকিনী থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে, পুত্রের সহিত বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম এই ইংরাজ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকেরই ভিন্ন বাটী থাকে।"

প্রসন্ন অবিবাহিতা কন্যার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি একটী কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি বলিতেছেন, ইংলণ্ডে কোন স্ত্রীলোকেরা যাবজ্জীবন অবিবাহিতাও থাকেন?"

আচার্য্যপত্নী উত্তর করিলেন, "অনেকে অবিবাহিতা থাকেন।"

প্রসন্ন কহিলেন, "তাহা হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তো করা হইল না।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "আমিও উহা অস্বীকার করি না। ইংলণ্ডে বহু বিবাহ করিবার নিয়ম নাই; বিশেষতঃ পুরুষেরা সর্ব্বদা বিদেশে গিয়া বাস করেন। সুতরাং স্বামী পাওয়া কঠিন।"

প্রসন্ন কহিলেন, "আমাদের মধ্যে উহা অত্যন্ত অদ্ভুত বোধ হয়। আমার মাতা ঈদৃশ ব্যবহার দেখিলে, যাহা বলিতেন, তাহা ভাবিলে, আমার বিস্ময় হয়। আমি

অদ্ভূত লোকের মধ্যে আসিয়াছি, বোধ হয়, তিনি এই রূপ বোধ করিতেন। ভিন্ন জাতির সহিত মিশিলে ও তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে, আমরা যে নিয়মানুসারে চলি; জগতের সকল লোকেই সেই নিয়মানুসারে চলিয়া থাকে, এই ভ্রম দূরীভূত হয়। বিশেষতঃ অধিকতর উপকার এই, যে আমাদের মতই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই অভিমান থাকে না।"

আচার্য্যপত্নী বলিলেন, "আপনি যথার্থ কথা বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভিন্নজাতির সহিত মিশিলে, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব থাকে না। আমি হিন্দু পরিবারের মধ্যে যাতায়াত করিবার পূর্ব্বে ভাবিতাম, যে তাহারা যেরূপে বাস করে, তাহাতে বোধ হয়, দিবা রাত্র কলহ করিয়া থাকে, কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম গিয়াছে। অধিক কি! আমি দেখিয়াছি, সপত্নীরাও আপনি যেরূপ বলিলেন, পরস্পরের প্রতি সেরূপ শাপ না দিয়া, পরম সৌহার্দ্দে কালক্ষেপ করে।"

প্রসন্ন কহিলেন, "তাহারা সময়ে২ ভয়ানক বিবাদ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, সাধারণতঃ ধরিলে, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আপনাদের স্ত্রীরা তাদৃশ অবস্থিতা হইলে, যেমন থাকিতেন, তদপেক্ষা ইহাঁরা অধিক ভাল থাকেন। আমাদের স্ত্রীরা অতি সহজে বশীভূত হয়। যাহা হউক, তাহাদের চরিত্র, আপনাদের স্ত্রীদের চরিত্রের ন্যায় উদাহরণস্থল হইতে পারে না।"

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে অপর

ভদ্র লোক দুটী গমনোদ্যত হইলে, আচার্য্য নিজ ব্যবহারানুসারে সকলের পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পঠিত হইল। অনন্তর সকলে জানুপাতন করিলে, আচার্য্য একটী প্রার্থনা করিলেন। সকলেরই অন্তঃকরণ তাহাতে মিলিত হইল। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট সচরাচর যাদৃশ প্রার্থনা হইয়া থাকে, কেবল যে সেই রূপ প্রার্থনাই হইল, এমন নহে; প্রত্যেকের আপন ২ অবস্থার উপযোগী প্রার্থনাও হইল। প্রসন্ন মনে ২ ভাবিলেন, "আমার আত্মীয়বর্গ এই রূপ প্রার্থনা শুনিলে, ও ইহার গুণ অনুভব করিলে, আর অজ্ঞের ন্যায় মন্ত্র পাঠ করিতেন না। হায়, তাঁহারা সেই মন্ত্রের কিছুই বুঝিতে পারেন না।" প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, সকলে স্ব ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রসন্ন আর কখন এরূপ সুখে সায়ংকাল অতিবাহিত করেন নাই।

কিছু দিন গত হইলে, প্রসন্নের অপ্রফুল্লতা ও বাটীর নিমিত্ত চিন্তা ক্রমে ২ দূর হইল। তিনি সর্ব্বদা আচার্য্যের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন সায়ংকালে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশেষ পাঠ শিক্ষা করিতেন, তদ্ভিন্ন অন্যান্য সময়েও আচার্য্যের বাটীতে যাইতেন। তিনি তথায় গমন করিলেই, আচার্য্যপত্নী তাঁহাকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিতেন, এবং কামিনীর বিষয়ে এমন ২ উৎসাহ সম্বলিত বাক্যে কথোপকথন করিতেন যে, কামিনী সময়ক্রমে খ্রীষ্টান্ হইবেন, প্রসন্নের মনে প্রকৃতই এরূপ ভাব উদিত হইত। যাহা হউক, আচার্য্য ও

তাঁহার পত্নী ইংরাজ ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা প্রসন্নের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। দেশীয় খ্রীষ্টানেরাই তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া উঠিলেন; দিন২ তাঁহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

প্রসন্ন ব্রাহ্মণ হওয়াতে, নূতন ধর্ম্মে জাতিভেদ নাই বলিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন অনুভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার সেরূপ হয় নাই। তিনি একেবারে জাতিভেদ না থাকাই ন্যায়ানুগত ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিতেন। ইতিপূর্ব্বে নীচজাতিরা তাঁহার প্রসাদ খাওয়া গৌরব, তাঁহার আশীর্ব্বাদ অপরিসীম অনুগ্রহ, ও কেহ২ তাঁহার পাদোদক পান মহৌষধি বোধ করিত। এখন সেই সকল রহিত হইল। সকলেই তাঁহার প্রতি মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল, স্বভাব, ব্যবহার ও বিদ্যা ভদ্রলোকের মত হওয়াতে, তিনি মনুষ্যের ন্যায় সম্মানিত হইলেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া, তাঁহাকে আর কেহই সম্মান করিত না। তিনি আপনার সহোদর সূর্য্যের ন্যায় শিক্ষিত হইলে, জনসমাজে নীচ শূদ্রদিগের অপেক্ষা অধঃপতিত হইতেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যে আহারের ভেদাভেদ নাই; যিনি যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই ভোজন করিতেন। যাহাতে যাঁহার ইচ্ছা হইত না তিনি তাহা ভক্ষণ করিতেন না। এই ধর্ম্মে যেমন কোন আহারের নিষেধ নাই সেই রূপ কোন দ্রব্য অবশ্যই আহার করিতে হইবে বলিয়া বিধিও নাই। হিন্দুরা এই বিষয়ে কত অলীক অনুমান করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই সমভাবে নিরীক্ষণ করেন।

2 E 2

সকলেই এক বংশহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এবম্বিধ বিশ্বাস থাকাতেই, কোন খ্রীষ্টান্ পরজাতি বা কোন নীচজাতির রান্না খাইব না বলিতে সাহসী হন না। সেই অপমান মনুষ্যের প্রতি করা হয় না, আপনার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকেই করা হয়, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে; কোন বস্তু ভক্ষণ করিলে, লোক অপবিত্র হয় না। দুশ্চিন্তা, পুত্তলিকাপূজা ও চৌর্য্য প্রভৃতি আন্তরিক দুষ্কর্ম্মেই লোক অপবিত্র এবং জনসমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হয়। এই মত প্রসন্নের কুসংস্কারের বিরোধী হইলেও, তিনি ইহা অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

প্রসন্ন এক দিনেই এই সংস্কার লাভ করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, রামদয়ালের বিবাহের সময়েই তাঁহার এই সংস্কার দৃঢ় হইয়া উঠে। রামদয়াল এক দিন প্রাতে আসিয়া, আপনার বিবাহে প্রসন্নকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রসন্ন চারি মাস খ্রীষ্টান্দের মধ্যে বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখন খ্রীষ্টানের বিবাহ দেখেন নাই, এবং উহা কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাহার অনুসন্ধানও করেন নাই; অতএব চমৎকৃত হইয়া বলিলেন; "রামদয়াল! তুমি বিবাহ করিবে, কাকে হে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখানে যে সকল ভদ্র খ্রীষ্টান্ আছেন, তাঁহাদের কন্যাগুলি নিতান্ত বালিকা; আমার বোধ হয়, তুমি অন্যত্র কন্যা অন্বেষণ করিয়াছ।"

রামদয়াল হাসিতে২ বলিলেন, "না, এখানেই কন্যা

আছে। বোধ হয়, আমি যে কন্যাকে মনোনীত করিয়াছি, তুমি তাহার কথা শুনিলে, অত্যন্ত বিরক্ত হইবে। এমন কি! তুমি এখন আমার প্রধান সুহৃদ্ হইয়াও, আমার সহিত সৌহার্দ্দ্য পরিত্যাগ করিবে।”

এই কথা শুনিয়া, প্রসন্ন কহিলেন, “তুমি কেবল আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত করিতেছ। অমুককে তো বিবাহ করিবে না।”

রামদয়াল নাম না শুনিয়া কহিলেন, “কাহার নাম করিয়াছ। স্পষ্ট করিয়া বল, তুমি বুঝি প্রকৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছ।”

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, “অনাথবিদ্যালয়ের কোন বালিকাকে ত নয়? না রামদয়াল, না! তাহা কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নয়।”

রামদয়াল বলিলেন, “সম্ভাবনা নয় কেন? তাহাই হইয়াছে। খ্রীষ্টান্‌দের মধ্যে বাজি রাখিবার প্রথা থাকিলে, তুমি যে তিন মাসের মধ্যে আমার কার্য্য ন্যায়ানুগত বলিয়া, স্বীকার করিবে, এ বিষয়ে আমি দশগুণ অধিক বাজি রাখিতাম।”

প্রসন্ন কহিলেন, “ভাল, রামদয়াল! ক্ষণকাল বিবেচনা কর। সে কি জাতি? আমরা শুনিয়াছি, ঐ সকল বালিকা অতি দরিদ্রা ও অনাথা, উহারা পশ্চিমাঞ্চলের কোন দুর্ভিক্ষহইতে মুক্ত হইয়া আনীত হইয়াছে। তাহাদের মাতা পিতা ডোম্ কি মুচি, আমরা তাহা কিছুই জানি না।”

রামদয়াল বলিলেন, “তাহার মুখশ্রী ও গৌর বর্ণ দেখিলে, আমার কোন প্রকারেই ঐরূপ বোধ হয় না।

হইলেই বা ক্ষতি কি? আমি তাহার পিতামাতাকে বিবাহ করিতেছি না। বিশেষতঃ তাহারা মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের কন্যাকেই বিবাহ করিতেছি। সে কন্যাটী যেমন সচ্চরিত্রা, গুণবতী ও সুন্দরী, তদপেক্ষা আর কাহাকেও দেখিবার প্রত্যাশা থাকে না।”

প্রসন্ন কহিলেন, “ও! তবে আমি বুঝিয়াছি; যে বালিকাটী গিরিজাতে স্ত্রীলোকদিগের পানে দ্বিতীয় বেঞ্চে বসে, তাহার নাম সুশীলা। কেমন সেই বালিকাটী না?”

রামদয়াল বলিলেন, “হাঁ, সেইটীই বটে।”

“হাঁ, সে সুন্দরী বটে, কিন্তু ভাব দেখি, ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতেছে, কিন্তু কাহার কন্যা, কেহ তাহা জানে না। যাহা হউক, ভাই! আমার কথা বলিতেছি, ঈশ্বর আমার কামিনীকে দেন, ভালই। নতুবা প্রোটেষ্টণ্ট সন্ন্যাসীদের যে দশা, আমারও সেই দশা। আমি খ্রীষ্টান্ হইয়াছি, হইয়াছি। তাই বলিয়া, শোণিত দূষিত করিব কেন?”

রামদয়াল শিরঃকম্পনপূর্ব্বক বলিলেন, “তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিও। এখন বিবাহের সময়ে উপস্থিত হইতে, ব্রাহ্মণত্বের বিষয়ে তোমার কোন বাধা আছে কি না?”

প্রসন্ন কহিলেন, “আমি অবশ্য যাইব। আমার কৌতুক দেখিবার ইচ্ছা আছে। ভাল; রামদয়াল! তুমি যে ইংরাজি স্ত্রীকবির গ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ করিয়াছ, তিনি যেমন একটী বিবাহের বর্ণন করিয়াছেন, তদনুসারে বিবাহের আয়োজন করিতেছ না কি? তিনি বর্ণন করিয়াছেন—

"সেণ্টজাইলসের অর্দ্ধেক লোক ঊর্ণাবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্বর্ণবস্ত্রান্বিত সেণ্টজেমসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রিত হন।

"ভাল, রামদয়াল! বালিকারা যেখানে একত্র বসিয়া আহার করে, বাবুরা কি সকলে সেই স্কুলের মাঠে কন্যার বয়স্যাদের সহিত আহার করিবেন?"

"না, তুমি ভারি উত্তেজক। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু কন্যাটী আমাকে বলিয়াছে যে, তাহারা স্বতন্ত্র আহার করিতেই ভাল বাসে। দেখ, সেই ডোমের মেয়েদের বোধাবোধ আছে। কিন্তু তাহারা আমাদের সঙ্গে আসিতে চায় না,এখন আমি প্রধান প্রচারকের বাটীতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। তাঁহার স্ত্রী অনুগ্রহ করিয়া, এই কর্ম্মের ভার লইয়াছেন। কিন্তু আমি তোমার নিকট এমন অঙ্গীকার করিতে পারি না, যে সকল নিমন্ত্রিতেরাই কেবল ব্রাহ্মণ হইবেন। কারণ সূর্য্য বাবু কাঁশারি, গণেশ বাবু বৈদ্য, এবং ত্রৈলোক্য বাবু"—

প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ২ তাহা জানি। তবু তাঁহারা শিক্ষিত ভদ্রলোক। আমরা খ্রীষ্টান্, অন্যান্য প্রভেদে কিছু যাবে আস্‌বে না।"

"উত্তম। প্রভেদ নাই বটে, তবু ডোমের মেয়াকে বিবাহ করিতে হইবে না। নাই করিলে। সুশীলার তুল্য কন্যা জগতে আর নাই। তাঁহাকে আমিই চাহি।" এই কথা বলিতে২ রামদয়াল আহ্লাদে লাফাইয়া গৃহহইতে বহির্গত হইলেন; এবং বিবাহের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক জন মিঠাইকরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

বিবাহের দিনে এগারটার সময় স্ত্রী পুরুষ ও অনাথ-বিদ্যালয়ের বালিকারা সকলে প্রায় ষাটি জন লোক ক্ষুদ্র ভজনালয়ে সমবেত হইল। সমুদায় প্রস্তুত হইলে, আচার্য্য রামদয়ালকে আপনার ও সভাস্থ সকলের সমীপে দাঁড়াইতে বলিলেন। এই সময়ে আচার্য্যপত্নী কন্যাকে লইয়া গিয়া, বর কন্যাকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিলেন। কন্যার বয়স্ প্রায় ষোল বৎসর। তিনি অতি বিনীত ও সুন্দরী। পরিধান একখানি শাটী। গাত্রে জরির কাজ করা একটী কসা পাটলবর্ণের কাঁচুলি ছিল। তাঁহার কেশ দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ, ও অতি প্রকৃষ্টরূপে বিনীত হইয়াছিল। রামদয়ালের কর্ম্ম কাজ ভাল ছিল। "কুমারীর পক্ষে অলঙ্কার, অথবা কন্যার পক্ষে পরিচ্ছদ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয় না," যিনি এই কথা লিখিয়াছেন, রামদয়াল আপনাকে তদপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ জ্ঞান না করিয়া, দেশের রীতি অনুসারে কতকগুলি স্বর্ণ অলঙ্কার ক্রয় করিয়াছিলেন। সুশীলা সেই প্রথম বার তাদৃশ অলঙ্কার পরিধান করিলেন। সেই অলঙ্কারগুলি তাঁহার অঙ্গে বিলক্ষণ সংলগ্ন হইল, এবং তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরো বর্দ্ধিত হইল। রামদয়াল সচরাচর যেমন পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, তাহাই করিয়াছিলেন। অধিকন্তু কেবল একখানি কাশ্মীরী শাল ছিল। তাঁহার এক খুড়া ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি অক্রোধ হইয়া, এই সময়ে বাৎসল্যচিহ্নস্বরূপ সেই শাল খানি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বিবাহ সংস্কার অতি সহজ। আচার্য্য বর কন্যাকে দেশীয় ভাষায় সম্বোধন

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি ঈশ্বর ও এই সাক্ষীমণ্ডলীর সমীপে পরস্পরকে যাবজ্জীবন দম্পতীরূপে স্বীকার করিতেছ, ও মৃত্যু না হইলে, পরস্পর পৃথক্ বা অন্য কাহারো প্রতি আসক্ত হইবে না? তাঁহারা উভয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "আমরা এই রূপই করিব।" অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে দম্পতী সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর যাহা একত্র করিলেন, দেখ যেন কোন মনুষ্য তাহা পৃথক্ না করে।" তৎপরে বিবাহসম্পার্কীয় সঙ্গীত একটী গান করা হইলে, আচার্য্য নবপরিণীত দম্পতীকে, "ঈশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল ও রক্ষা করুন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! তুমি সর্ব্বসময়ে ইহাদিগকে রক্ষা কর; ইহাদের প্রেম বৃদ্ধি কর, এবং অবিচ্ছিন্ন ও পবিত্র রাখ। এবং যদি তোমার ইচ্ছা হয় ইহাদিগকে সন্তান প্রদান কর, এবং তৎসহিত এমন সুমতি প্রদান কর, যেন ইহারা সেই সন্তানকে তোমার পথের পথিক করিবার উপযোগী শিক্ষা দেন।" এই সমুদায় কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা এক খানি নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল কথা মুখে বলা হইয়াছিল, ঐ নিয়মপত্রে তৎসমুদায় লেখা ছিল।

প্রসন্ন যে সকল কুৎসিত রীতিক্রমে আপনি বিবাহ করিয়াছিলেন, মনে২ তাহার সহিত এই বিশুদ্ধ পবিত্র বিবাহের তুলনা করিতে লাগিলেন। এই তুলনাতে খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ভক্তি আরো বর্দ্ধিত হইল। তিনি দিন২ উহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিবার নূতন২

বিষয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বর কন্যা ভজনালয়-হইতে প্রচারকের বাটীতে যাইতেছেন, এমন সময়ে প্রসন্ন পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তির কাণে২ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"মহাশয়! ইতিপূর্ব্বেই কন্যা বয়ঃস্থা হইয়াছেন; আমাদের মধ্যে যেমন এক বা দুই বৎসর পরে দ্বিতীয় সংস্কার হইয়া থাকে, ইহার আর তাহা আবশ্যক হইবে না।"

সেই ব্যক্তি বলিলেন, "না, অবশ্য না। আপনি জানেন, কিছু দিন হইল, রামদয়াল সেই ঘরটী লইয়া সাজাইয়াছেন। ভোজন হইবামাত্র তিনি সস্ত্রীক সেই ঘরে গমন করিবেন; দ্বিতীয় সংস্কারের আবশ্যক কি?"

"হাঁ আমিও তাহাই ভাবিয়াছি; উহার আর আবশ্যক নাই; কিন্তু ইহাঁরা কি উহাতে একাকী বাস করিবেন, স্বামী কর্ম্মে যাইবার সময় কেবল স্ত্রীকেই বিশ্বাস করিয়া, একাকিনী রাখিয়া যাইবেন?"

"একাকিনী থাকার কথা বলিতেছেন! অবশ্যই একাকিনী থাকিবেন। রামদয়ালের আত্মীয়বর্গ সকলেই হিন্দু, তিনি আর কাহার সঙ্গে থাকিবেন? আর তাঁহার স্ত্রীর কথা বলিতেছেন! রামদয়াল যে আপনার প্রশ্ন শুনেন নাই, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; তাহা হইলে, তাঁহার সহিত আপনার সৌহৃদ্য থাকিত না।"

এই কথা শুনিয়া, প্রসন্ন লজ্জিত হইয়া, ইহার কি উত্তর করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে বলিলেন, "হাঁ আমিও বিবেচনা করিতেছি যে, তিনি একাকিনী সমুদায় কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না। আমাদের স্ত্রীদিগকে শ্বশ্রূর নিকট

সহস্র২ কাজ শিক্ষা করিতে হয়, আপনি তাহা ভালই জানেন; অতএব ভাবুন দেখি; বিবাহের দিনেই আমাদের অল্পবয়স্কা স্ত্রীদিগকে একটী বৃহৎ বাটীতে একাকিনী রাখিয়া দিলেন, অধিক কি! এমন করিলে, তাহারা মরিয়া যায়।”

“হাঁ! হইতে পারে, কিন্তু সে কেবল তাহারা বালিকা বলিয়াই হইয়া থাকে। আপনাকে অবশ্যই ইহা ভাবিতে হইবে, যে ষোল বৎসরের যুবতী ও আট বৎসরের বালিকাতে অনেক প্রভেদ আছে।”

প্রসন্ন বলিলেন, “হাঁ বটে, আমি ওকথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ভাল, মহাশয়! দেশীয় খ্রীষ্টান্‌দের মেয়েরা কি কেহই এত বয়স্ না হইলে, বিবাহ করেন না?”

“প্রায় নয়, কেহ২ ইহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে বিবাহ করেন। আর ইংরাজ স্ত্রীদিগের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আচার্য্যপত্নী আপনাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ত্রিশ বা পঁচিশ বৎসর বয়সের ন্যূনে বিবাহ করেন না।”

বিবাহের ভোজ উত্তমরূপে সম্পন্ন হইল। প্রায় চব্বিশ জন ভদ্রলোক বারাণ্ডায় আহার করিতে বসিলেন। তাঁহারা চিনের বাসনে আহার করিলেন বটে, কিন্তু দেশের রীতিক্রমে মেজেতে আসনপীড়ি হইয়া বসিয়া, চামিচা ও কাঁটার পরিবর্ত্তে হাত দিয়া খাইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা স্বতন্ত্র গৃহে আহার করিতে বসিলেন। অন্নের ব্যাপার, মাচ, মাংস ও নিরামিষে প্রায় ছয় সাতখানি ব্যঞ্জন হইয়াছিল। কাবাব বা কোপ্তা আর কিছুই হয়

ক্ষাই। প্রথমে এই সমুদায় খাওয়া হইলে, শেষে ক্ষীর, দধি ও মিষ্টান্ন দেওয়া হইল। দেশীয় খ্রীষ্টানেরা ইউরোপীয় রীতিক্রমে স্ত্রীপুরুষে একত্র আহার করেন না শুনিলে, ইংরাজ পাঠকেরা চমৎকৃত হইবেন। কিন্তু ইহা অবশ্য স্মরণ করিতে হইবে যে, দেশীয় খ্রীষ্টানেরা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা জাতিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাল্যাবধি অভ্যস্ত সামাজিক নিয়ম সমুদায় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ক্রমে২ হইবে। স্বামীরা একাকী হইলে, এখনই সস্ত্রীক হইয়া আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিক লোকের সাক্ষাৎ স্ত্রী পুরুষে একত্র আহার, তাঁহাদের স্বদেশের রীতিতে এরূপ কথাও কখন শ্রুত হয় নাই। পুরুষদিগের আহারের আধঘণ্টা পরে স্ত্রীদিগের আহার হইল। প্রচারকের স্ত্রী অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি সকলের প্রতি সমান আদর হইল কি না দেখিতে পারিবেন বলিয়া ঐ রূপ করিলেন। তিনি অতি সদাশয় স্ত্রীলোক ছিলেন। কোন ক্রমেই স্বয়ং আহার করিতে বসিলেন না। সকলের হইলে, আমি আহার করিব, এই কথা বলিলেন। অবশেষে সমুদায় সম্পন্ন হইলে, কন্যা কোথায়, কেহ দেখিতে পাইলেন না। যাহা হউক তিনি যে খানে গিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা কঠিন হইল না। সুশীলা অবশ্য অনতিদূরবর্ত্তী অনাথ বিদ্যালয়ে গিয়াছেন, বলিয়া, একটা স্ত্রীলোক তথায় চলিলেন, এবং যাইতে২ মনে২ ভাবিতে লাগিলেন, "যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার সহিত কদলীপত্রে আহার করিয়া

যেমন প্রীতি প্রাপ্ত হয়, অপরিচিত ব্যক্তির সহিত স্বর্ণ-পাত্রে আহার করিয়াও, সে রূপ প্রীতি প্রাপ্ত হয় না। আমার বোধ হয়, কন্যা ইহাই ভাবিয়াছেন।” ফলতঃ এই প্রবাদটী অন্বর্থ হইল। কারণ সেই স্ত্রীলোকটী যে খানে অনাথ বিদ্যালয়ের বালিকারা কদলীপত্রে আহার করিতেছিল, তন্মধ্যে সুশীলাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ বালিকারা যে স্বতন্ত্র আহার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা উত্তমই হইয়াছিল। ইহাতে উভয় দলই সুখী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বালিকাদেরই অধিকতর আনন্দ হইল। সুশীলা স্বয়ং আহার করিতে বসেন নাই। তিনি কেবল তাহাদের আমোদ দেখিতেছিলেন। এই তাঁহার স্বভাব। তাঁহার আকারে বিলক্ষণ গৃহিণীভাব লক্ষিত হইল। যে স্ত্রীলোকটী তাঁহার অন্বেষণে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিলেন। সুশীলার এরূপ ভাব স্বাভাবিক বলিতে হইবে।

কতিপয় ঘণ্টা পরে বর কন্যা স্বগৃহে গমন করিলেন। রামদয়াল সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন; “প্রিয়তমে! ঈশ্বর যেন এই গৃহ তাঁহার মন্দিরস্বরূপ করিয়া আমাদের সহিত বাস করেন, এই বলিয়া জানু-পাতনপূর্ব্বক ঈশ্বর সমীপে কি আমরা প্রার্থনা করিব?”

সুশীলা বলিলেন, “তাহাই কর। এই প্রার্থনা কর যে, ‘যে পর্য্যন্ত আমরা তৎসন্নিধানে গমন না করি, ও গমন করিয়া, তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের নিমিত্ত যে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে বাস না করি, সেই পর্য্যন্ত তিনি যেন আমা-

দের সহিত বাস করেন।”” অনন্তর সেই দূরগামী পর্য্যটকেরা, কিছুকাল বাস করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে সুখময় গৃহনীড় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যেন তাহাদের মঙ্গল হয় এই নিমিত্ত জানুপাত পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিলেন;—“হে ঈশ্বর! তুমি আমাদের এই গৃহ পবিত্র আলোকে আলোকিত, বিশুদ্ধ আনন্দে আনন্দিত, ও অকপট প্রেমে প্রেমময় কর। অধিকন্তু এই গৃহ যেন খ্রীষ্টের অনুপম প্রেমদ্বারা ক্রীত সৌন্দর্য্যময় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধামের পূর্ণ রেখাঙ্কিত ছায়াস্বরূপ প্রতিভাত হয়।”

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসন্নের পিতৃগৃহে কি২ ঘটনা ঘটিল, তাহা এক্ষণে পুনরায় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নদীতীরে যে ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শুনিয়া, পরিবারের মধ্যে অনেকের মনে যে ভয় ও ত্রাস হইল, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমানেই উত্তম বুঝা যাইতে পারে। কামিনী অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধব্যব্রত অবলম্বন করিবেন কি না, প্রথমতঃ এই প্রশ্ন উঠিল। পিতামহী সিদ্ধান্ত করিলেন, যে কামিনী বিধবা হন নাই। তিনি বলিলেন, "এই ভয়ানক রাত্রি অতীত হইলে, সূর্য্য যেমন নিশ্চয় উদিত হইবেন; সেই রূপ কামিনীও নিশ্চয়ই পুনরায় পতি প্রাপ্ত হইবেন।" কামিনীও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। মায়াবি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে ছিল। এখনো সেই তেত্রিশ দিন গত হয় নাই। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! তিনি উহাতে নিরাশ হইলেন। সেই মায়াবিকে আর দেখিতে পাইলেন না। যদি কামিনী কখন স্বামী প্রাপ্ত হন, তাহা তাহার দৈববলে হইবে না।

পরিবারবর্গ সূর্য্যের দুরবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। সূর্য্যের দুশ্চরিত্রের বিষয় সমুদায় অবগত হইলে, তাঁহার প্রতি তাঁহাদের দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রোধই হইত। পিতামহী সকল অবগত ছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও বলিলেন না। পরিবারবর্গ নিরপরাধ নির্লিপ্ত প্রসন্নের প্রতিই বিরক্ত

হইলেন। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন যে, খ্রীষ্টানের কোন অনিষ্ট করা, বা তাঁহাকে তাঁহার আপন ভ্রমাত্মক মতহইতে নিবর্ত্তিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা বলিলেন, শয়তান উহাকে আশ্রয় দেয়। হিন্দুরা কি চিকিৎসালয়, কি অনাথশালা, কি কোন প্রকারের আশ্রয়বাটী সকলেরই প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত। সূর্য্য ভয়ানক উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সাবধানে তাঁহার চিকিৎসার আবশ্যক হইলেও, পরিবারবর্গ, আপনাদের আবাস বাটীতে যত দূর হইল, তদপেক্ষা অন্য কোন উৎকৃষ্ট স্থানে তাঁহাকে রুদ্ধ রাখিতে চাহিলেন না।

প্রথমতঃ তাঁহারা তাঁহাকে রুদ্ধ করা, নিষ্ঠুরকার্য্য বিবেচনা করিলেন। অবশেষে সূর্য্য আপন মাতাকে প্রহার করিলে ও বালিকা কন্যাকে জানলা দিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। প্রসন্নকে যে গৃহে রুদ্ধ করা হইয়াছিল, সেই ঘরটী যে রূপ নিরাপদে ছিল, বাটীর অন্য গৃহ সে রূপ নিরাপদ নয়। অতএব সূর্য্য আপনার খ্রীষ্টান ভ্রাতার নিমিত্ত স্বহস্তে যে গৃহে গরাদা, হুড়কা ও পেরেক বদ্ধ করিয়াছিলেন, সূর্য্য সেই গৃহেই রুদ্ধ হইলেন।

তাঁহার উন্মত্ততা সর্ব্বদা ভয়ানক হইত না। তিনি ঘরের অন্ধকারময় এক কোণে বসিয়া, দেয়ালের দিকে চাহিয়া, শাপ দিতেন, ও মন্ত্র পড়িতেন, এবং কখন২ কোন অলক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেন। তাঁহার জন্য এক জন চাকর নিযুক্ত হইল। সে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিত, তাঁহাকে সময় মত আহার দিত।

এবং সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া তাঁহার ঘরেই বাস করিত। সূর্য্য অন্ধকারে থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ প্রথম২ সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে প্রায় চিনিতে পারিতেন না। সুতরাং অবশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা এমন ক্লেশকর হইয়া উঠিল, যে তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিলেন।

মহেন্দ্র তীর্থ ভ্রমণ করিতে স্বয়ং অত্যন্ত উৎসুক হইলেন; কেবল মাতার বিশেষ অনুরোধে তৎকালে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। মাতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্র! তোমার পুত্রকে এই দুরবস্থায় এবং আমাকে ও তোমার স্ত্রীকে ভ্রাতার বাটীতে রাখিয়া যাওয়া কি উচিত?" যাহা হউক মহেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভক্তি সহকারে পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া গত ছয় মাসে পরিবার মধ্যে যে পাপ স্পর্শ হইয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রসন্ন এই সমুদায় দুর্ঘটনার কারণ ছিলেন বলিয়া, পরিবারের মধ্যে কেহই তাঁহার নাম করিতেন না। তাঁহারা তাঁহার বাপ্তাইজিত হইবার বার্ত্তা অতি উদাসীনভাবে শ্রবণ করিলেন। পুনরুদ্ধারের বিষয়ে একটী কথাও কহিলেন না। মহেন্দ্র বলিলেন, "সেই আমাদের এই দুঃখ ও অপমানের মূল কারণ, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে আমরা দুঃখিত হইব কেন? সে এখন আর আমাদের সন্তান নহে। জাতিভ্রষ্ট খ্রীষ্টান কুকুরবৎ।"

স্ত্রীলোকেরা এখন প্রত্যেকেই গৃহকর্ম্ম ও অবশিষ্ট সময়. নিদ্রা বা কোন চিন্তায় ক্ষেপণ করিয়া, নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সৌদামিনী ও নিস্তারিণী প্রায় সমস্ত দিনই নিদ্রা যাইতেন। সৌদামিনী উৎকণ্ঠতা বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত, এবং নিস্তারিণী বাটীতে কোন গোলযোগ না থাকাপ্রযুক্ত আর কিছু করিবার নাই ভাবিয়া, ঘুমাইতেন। নিস্তারিণী গোলযোগ ভাল বাসিতেন, সুতরাং বাটীর গোলযোগ দূর হওয়াতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার কোন বিশেষ দুঃখ হয় নাই ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সৌদামিনী ও কামিনী আপনাদের সুখ সৌভাগ্য একবারেই অতীত হইয়াছে, বোধ করিলেন। কামিনী প্রতিদিন কএক ঘণ্টা আপনার ঘরে বসিয়া, প্রসন্ন যে দিন প্রাতঃকালে বাটীহইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তৎকাল অবধি এপর্য্যন্ত যে২ ঘটনা হইয়াছিল, মনে২ সেই সকল আন্দোলন করিতেন। এই সময়টি দুঃখে তাঁহার দীর্ঘতর বোধ হইত। তিনি আর স্বামী পাইবেন না বলিয়া, ভীত হইলেন। সেই চিরবাঞ্ছিত তেত্রিশ দিন গত হইল; কিন্তু মায়াবি আর দেখা দিল না। তিনি শীঘ্রই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। হিন্দুধর্ম্মে সাতিশয় অনুরাগ থাকিলেও, স্বামিগৃহীত ধর্ম্মের বিষয় অধিক জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন, "হায়! আমার দুঃখের আর অবধি নাই। আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত।"

পরিবার মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যাপার হইয়া

গেল, সেই বিষয়ে বৃদ্ধা পিতামহীও অত্যন্ত চিন্তা করিলেন; কিন্তু কামিনীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব ছিল। প্রসন্নের অভীষ্ট ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি, ও অবশেষে ঈশ্বর আমাকে শত্রুহস্তহইতে মুক্ত করিবেন ঈদৃশ বিশ্বাস, সূর্য্যের দুষ্টকল্পনা, ও তৎসমুদায়ের নিষ্ফলতা, প্রসন্ন কেমন নিরাপদে আচার্য্যের নিকটে পৌঁছিলেন, সূর্য্য আপন সহোদরের নিমিত্ত যে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই গৃহের স্বামী কেমন শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া রহিলেন, এবং প্রসন্নের ঈশ্বর নিশ্চয়ই সত্য; তিনি এই সমুদায় বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এত কাল ধর্ম্মপুস্তকের যে অন্তভাগখানি দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই খানি সযত্নে রক্ষা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদা ঐ পুস্তক পাঠ করিতে ও খ্রীষ্টান্‌দের ধর্ম্ম অধিক জানিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু স্বয়ং পড়িতে জানিতেন না, এবং আপনার প্রতি পরিবারবর্গের নূতন সন্দেহ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় অন্য কাহাকেও উহা আপনার নিকটে পাঠ করিতে বলিতে সাহস করিতেন না। বিশেষতঃ অন্য লোকে পাঠ করিতে পারিলেও পড়িত না, সুতরাং তিনি এই সকল চিন্তা করিয়াই ক্ষান্তা রহিলেন।

কিছু কাল এই রূপ চলিতেছে, ইতিমধ্যে হঠাৎ অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনায় পরিবারের শান্তি ভঙ্গ হইল।

গঙ্গাতীরে সেই শোচনীয় ঘটনা হইবার প্রায় দুই মাস পরে এক দিন রাত্রিতে সূর্য্যের রক্ষক ভৃত্য, সূর্য্য যে গৃহে রুদ্ধ ছিলেন, সেই গৃহের মধ্যহইতে এক ভয়ানক

চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া জাগরিত হইল। সে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে স্বয়ং ঘরের ভিতরে গিয়া সূর্য্যকে নিদ্রিত দেখিয়া, বাহিরে আসিয়াছিল। কিছু কাল হইল সূর্য্য অনেক দগ্ধ হইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহার জ্ঞান লাভের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন, তাঁহার পিতা এমন আশয় করিতে লাগিলেন। ভৃত্য এই সকল বৃত্তান্ত জানিত, সুতরাং হঠাৎ তাদৃশ চীৎকার শব্দ শুনিয়া, অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। এবং উপধর্ম্মে সাতিশয় বিশ্বাস থাকাতে, সূর্য্যকে ভূতে পাইয়াছে বিবেচনা করিল। চীৎকার শব্দ ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভৃত্য অত্যন্ত ভীত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া ঘরের চাবি লইয়া পলায়ন করিল। পরিবারবর্গ শীঘ্রই দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চাবির নিমিত্ত চাকরকে ডাকিলেন, কিন্তু কোথায়ও তাহাকে পাইলেন না। বাহিরের গরাদা ভাঙ্গিতে অনেক ক্ষণ বিলম্ব হইল। অনন্তর দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হতভাগ্য সূর্য্য চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া আপনার চুল্ ছিঁড়িতেছেন, এবং জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতেছেন।

তাঁহারা প্রথমতঃ উহার কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর চন্দ্রকুমার শীঘ্র জল আনিতে বলিলেন। আনীত হইলে, তাঁহারা সূর্য্যের গাত্রে ঢালিয়া দিলেন। ঢালাতে তাঁহার আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, মহেন্দ্র পুত্রসমভিব্যাহারে সূর্য্যের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি ভূমিতে মৃত

পড়িয়া আছেন। তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সূর্য্য ন্যায়পরায়ণ বিচার-কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট দণ্ডাজ্ঞা শুনিতে গিয়াছিলেন। দণ্ডাজ্ঞা এই "অনর্থকর দাসকে বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষেপ কর।" সূর্য্য ঘুমাইতেছিলেন, এমন সময়ে কুলুঙ্গি-হইতে তৈল সমেত প্রদীপ পতিত হইয়া, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে লাগিয়াছিল। সূর্য্য যে আলোক না হইলে থাকিতে পারিতেন না সেই আলোকই তাঁহার কাল স্বরূপ হইল।

পরিবারবর্গ প্রসন্নের নিমিত্ত যে রূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন, এই ঘটনাতে তদপেক্ষা অধিক ব্যথিত হইলেন। বৃদ্ধা পিতামহী সূর্য্যের মৃত্যুর বিষয় অধিক কাল ভাবিলেন। তিনি নবদ্বারা পত্র লিখাইয়া প্রসন্নকে এই সম্বাদ জানাইলেন। সৌদামিনী ভয়াকুলচিত্তে আসন্ন ক্লেশকর জীবনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

সূর্য্যের শ্রাদ্ধাদি উত্তম রূপে সম্পাদিত হইল। পিতা তাঁহাকে অতি ধার্ম্মিক হিন্দু বলিয়া জানিতেন। কিন্তু গত দুই মাস যাহা২ হইয়াছিল, তিনি যেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। যদি কোন সময়ে মনে উদয় হইত তবে প্রসন্নেরই প্রতি সমুদায় দোষ অর্পণ করিয়া তাঁহারই বিদ্বেষ ও ক্রোধে সূর্য্য বিনষ্ট হইলেন, এই কথা বলিতেন।

ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সমাপ্ত হইল, এই সময়ে আপনাদের বাটীতে যাওয়া উত্তম কল্প, মহেন্দ্র পরিবার-

দিগকে এই কথা বলিলেন। তাঁহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, "আমরা অনেক দিন ভ্রাতার বাটীতে রহিয়াছি, এখানে আমাদিগকে অনেক দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। এখানহইতে যাইতে পারিলেই, আমরা সুখী হই।" অনন্তর তাঁহারা সকলে আপনাদের বাটীতে গমন করিলেন। প্রসন্ন যে আচার্য্যের বাসভূমিতে বাস করিতেন, উহা সেখানহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূর। বাঙ্গালিদের বাটীতে কোন একটী শোক উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ অত্যন্ত গোলযোগ হইয়া থাকে, কিন্তু সকলেই শীঘ্র বিস্মৃত হইয়া যান। মহেন্দ্রের পরিবারবর্গ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা যে কিছু কাল পূর্ব্বে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এমন অনুভব করিতে পারিত না। প্রসন্ন খ্রীষ্টান্ হওয়াতে যে পাপ হইয়াছিল, মহেন্দ্র অবশেষে কাশীযাত্রা করিয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও বংশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে মানস করিলেন। তাঁহার মাতা ও পত্নী তাঁহাকে অনেক নিবারণ করিলেন, কিন্তু তিনি একেবারেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইতেছি, এক্ষণে বিলম্ব করিলে, আর যাওয়া হইবে না। আমার কাশী দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে, সূর্য্য মরিয়া গেলেন, আমারও আর অধিক বিলম্ব নাই, চন্দ্রকুমার ও নবকুমারের বাটীর কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করা উচিত।" তাঁহার গমনকালে

পরিবারবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। "দেবতারা তোমা-
দের সকলের মঙ্গল করুন," বলিয়া, মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কি প্রকারে বাটীর কর্ত্তৃত্ব
করিতে হইবে, পুত্রদিগকে তৎসমুদায় উপদেশ দিলেন।
তাঁহারা সকলে রোদন করিতে২ তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন
হইলেন। চন্দ্র ও নব গঙ্গার পশ্চিম পারস্থিত রেল্ওয়ে
ষ্টেসন্ পর্য্যন্ত পিতার সহিত গেলেন, এবং তাঁহাকে নি-
রাপদে যাত্রা করিতে দেখিলেন। তাঁহারা দুই সহো-
দরেই একবাক্য হইয়া, কহিলেন, "প্রসন্ন অতি নিষ্ঠুর,
সেই আমাদের এই বিচ্ছেদের কারণ। ইহাতে পিতা
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।" এক পক্ষ পরেই নবকুমার
পিতার এক পত্র পাইলেন। উহাতে সকলের যার পর
নাই আনন্দ হইল। পত্রে এই লিখিত ছিল ;—

"শ্রীমহেন্দ্রকুমার দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞা-
পনমিদং বৎস! আমি, পিতা শিবসমীপে প্রাত্যহিক
পূজার সময় তোমাদের মঙ্গল ও সৌভাগ্য প্রার্থনা
করিতেছি। বোধ হয় আমার পরিবারবর্গের সকলেই
কায়িক ও মানসিক কুশলী আছেন। প্রিয়তম নবকুমার!
আমি কাশীতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার তীর্থযাত্রা সুখভোগ
করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মন কলিকাতায় তোমা-
দের নিকট রহিয়াছে। শিব না করুন; তোমরা পীড়িত
হইলে, আমার বন্ধু ডাক্তর কমল দত্তকে ডাকাইয়া আ-
নিও। তাঁহাকে বলিও, তিনি উত্তম রূপে তোমাদিগকে
চিকিৎসা করিলে, আমি ব্যয়ে কাতর হইব না। তিনি
আমার নিকট বিল পাঠাইলে, আমি তৎক্ষণাৎ টাকা

দিব। নব! আমার বোধ হয়, কাশীতে আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে যাহা২ বলিয়াছিলাম, তোমরা তাহা বিস্মৃত হও নাই। তোমাদের উত্তমরূপ মনে থাকিবে বলিয়া, আমি তৎসমুদায় পুনরায় বলিতেছি। রৌদ্রে বেড়াইও না। কোথায়ও যাইতে ইচ্ছা হইলে, সরকারকে গাড়ি বা পাল্কী আনিয়া দিতে বলিও। কাহারো সহিত বিবাদ করিও না। বিশেষতঃ তোমার কালেজের বন্ধুগণের সহিত প্রণয় রাখিও। কুসংসর্গে যাইও না। চাকরদিগকে মিষ্ট কথা বলিও; তাহাদের প্রতি কখন কর্কশ বা রুক্ষ ব্যবহার করিও না। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে; প্রজা ও ভৃত্যদিগের প্রতি সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

"অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িও না। এগারটার পরই শয়ন করিও। বৎস! সেই মোহনকারক বাইবল পুস্তক পাঠ করিও না। কোন খ্রীষ্টানি পুস্তক পাঠ বা কোন খ্রীষ্টানের সংসর্গ করিও না। বিশেষতঃ যে ধর্ম্মভ্রষ্টের নিমিত্ত আমি গৃহ, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহার সহিত আলাপ করিও না।

"সর্ব্বদা আমাকে পত্র লিখিয়া, তোমার ও বাটীর সমুদায় সমাচার জানাইও। মাসের মধ্যে এক বার কালীঘাটে যাইও। প্রত্যহ স্বায়ংকালে ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করিও। বিনীত ও সহিষ্ণু হইও। হঠাৎ রাগ করিও না। সহসা কোন কর্ম্ম করিও না। কোথায়ও যাইবার পূর্ব্বে কালীনাম জপ করিও। তিনি তোমার মঙ্গল ও উন্নতি করিবেন। বৎস! এই কথা গুলি তোমার পিতার নিকট-

হইতে উক্ত হইল; ইহা স্মরণ রাখিও, আমি তোমার ঈশ্বরতুল্য। তুমি আমার কথা গুলিকে মালার ন্যায় গাঁথিয়া মনোরূপ গলদেশে পরিধান করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিও। সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট কোথায়? সে কখন তোমাকে পত্র লেখে? লিখিলে কখন তাহাকে উত্তর দিও না। পাদরি তাহাকে কি কোন কর্ম্ম দিয়াছে? তাহার এই ক্ষণে কি রূপে প্রতিপালন হয়? সে কি সাহেবি নাম গ্রহণ করিয়াছে? তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিও না। সে আমার পুত্র, ও তোমাদের ভ্রাতা, ইহা ভুলিয়া যাও। সে বাপ্তাইজ হওয়াতে, জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে। সে যে আমার পুত্র, এ কথা জগতে কাহারো নিকট বলিবার তাহার অধিকার নাই। তোমাদের মনহইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া, সে মরিয়াছে, এমন বিবেচনা কর। আমি ভট্টাচার্য্যদিগের পরামর্শানুসারে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। সে এক্ষণে আমার পক্ষে মরিয়া গিয়াছে। যে আমাকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে গত ছয় বৎসর কষ্ট দিয়াছে, আমার সেই প্রতিবাসী কেমন আছে? সে পুনরায় আর কিছু করিতে চেষ্টা করিলে, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইও। তাহাকে বলিও, যদিও আমি বারাণসীতে আছি, কিন্তু আমি এখনও বাঁচিয়া আছি। কলিকাতায় যাইতে পাঁচ দিনের অধিক হইবে না। তাহাকে ভয় করিও না। সে স্ত্রীলোকের ন্যায় সাহসহীন, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাহার কথাই সর্ব্বস্ব। সে কথাতে পৃথিবীর সমুদায় রাজাকে জয় করে; সাহসী যোদ্ধাদিগকে মারিয়া ফেলে।

ও উৎকৃষ্ট২ দেশ নষ্ট করে। কিন্তু মুখেই সমুদায়, কাজে কিছুই নয়। অতএব তুমি তাহার জন্য ভয় পাইও না।

"এক্ষণে আমি পত্র শেষ করি। আমাকে ভট্টাচার্য্যের সহিত বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইতে হইবে। তিনি আসিয়া, আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বাটীহইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তদনুসারে এই পবিত্র তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। রেলওয়ে ও ডাকের বন্দোবস্ত অনুসারে আমি ছয় দিনে এখানে পৌঁছিয়াছি। পথে আমার কোন বিপদ্ বা ক্লেশ হয় নাই। এই নিরাপদ ও শীঘ্র গমনের নিমিত্ত, আমি ইংরাজ রাজশাসনকে অবশ্য ধন্যবাদ করি। কাশীতে পৌঁছিয়া, যেন স্বর্গপুরীতে আসিয়াছি বোধ করিয়া, একেবারে মোহিত হইলাম। আহা! এই নগর কেমন সুন্দর! ইহা নানা প্রকার অসঙ্খ্য মন্দিরে সুশোভিত। সর্ব্ব জাতীয় সর্ব্ব দেশীয় ও সর্ব্ব স্থানীয় লোক এখানে বাস করিতেছে। এই সকল পুণ্যাত্মা যাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে এখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ২ সর্ব্বদা বাবা বিশ্বেশ্বরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া, নিয়ত তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, এবং কেহ২ বোম্ বোম্ মহাদেব বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বাবার নাম করিতেছেন। সহস্র২ যাত্রী প্রত্যহ হরিবোল২ বোম্ মহাদেব২ বলিতে২ পতিতপাবনী গঙ্গাতে স্নান করিতে আসিয়া থাকে। ধনবান্ যাত্রীরা পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে আহার ও বস্ত্র

দিয়া, সহস্র২ টাকা ব্যয় করিতেছেন। নব! এস্থান যথার্থই তীর্থ। মহাদেব যথার্থই এখানে বাস করেন। যাঁহারা প্রত্যহ বাবা বিশ্বেশ্বরের দর্শন ও পূজা করিয়া, এই স্থানে জীবন ক্ষেপণ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপাতে এখানে সকলেই অরোগী আছেন। বৎস! আমি তোমাকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি। বাবা বিশ্বেশ্বর তোমার সকল কার্য্যেই মঙ্গল করিবেন, ও তোমাকে চিরকাল সুখী রাখিবেন। আমার বন্ধুদিগকে এই পত্রের সম্বাদ সমুদায় জানাইও ইতি।”

মহেন্দ্র এই রূপেই সমুদায় পত্র লিখিতেন। তাঁহার পুত্রেরাও নিয়মিতরূপে উত্তর দিতেন। পরে তাঁহার পরিবারেরা তিন মাস এক প্রকারেই যাপন করিতেন। কালেজে যাওয়া, ও কদাচিৎ কোন আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা ব্যতীত চন্দ্র ও নব প্রায় গৃহ পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহাদের বংশে যে ভয়ানক দুর্নাম হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রাচীন বান্ধবেরা তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সহিত আর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যন্ত আত্মীয়তা করিতেন না। যুবকেরা কখন২ প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল। কিন্তু পাছে পিতা বিরক্ত হন, এই ভয়ে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা পিতামহী দিন২ অধিক বৃদ্ধ হইতেছিলেন। তিনি আপনার প্রিয়তম প্রসন্নকে পুনর্ব্বার দেখিতে সর্ব্বদা অভিলাষ করিতেন। কিন্তু মহেন্দ্র গমন কালে যে পর্য্যন্ত

আপনি গৃহে না আসিবেন, সে পর্য্যন্ত বাটীর স্ত্রীলোকেরা বাহির হইতে পারিবেন না, তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া গেলেন।

সৌদামিনী এতাবৎকাল বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। তিনি বাটীর জ্যেষ্ঠ বধূ হওয়াতে, অন্যান্য বধূ অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মানপূর্ব্বক ব্যবহার করা হইত। ইহাতে তিনি স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া, দ্বিগুণ ব্যথিত হইতেন। বৃদ্ধ পিতামহীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, শাস্ত্রে বিধবাদের প্রতি যে সকল নিয়ম আছে, তিনি তৎসমুদায় যথাযথ প্রতিপালন করেন। কারণ তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যে পতি যতই কেন পাপ করুন না, স্ত্রী আপনার শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিয়া, হিন্দুমতানুযায়ী স্বর্গে তাঁহার নিমিত্ত মহত্তর মঙ্গল ও সম্মান লাভ করিতে পারেন। বিশেষতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে ঈদৃশ ভাব ছিল, যে সূর্য্যের আত্মার উন্নতির নিমিত্ত যাহা কিছু করা যাইতে পারে, তাহা করা উচিত। কারণ তিনি ভাবিতেন যে, অন্যান্য পৌত্রের ন্যায় সূর্য্য কি আমার পৌত্র নহে?

হিন্দুবিধবাদিগকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তাঁহারা ভূমি ব্যতীত আর কিছুতেই শয়ন করিতে পারেন না। দিনের মধ্যে এক বার সামান্য নিরামিষ আহার করিতে পান, মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ। প্রতি একাদশীতে তাঁহাদিগকে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। একখানিও অলঙ্কার পরিধান করিবার বিধি নাই। তাঁহাদিগকে মোটা সাদা কাপড় পরিতে হয়। কেশ বি-

ন্যাস বা সিন্দূর পরিবার বিধি নাই। কেশ বিন্যাস ও অলঙ্কার পরিধান, হিন্দু মহিলাগণের বিলাসের বিষয়; সুতরাং সৌদামিনী ইহাতে বঞ্চিত হওয়াতে যে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি যুবতী ছিলেন, তাঁহার বয়স্ পঞ্চবিংশতি বৎসরমাত্র হইয়াছিল; সুতরাং হঠাৎ ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে, তাঁহার অধিকতর দুঃখ হইল। তাঁহার দিদি শাশুড়ী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। কামিনী বলিলেন; "দিদি! তুমি স্বয়ং কোন সুখভোগ করিতে পারিতেছ না বটে, কিন্তু ইহাতে তোমার স্বামীর উপকার হইতেছে, ইহা ভাবিয়াও তোমার ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত।" সৌদামিনীর স্বভাব অতি সৎ ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, তৎসমুদায় সহ্য করিতে চেষ্টা করিলেন।

কামিনী ক্রমে২ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি উহাতে শান্তি প্রাপ্ত হইতেন না। প্রত্যহ অত্যন্ত নিয়মিতরূপে পূজা করিতেন বটে কিন্তু উহার প্রতি দিন২ তাঁহার বিরক্তি জন্মিতে লাগিল। আমি যাহা করিলাম, তাহাতে আমার কোন উপকার হইল কি না? প্রত্যহ দিনশেষে তিনি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেন। কিছুই উপকার হইল না বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। কিন্তু কোথায় উত্তম ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কখন নবের নিকট এই বিষয় উল্লেখ করিলে, "স্ত্রীলোকের গৃহকার্য্যেই মনোনিবেশ করা উচিত, নূতন ধর্ম্মানুসাধন করা উচিত

নহে। সকল বিষয়েই কোন না কোন প্রকার দোষ আছে। আমার বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্মও দোষ শূন্য নাই," এই কথা বলিয়া, তিনি উহা উড়াইয়া দিতেন।

এক দিন সকালে কামিনী ও নিস্তারিণী প্রাতের আহারের পর বাসন মাজিয়া, ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া, উপরে আসিলে, কামিনী বলিলেন।

"দিদি! দেখ, এখন আমাদের কোন কাজ নাই; তুমি যদি বল, আমি শিশুশিক্ষা আনিয়া, তোমাকে বর্ণ পরিচয় করাই।"

নিস্তারিণী এই কথা শুনিয়া, চমৎকৃত হইয়া বলিলেন; "কি আমাকে পড়িতে শিখাইবে! বৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরা আমাদিগকে বলেন যে, আমরা পড়িতে শিখিলে, বিধবা হইব।"

কামিনী কহিলেন, "কি! তুমি ও কথা বিশ্বাস কর! আমার বাপের বাড়ীতে বালিকাবিদ্যালয় আছে; তুমি কি বিবেচনা কর যে, তাহারা সকলেই বিধবা হইবে? তদ্ভিন্ন আমরা যাহাদের বাটী জানি, তাহাদিগকে দেখ। কার্ত্তিক বাবুর স্ত্রী উত্তম লিখিতে পড়িতে পারেন; তিনি কি বিধবা হইয়াছেন?"

নিস্তারিণী বলিলেন, "তাহা বটে, কিন্তু কি ঘটিবে, আমরা বলিতে পারি না। আমরা বিধবা না হইতে পারি। কিন্তু যদি খ্রীষ্টান্ হইয়া পড়ি তবে কি হবে?"

কামিনী বিনীতভাবে কহিলেন, "খ্রীষ্টানের কথা বলিলে! জগতে খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা অধিকতর মন্দ লোক থাকিতে পারে।"

নিস্তারিণী এই কথা শুনিয়া, একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন।

"কামিনী! সে দিন আমাদের বাটীতে এত কাণ্ড হইবার পরও, তুমি আবার খ্রীষ্টান্‌দিগকে ভাল বল! আমাদের শ্বশুর শুনিলে কি বলিবেন?"

কামিনী নিস্তারিণীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া, ভীত হইলেন, এবং সত্বর ঐ বিষয় পরিবর্ত্ত করিয়া, বলিলেন। "না, না, আমি আপনি খ্রীষ্টান্ হইব, এমন কোন কথা বলি নাই। আমি ভাই তোমার নিকট হাত যোড় করি, তুমি ও কথা ছাড়িয়া দেও। তুমি জান, ভোলানাথ বাবুর বাড়ীর বউরা সূচিকর্ম্ম শিখিতেছেন।"

কিছু কাল হইল, কামিনী খ্রীষ্টধর্ম্মে অনেক চিন্তা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু নিস্তারিণীর তাদৃশ ভাবে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, স্বমতানুসারে কোন বাদানুবাদ করিতে পারিলেন না।

নিস্তারিণী কহিলেন, "সূচের কর্ম্ম! হাঁ, উহা অবশ্যই আমাদের কাজ বটে, আমার বোধ হয়, কাজ শিখিলে আমরা খ্রীষ্টান্ হইব না। কামিনি! কে তাহাদিগকে শিখায়?"

"কেন, কাজ জানে, এমন এক জন লোকের সঙ্গে তাঁহাদের গোয়ালিনীর এক বন্ধুর আলাপ আছে; সে এক দিন তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। তাঁহারা উহার কাজ দেখিয়া, এমনি সন্তুষ্ট হইলেন যে, আপনাদিগকে কাজ শিখাইবার নিমিত্ত, মাসে২ তিন টাকা করিয়া দিবেন বলিয়া, তাহাকে নিযুক্ত করিলেন।"

এমন সময়ে সৌদামিনী আসিয়া, তাঁহারা কি কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিস্তারিণী কহিলেন, "আমরা কাজ শিখিবার কথা বলিতেছি। শ্বশুর বাড়ীতে আসিলে, ভোলানাথ বাবুর বাড়ীতে গিয়া, তাঁহাদের মেয়েরা কেমন কাজ শিখিয়াছে, আমার দেখিতে ইচ্ছা হয়।"

এই সুযোগে কামিনী দুষ্টতা করিয়া, বলিলেন, "হাঁ, আর নূতন বউটী কেমন, তাহার গহনাগুলি কেমন, তাহাও দেখিতে হইবে।"

আপনার বালকতা প্রকাশ হওয়াতে, নিস্তারিণী কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া, বলিলেন, "আমি সেই জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছি, যদি তুমি এমন ভাবিয়া থাক, তবে সে ভুল। কিন্তু আমার এমন ইচ্ছা নাই ইহা দেখাবার জন্যে তোমাকে কহিলাম আমি যাব না, তোমার যাইতে ইচ্ছা হয় একলাই যাও।"

তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে সৌদামিনীর স্বভাব অতিসৎ ছিল। তিনি সচরাচর বিবাদ ভঞ্জন করিতেন; তিনি নিস্তারিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নিস্তারিণি! তুমি হঠাৎ এত রাগ করিও না। তুমি ভাই! দেশলাইর মত শীঘ্র জ্বলিয়া উঠ। আমি গহনা গ্রাহ্য করি না, কারণ আমি উহা আর পরিতে পারিব না। আর তুমি জান, যে পর্য্যন্ত কামিনীর স্বামী গিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর বাহির হইতে দেওয়া হয় না; অতএব তুমিই কেবল যাইতে পার।"

সৌদামিনী নিস্তারিণীকে দেশলাইর সহিত তুলনা দে-

ওয়াতে, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার যেমন শীঘ্র ক্রোধ হয়, তেমনি শীঘ্র উহা চলিয়া যায়। এই বিবেচনা করিয়া, তিনি বলিলেন, "ভাল, আমি সেই রূপ হইলেও হইতে পারে। আমি নূতন বউটী কাল কি সুন্দর, তাহার চক্ষু কেমন, তাহার স্বভাব ভাল কি মন্দ দেখিয়া আসিয়া, তোমাদিগকে বলিব।" এই রূপে সেই দিনের কথোপকথন সমাপ্ত হইল।

চারি মাস পরে মহেন্দ্র বাবু বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পরিবারবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র ২ আমোদ চলিতে লাগিল। "আমাদের যত দুর্ভাগ্য হইয়াছে, বোধ হয়, মরণকাল পর্য্যন্ত তাহাই পর্য্যাপ্ত। অতএব শেষ দশা সুখে যাপন করা উচিত" তাঁহার স্ত্রী এই কথা বলিলেন।

এই সময়ে সূর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের আট বৎসর বয়স হওয়াতে, তাহার উপনয়নের সময় উপস্থিত হইল। সৌদামিনী বিবেচনা করিলেন যে, সেই সময় অপেক্ষা উপনয়নের আর উৎকৃষ্ট সময় হইতে পারিবে না। তদনুসারেই কার্য্য হইল। মহেন্দ্র বাবু স্বয়ং উপনয়ন দিতে মানস করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে গোপালকে অন্তঃপুরহইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় অনেক ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে মহেন্দ্র বাবু অনেক মন্ত্র পাঠ করিয়া, পৌত্রকে একটী নূতন ছত্র, এক যোড়া খড়ম, এক গাছি নূতন বেণুযষ্টি এবং নূতন বস্ত্র দিলেন। অনন্তর তাঁহার গলায় কুশ ও কৃষ্ণসার

চর্ম্ম সংযুক্ত পৈতা পরাইয়া দেওয়া হইল। উপনয়নের পর গোপাল তিন দিন একাকী এক ঘরে রহিলেন। ঐ সময়ে কোন প্রকারেই শূদ্রজাতির মুখ ও সূর্য্যদর্শন করিতে নাই। তিন দিন পরে, তিনি বন্ধুবান্ধব সমভি-ব্যাহারে গঙ্গাতীরে গিয়া, তিন দিন পূর্ব্বে যে সাতটী দ্রব্য পাইয়াছিলেন, তৎসমুদায় লইয়া গঙ্গাতে দণ্ড ভাসাইলেন, এবং স্নানের পর এক যোড়া নূতন বস্ত্র ও একটী নূতন পৈতা প্রাপ্ত হইয়া, বাটীতে ফিরিয়া আ-সিলেন। তদবধি তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। মহা সমারোহে ভোজ দেওয়া হইলে, উপনয়নক্রিয়া সমাপ্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে অনেক অর্থ ব্যয় হইলেও, মহেন্দ্র বাবু এই সামান্য ক্রিয়াতে পাঁচ শত টাকার অধিক ব্যয় করিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দুর্ঘটনায় হিন্দু মতানুসারে তাঁহার মানের লাঘবতা হইলেও যে তাঁহার ধনের হ্রাস হয় নাই ইহা সপ্রমাণ করাই তাঁহার ঈদৃশ অনর্থ ব্যয়ের মূলীভূত কারণ ছিল।

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত উপনয়ন সংস্কারের সময়ে, কামিনীর অন্তঃকরণ দুঃখিত হইল। পতিবিরহই তাঁহার দুঃখের প্রধান কারণ। বিশেষতঃ তিনি যে রূপে পতিবিরহিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে২ কহিতেন "প্রসন্নের পরিবারবর্গ তাঁহাকে যেমন মৃত জ্ঞান করিয়া নদীতীরে লইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার মৃত্যু হওয়াই বরং ভাল। জাতিভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা, আমার স্বামী কালকবলে পতিত হইলে, অনেকাংশে উত্তম হইত। তাহা হইলে, আমি পতিব্রতা বিধবার ন্যায় শোক ও পরিতাপ করিতে পারিতাম।" ফলতঃ এক্ষণে প্রকাশ্য রূপে তাঁহার পরিতাপ করিবার সুযোগ ছিল না; মনের দুঃখ মনেই থাকিত। প্রসন্নের প্রত্যাগমন প্রত্যাশা বৃথা হইলেও, তিনি মনে২ এই আশা করিতেন, "আমি কঠোর তপস্যায় কোন প্রকারে পতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ও তদ্দ্বারা দেবতাদের ক্রোধ শান্তি করিয়া, পুনরায় যদি তাঁহাকে লাভ করিতে পারি।" এই আশাতে, ও কথঞ্চিৎ দুঃখ শান্তি করিবার নিমিত্তে, তিনি হিন্দুধর্ম্মোক্ত ব্রতাদিতে দ্বিগুণতর মনোনিবেশ করিলেন। প্রত্যহ অধিক কাল পূজা করেন, এবং এত উপবাস করিতে লাগিলেন যে, ক্রমে২ তাঁহার শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া উঠিল। কামিনী কেবল স্বয়ং এই রূপ ব্রতাদি করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, আপনার পতিভগিনী বা-

লিকা হেমলতাকেও মিষ্ট বাক্যে তৎসমুদায় শিখাইতে লাগিলেন। হেমলতা অতি চঞ্চল ও প্রফুল্লচিত্ত বালিক ছিল। পুনঃ২ এই রূপ অনেক পূজা শিক্ষা করা তাহার ভাল লাগিত না। যাহা হউক, সে অধিক দিন কামিনীর সস্নেহ অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে কামিনীকে গুরুলোক বিবেচনা করিত এবং অত্যন্ত ভাল বাসিত; অতএব তাঁহার নিকট শিখিতে আরম্ভ করিল। এই সকল সদাচার দেখিয়া, বাটীর সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিলেও এবং হেমলতা অত্যন্ত ভাল বাসিলেও, কামিনীর অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা দূর হইল না। তিনি সর্ব্বদাই ব্যাকুলচিত্ত ও অসুখী থাকিতেন, কিছুতেই তাঁহার আনন্দ হইত না।

কামিনী এই রূপ অবস্থায় আছেন, এমন সময়ে এক দিন প্রসন্নের পিতামহী তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। "আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, দিন২ আমার বল ক্ষয় হইতেছে," এই ভাবিয়া তিনি, আপনার প্রিয়তম প্রসন্নকে এক বার দেখিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র বাবু প্রসন্নের প্রতি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, অন্য কেহ তাঁহার নাম করিলে, তাহার প্রতি খড়্গাহস্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহার মাতার প্রতি এত ভক্তি ছিল যে, তিনি যখন যাহা অভিলাষ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন। বৃদ্ধা প্রসন্নকে দেখিবার অভিলাষ করিলে, মহেন্দ্র বাবু তদ্দণ্ডেই এক খানি পাল্কি আনাইয়া, তাঁহাকে একটী বন্ধুর বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই বন্ধুর বাটী আচার্য্যদিগের বাটীর

অনতিদূরেই ছিল। বৃদ্ধাও সর্ব্বদা তথায় যাতায়াত করিতেন। প্রসন্নের নিকট স্বয়ং গিয়া দেখা করিলে, তিনি খ্রীষ্টান্ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বংশে যে কলঙ্ক হইয়াছে, তাহা পুনরায় উদ্দীপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এই রূপ করা হইল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াই প্রসন্নের নিকট আপনার আসিবার অভিপ্রায় বলিয়া পাঠাইলেন। প্রসন্নও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলেন। পিতামহীকে দেখিয়া, প্রসন্নের এত আনন্দ হইল, যে তিনি প্রথমতঃ একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরমা! বাটীর সকলে কেমন আছেন? পিতামাতা এবং আমার সুন্দরী কামিনী কেমন আছেন? ঠাকুরমা! আমি কামিনীর বিধুমুখ ও সদ্ব্যবহার না দেখিয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত আছি তাহা বলিতে পারি না।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তোমার পিতামাতা ভাল আছেন। কামিনীও ভাল আছেন। কিন্তু কএক দিন অবধি তাঁহাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলচিত্ত দেখা যাইতেছে। বাছা! আমার গোপাল! আমাদিগকে ছাড়িয়া তুমি কেমন করিয়া এ রূপ জীবন ধারণ করিতেছ?"

প্রসন্ন কহিলেন, "অত্যন্ত ক্লেশকর। আমি তজ্জন্য সর্ব্বদা ক্লেশ পাইয়া থাকি। কিন্তু কি করি, যে ঈশ্বর স্বয়ং আপনাকে আমাদের পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; যিনি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাদিগকে সুখী করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যিনি আপনাকে আমাদের

নিকট প্রেমসমুদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাকেই ভজনা করিবার নিমিত্ত আমাকে ঈদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে; এবং তিনি আমাকে রক্ষা ও সুখী করিতেছেন।”

বৃদ্ধা “প্রেমসমুদ্র” এই কথা বার২ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “হাঁ! আমি অনেক দিন হইল, এই কথা এক পাদরির মুখে শুনিয়াছিলাম। তিনি আমার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমি তোমাকে যে পুস্তকখানি দিয়াছি, সেই পুস্তকখানি তিনি দিয়াছিলেন। তিনি আরো এক ব্যক্তির বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন; সেই ব্যক্তি আমাদের পাপের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ভাল, তিনি কে?”

খুড়া রাজেন্দ্র সিপাহিদের দ্বারা সাগর দ্বীপে কি প্রকারে রক্ষিত হইয়াছিলেন, প্রসন্ন পিতামহীর নিকট সেই উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধা পাদরি বা ধর্ম্মপুস্তকের কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তিনি তাদৃশ সুখদায়ক পুস্তক কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন, প্রসন্ন তাহা ভাবিয়া, সর্ব্বদা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। এক্ষণে হর্ষ বিকসিত নেত্রে তিনি বলিলেন, “পাদরি অবশ্য যীশু খ্রীষ্টের কথা আপনাকে বলিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তিনি আমাদিগকে এত ভাল বাসিয়া থাকেন, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে, তিনি আমাদিগকে স্বর্গলোকে আপন সহবাসী করিয়া সুখী করিবেন।”

বৃদ্ধা কহিলেন, “হাঁ, যথার্থ কথা বটে। আহা! কি

আশ্চর্য্য প্রেম! কিন্তু তুমি বলিতেছ যে আমরা চির-কাল স্বর্গে বাস করিব, তবে আমাদের শাস্ত্রে 'যেমন বলিয়াছে, 'আমরা কি আর দেহান্তর ধারণ করিয়া, ভূলোকে আসিব না?"

প্রসন্ন বলিলেন, "না২, আর আমাদিগকে আসিতে হইবে না। আপনি আমাকে যে পুস্তকখানি দিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে, যাঁহারা এক বার স্বর্গে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগকে, আর আসিতে হইবে না। যে প্রভু তাঁহাদের নিমিত্ত আত্মপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহার সহিত বাস করিবেন। আমরা যাহা কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাই, ও যাহা কিছু কল্পনা করিতে পারি, স্বর্গের সৌন্দর্য্য তৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।"

পিতামহী ইহা শুনিয়া কহিলেন, "ঐ সকল কথা অত্যন্ত মিষ্ট। বাছা! তুমি এখানে কেমন আছ? কেই বা তোমার প্রতিপালন করিয়া থাকেন, আমাকে বল।"

প্রসন্ন বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি স্বয়ং উপার্জ্জন করিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত পাদরিরা আমার ভরণপোষণ করিবেন। আমার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, আমি জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী বেতন পাইব, এবং যিনি আমার উপদেশ শুনিবেন, তাঁহাকে এখনি যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার চমৎকার প্রেমের বিষয় বলিব। আর আমি কি করিয়া সময় ক্ষেপ করিতেছি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাটীতে থাকিয়া যেমন পড়া শুনা করিতাম, সেই রূপ পড়া শুনা করিয়া থাকি, এবং সময়ে২ আমার খ্রীষ্টান্ বান্ধবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

বৃদ্ধা বান্ধবের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার অনেক বান্ধব আছেন কি?" প্রসন্ন বলিলেন, "হাঁ, এখানকার সমুদায় বাবুরা আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যে রামদয়ালের কথায় আমার খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের প্রতি প্রবৃত্তি হয়, তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, এবং পাদরি ও পাঁদরির পত্নী আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করেন। তাঁহারা ঐ সম্মুখের বড় বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহারা খ্রীষ্টের প্রেমে মগ্ন হইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ দেশে আসিয়া বাস করিতেছেন; অতএব তাঁহারাই আমার অন্তঃকরণের ভাব কিছু বুঝিতে পারেন। হায়! আপনারা বাটীর সকলেই যদি কেবল সেই প্রেম আস্বাদন করিতেন! যদি কামিনী আপনার কথা শুনেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে বলিবেন যে, তিনি উহা জানিবেন বলিয়া, আমি কত ইচ্ছা ও কত প্রার্থনা করি। তাঁহার নিমিত্ত সর্ব্বদাই আমার মন ব্যাকুল থাকে। তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত যে আমি কত অভিলাষ করি, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।"

"হাঁ আমি অবশ্যই তাঁহাকে বলিব। এখন আমাকে যাইতে হইল। আমি অনেক ক্ষণ বাটীহইতে আসিয়াছি, তোমার পিতা ইহা ভাল বাসেন না। তবে বাছা! এখন আমি আসি। বাটীর অন্যেরা তোমার বিষয়ে যাহা ভাবুক, কিন্তু আমি তোমাকে আন্তরিক ভাল বাসিয়া থাকি। প্রতিদিন পূজার সময়ে দেবতাদের নিকট তোমার মঙ্গল কামনা করি। দেবতারা তোমার মঙ্গল ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

প্রসন্ন পিতামহীকে প্রণাম করিলেন, এবং মনে দুঃখিত হইয়াও সান্তচিত্তে তাঁহার বাটীগমন দেখিলেন।

পৌত্রের সহিত সাক্ষাতের পর দিন২ বৃদ্ধার বলহ্রাস ও অন্যান্য সামান্য বিষয়ে মনোযোগ শিথিল হইতে লাগিল। কামিনী ঠাকুরমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বৃদ্ধার ঈদৃশী দশা দেখিয়া, সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। বিশেষতঃ কিছু দিন হইল, তিনি তাঁহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কারণ বাটীর মধ্যে কেবল তিনিই তাঁহার পতির বিষয়ে সদয়ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। কামিনী ঠাকুরমার নিকট পতিবার্ত্তা অবগত হইয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল ও কাতর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু আন্তরিক ভাব কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ক্রমে২ বৃদ্ধার দৌর্ব্বল্য বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা যে সকল গৃহকার্য্য করিতেন, অন্যান্য স্ত্রীগণকে তৎসমুদায়ের ভার দিয়া, নিশ্চিন্তভাবে থাকিতেন, অথবা নিদ্রা যাইতেন। অবশেষে তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল। কামিনী ও সৌদামিনী সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন ও শুশ্রূষা করিতেন। বৃদ্ধা কখন২ তাঁহাদিগকে সামান্য২ দৈনিক সম্বাদ, অথবা ছেলেরা কে কেমন আছে, তৎসমুদায় জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু প্রায় নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া, স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিতেন। তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহারা এমন বিবেচনা করিতেন। এক দিন কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, তিনি নেত্র উন্মীলন করিলেন, এবং কামিনী ও সৌদামিনীকে

পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া, বলিলেন, "কামিনি! যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তোমার স্বামী কি কখন তোমাকে এমন কোন ব্যক্তির কথা বলিয়াছিলেন?" এই কথা শুনিয়া, সৌদামিনী কামিনীর কাণে২ বলিলেন, "দুর্ব্বল হওয়াতে, ইহাঁর অন্তঃকরণ অস্থির হইয়াছে। বোধ হয়, ইহাঁর জ্বর হইয়া থাকিবে। আমি ইহাঁর মাথায় জল দিব?" এই কথা বলিয়া, তিনি জল আনিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা তাঁহাদের কাণাকাণি কথা শুনিয়া, বলিলেন, "না বাছা! আমার মন সম্পূর্ণ উত্তম আছে। এবং যাহা বলি, তাহা শুন।"

সৌদামিনী তাঁহার নিকট আসিলে, তিনি পুনরায় কামিনীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কামিনী কহিলেন, "হাঁ ঠাকুরমা! তিনি একটী নূতন ধর্ম্মের বিষয়ে আমাকে অনেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন। এখন আমার বোধ হয়, উহা খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্ম।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে; উহার বিষয়ে আমার অধিক শুনিবার ইচ্ছা আছে। প্রসন্ন আমাকে কেবল প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনাইয়াছেন। পাদরিও অনেক বৎসর পূর্ব্বে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র আমাদিগকে ভাল বাসেন বলিয়াই সেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।"

সৌদামিনী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "খ্রীষ্টানেরা উহা বিশ্বাস করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমরা জানি, উহা সত্য হইতে পারে না।"

বৃদ্ধা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি

উহা অবশ্যই সত্য বোধ করি, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার এই বিবেচনা। আমরা সকলেই জানি, ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রীতির উপযুক্ত অন্তঃকরণও দিয়াছেন। এই ধর্ম্মে ঈশ্বর প্রেমসিন্ধু ব্যক্ত হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া তাহার নিত্য সেবক হই এই জন্যে তাঁহার পুত্র কেবল করুণা করিয়া আমাদের নিমিত্তে আত্মপ্রদান করিয়াছেন। অধিক কি! মৃত্যুর পরও আর আমাদিগকে রূপান্তর ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে আসিতে হইবে না; তাঁহার সহিতই স্বর্গে বাস করিব। কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর প্রতি কে প্রীতি করিতে পারেন?"

কামিনী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া, বলিলেন, "যে ধর্ম্ম আপনার পৌত্রকে আমাদিগহইতে বিভিন্ন করিয়াছে এবং যে ধর্ম্ম তাঁহাকে আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে, সেই ধর্ম্মকে প্রীতিময় কি প্রকারে বলিব?" ঠাকুরমা বলিলেন, "খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মে না হিন্দুধর্ম্মে ঐ রূপ করিয়াছে? তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে ও ঘৃণা করিতে হিন্দুধর্ম্মই তাঁহার পরিবারবর্গকে উপদেশ দিয়াছে। প্রসন্ন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে আমাদের প্রতি যত প্রেম করিতেন, এই নূতন ধর্ম্মের গুণে অধিক প্রেম করেন। কারণ তিনি ইহাতে এই শিক্ষা পাইয়াছেন, যে ত্রাণকর্ত্তা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকেও ভাল বাসিয়া থাকেন এবং আমরা কেবল প্রার্থনা করিলেই, তিনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন। হায় তিনি আমাকেই ত্রাণ করিবেন কি না? তাহা জানিতে চাই। গত কয়েক সপ্তাহ

অবধি যখন তোমরা আমাকে নিদ্রিত বোধ করিতে, তখন আমি তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতাম, যে হে ত্রাণকর্ত্তা, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকেও ত্রাণ কর।"

এই কথা বলিয়া, তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইলেন। অনন্তর ব্যগ্রতা পূর্ব্বক বলিলেন, "হাঁ, আমি তাঁহাতে বিশ্বাস করি, এবং তিনি আমার প্রতি যে উদার প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রীতি করি।"

সৌদামিনী বৃদ্ধার সহসা ঈদৃশ স্বীকারের কথা শুনিয়া, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। ঐ সকল কথা তাঁহার ভয়ানক বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন, যে ঠাকুরমাকে এত ভক্তি করিয়া থাকি, তিনিই এমন কথা বলিলেন। তাদৃশ কথা অধিক শুনিতে, তাঁহার শঙ্কা হইল? তিনি বলিলেন, "ঠাকুরমা! আর এখন অধিক কথা কহিবেন না। আপনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন, কিছুকাল নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করুন।"

এই কথা বলিয়া, সৌদামিনী সন্তানকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন। শিশুটী তৎকালে জাগিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। কিন্তু কামিনী কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে নূতন ধর্ম্মের প্রতি এত শ্রদ্ধা করেন, তদ্বিষয়ে আর কিছু জানিবার উপায় আছে? আমি অধিক জানিতে অভিলাষ করি।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমি তোমাকে অধিক কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু পরিবারের মধ্যে যদি কেহ কখন পাঠ করেন, এই আশয়ে প্রসন্ন আমার নিকট কতক গুলি

পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। আমার ঘরের নিকটেই সেই খালি ঘরের কোণে একটী বড় বাক্সেতে তুমি তৎসমুদায় দেখিতে পাইবে। এখানেই চাবি আছে, লইয়া যাও, তুমিও আমার ন্যায় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে, আমি এমন আশা করি।”

এমন সময়ে মহেন্দ্রের পত্নী শ্বশ্রূ কেমন আছেন দেখিবার নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইলেন। কামিনীর অন্তঃকরণ এই অদ্ভুত ও নূতন ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; তিনিও আপনার নির্জ্জন গৃহে চলিয়া গেলেন।

কামিনী একাকিনী হইবামাত্র, মনে২ ভাবিলেন; “কি আশ্চর্য্য! ঠাকুরমা এত অল্প শুনিয়াই এই ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম সত্য হওয়াই প্রায় আমার মনের বাঞ্ছা। খ্রীষ্টান্‌দের ন্যায় ঈশ্বরপ্রেমে বিশ্বাস করা অবশ্যই সুখের বিষয়। এখন কেহই আমার নিকট আসিবে না; ঠাকুরমা যে পুস্তকের কথা বলিলেন, এই সময়ে গিয়া, সেই পুস্তকগুলি আনি।”

এই কথা বলিয়া, কামিনী বৃদ্ধার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন পূর্ব্বক পুস্তকগুলি লইলেন, এবং সাবধানে বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া, স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

ঐ রাত্রিতে কামিনীর স্বল্প নিদ্রা হইল। তিনি প্রতিদিন যে সময়ে নিদ্রা যাইতেন, সে দিন সেই সময়ে নিদ্রা না গিয়া, একটী নিষ্প্রভ প্রদীপের নিকট বসিয়া, স্বামী ধর্ম্মপুস্তকের যে অন্তঃভাগ পড়িতেন সেই খানি পড়িলেন। প্রথমতঃ খ্রীষ্টের অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত, তৎপরে যে সকল জ্ঞানিলোক পূর্ব্বদিকের উজ্জ্বল তারা দেখিয়া,

খ্রীষ্টকে দর্শন ও পূজা করিবার নিমিত্ত অতি দূর দেশ-হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন। তিনি অতি সহজ মাতৃভাষায় এই সরল উপাখ্যান পাঠ-করিয়া এমন মোহিত হইলেন, যে অতি ব্যগ্রচিত্তে এক পৃষ্ঠার পর আর এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িলেন, এবং যে পর্য্যন্ত সত্য নির্ণয় করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত কখনই নি-শ্চিন্ত থাকিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সে দিন পাঠ-হইতে নিবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধার নিকটে তাঁহার দিবস, ও অন্তভাগ পাঠে দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত হইত। এই রূপে অনেক দিন গত হইল। তিনি যতই পাঠ করিলেন ততই মোহিত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তঃ-করণ নূতন ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষিত হইল। ইহার অদ্ভুত পবিত্রতা, স্বার্থশূন্য ত্যাগ স্বীকার, সকল মনুষ্যের প্রতি প্রেম ও দয়াপ্রভৃতি ক্রমিক উপদেশ সকল তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। তিনি হিন্দুধর্ম্মে যে সকল উপদেশ পাইয়াছিলেন, ইহা সেই সমুদায়-হইতে কত উৎকৃষ্ট, মনে২ তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কামিনী প্রতি রাত্রিতেই আ-পনার নবপ্রাপ্ত ধর্ম্মনিধি পাঠ করিবার সময়, যদিও অন্তঃকরণে স্বীকার করিতে শঙ্কিত হইতেন, কিন্তু আমি এই নূতন ও মনোহর ধর্ম্ম বাস্তব-সত্য বোধ করিতে পারি, এই অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে দিন২ বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

কামিনী ঈদৃশ অবস্থায় এক দিন ঠাকুরমার নিকট

গিয়া, তাঁহার আকারের পরিবর্ত্ত অবলোকন করিলেন। বৃদ্ধা দিন২ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। যে তাঁহাকে দেখিত, সেই তাঁহার মৃত্যু আসন্ন প্রায় বোধ করিত। সময়ে২ তাঁহার মন অস্থির হইত, কিন্তু কামিনী নিকটে গিয়া কথা কহিবামাত্র তিনি প্রফুল্ল মুখ হইয়া, মৃদুস্বরে বলিতেন, "বাছা! আমার নিকট বস, যত ক্ষণ আমার দর্শন শক্তি থাকে, তত ক্ষণ আমি তোমাকে দেখিব।"

কামিনী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, এবং সস্নেহভাবে শুশ্রূষা করিয়া, অন্তিম দশায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সেই দিনে বাটীর সকলেই তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি সকলেরই সম্মানের পাত্র ছিলেন বটে, তদ্ভিন্ন তাঁহার সৎস্বভাব ও সকলের প্রতি সদয় ব্যবহারের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

এক্ষণে চন্দ্রকুমারই বাটীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি মরণোন্মুখ বৃদ্ধার বৈতরণী প্রভৃতি অন্তকার্য্য সমাপনের নিমিত্ত, পুরোহিতদিগকে সম্বাদ দিলেন, এবং বাটীর সকলেই বিষণ্ণভাবে তৎসমুদায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা আর কাহাকেও কিছুই বলিতেন না। কেবল কামিনীকে কখন২ দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাঁহার ওষ্ঠ সঞ্চালিত হইতে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু তিনি কি বলেন, কেহই তাহা শুনিতে পাইতেন না। কামিনী এক বার নত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ঠাকুরমা! আপনি কি কিছু চান? আমি কি আপনার কিছু উপকার করিতে পারি?" তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরপুত্র ব্যতীত, এখন আর কেহই আমার কিছু করিতে পারে না। আমাকে সাহায্য ও পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত, আমি তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছিলাম।" তিনি এই কথা এত মৃদুস্বরে বলিলেন যে, কামিনী ভিন্ন, আর কেহই উহা বুঝিতে পারিলেন না। উহা শুনিবামাত্র, কামিনী মনে ২ বলিতে লাগিলেন, "হায়! ঠাকুরমা ত্রাণকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস করিয়া, যে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন, যদি আমার এই অধীর অবস্থায় তাহাই পাইতাম।" তিনি অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে বৃদ্ধার নিকট বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত প্রায় হইল। তিনি পুনরায় বলিলেন; "হে যীশু খ্রীষ্ট! হে ঈশ্বরপুত্র! তুমি আমার পাপের নিমিত্ত আত্মপ্রদান করিয়াছ, এক্ষণে আমাকে স্বর্গলোকে তোমার নিকট স্থানদান কর।" এবার সকলেই উহা শুনিতে পাইলেন।

কামিনীও সেই প্রার্থনায় মিলিত হইলেন। তিনি আত্মচিন্তায় এত মগ্ন হইয়াছিলেন, যে সকলে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে আপনার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যাহা হউক, এই সময়ে পুরোহিত প্রবেশ করাতে তদ্বিষয়ে কোন কথাই হইল না।

পুরোহিতেরা প্রবেশ করিবামাত্র, তন্মধ্যে এক জন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র মাতাকে আস্তে ২ শয্যাহইতে তুলিয়া পার্শ্বস্থিত কুশাসনে রাখিলেন। অনন্তর পুরোহিত বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মরণকালে

লোকেরা যেমন পুরোহিতকে দিয়া থাকে, আপনি সেই রূপ গো বা অর্থদান করিতে পারেন কি না? কিন্তু তিনি কুশাসনে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন; কেবল অল্প ২ নিশ্বাস পড়িতেছিল। তিনি যে ত্রাণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রার্থনা করাই, তাঁহার অন্তঃকার্য্য হইল। মহেন্দ্র বাবু যেন তৎসমুদায় শুনেন নাই এমন ভাণ করিয়া বলিলেন "আমি মাতার নামে দান করিব।" তিনি ঈদৃশ মহৎকার্য্যে পুরোহিতকে আপনার ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদার অনুরূপ অনেক দান করিলেন।

দানকার্য্য সমাপন হইবামাত্র, মহেন্দ্র বাবু মাতার মস্তকে গঙ্গাজল দিতে গেলেন, কিন্তু উহা দিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিবামাত্র, স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

উহাদের ক্রন্দন কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, বৃদ্ধার ভগিনী ও পুত্রবধূ মহেন্দ্রের পত্নী তাঁহার মস্তকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। তাঁহারা মৃতদেহ স্নান করাইয়া, যে শয্যাতে ছিল তাহা পুষ্পমালায় সাজাইলেন, এবং চন্দন তৈল মিশ্রিত এক খানি বস্ত্রে শব আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর মহেন্দ্র বাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র ও চন্দ্র ও নব পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে দাহ করিবার নিমিত্ত নদীতীরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। রাজেন্দ্রের দুই পুত্র, এক জন এক পাত্রে খাদ্য, ও দ্বিতীয় আর এক পাত্রে অগ্নি লইয়া, অগ্রে ২ চলিলেন। পুরোহিতেরা পশ্চাদ্গামী হইলেন। যে পথে অতি অল্প লোক চলে, তাঁহারা

সকলে সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সকলেরই আন্তরিক ক্ষোভ হইল।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া আস্তে২ খাট নামাইলেন, এবং দক্ষিণশিরা করিয়া রাখিয়া গঙ্গাতে স্নান করিতে গেলেন। স্নান হইলে চন্দ্র ও নব উপযুক্ত স্থান দেখিয়া চিতা সাজাইতে লাগিলেন। চিতা প্রস্তুত হইলে, মহেন্দ্র বাবু মৃতদেহ লইয়া গঙ্গাতে স্নান করাইলেন, এবং গয়াদি পবিত্রতীর্থ ও পর্ব্বত সমুদায়, ও গঙ্গা ও অন্যান্য সাতটী পবিত্র নদী ও চারি সমুদ্রের নাম উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্য সমাপনের পর, তিনি শবকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া, আস্তে২ চিতার উপর শোয়াইলেন। যুবকেরা পুষ্প ও মালায় চিতা সাজাইলেন। মহেন্দ্র বাবু এক নুড়া আগুন লইয়া, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপযুক্ত মন্ত্রানুসারে অগ্নিদান করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন; "দেবগণ! উজ্জ্বলিত মুখে এই শব দাহন কর।" এই প্রার্থনা করিয়া, দক্ষিণ হস্ত চিতার দিকে রাখিয়া, প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর বাম জানু পাতন পূর্ব্বক চিতাতে ও শবের মুখে অগ্নি দিলেন। এ দিকে পুরোহিতেরা এই মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন; "হে অগ্নি! ইনি তোমাহইতে পুনরায় উৎপন্ন হইয়া; স্বর্গলাভ করুন। এই দান যেন শুভ হয়।"

অনন্তর সকলেই চিতার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া, "যিনি এই মাংস দগ্ধ করিবেন, তাঁহাকে নমস্কার।"

এই মন্ত্র পাঠ করিতে২ অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রক্ষেপ করিলেন।

শবদাহ হইলে পর, তাঁহারা সকলে পুনরায় চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। এবার সকলেই বামহস্ত চিতার দিকে রাখিলেন, অতি সাবধানে অগ্নির দিক্ হইতে মুখ ফিরাইলেন। অনন্তর তাঁহারা গঙ্গাতে গিয়া, "জল! আমাদিগকে পবিত্র কর" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিলেন। তৎপরে প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করা হইল।

তাঁহারা বস্ত্র পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্মশানের অনতিদূরেই ঘাসের উপর বিশ্রাম করিতে বসিলেন; এবং "যে মানব দেহের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করে, সে মূর্খ। মানবদেহ কদলী তরুর ন্যায় অসার, ও সমুদ্রফেণের ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর। যখন পৃথিবীই বিনষ্ট হইবে, সমুদ্র ও দেবতারা সকলেই অস্থায়ী, তখন বিনশ্বর মনুষ্য কেনই না বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? কি সামান্য, কি মহৎ সমুদায়ই শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে, সংযুক্ত দেহ বিযুক্ত, ও মৃত্যু করে জীবনান্ত হইবে" মানব দেহের অস্থায়িতা ও গর্ব্বের বিষয়ে এবম্বিধ কথোপকথন করিয়া, আপনাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

তাঁহারা সমস্ত দিন গঙ্গাতীরেই থাকিয়া সায়ংকালে বাটী গমন করিলেন। মহেন্দ্র বাবু একটী জলপূর্ণ মৃণ্ময় পাত্র লইলেন, আর২ সকলে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া চলিলেন। রাজেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র সকলের মধ্যে কনিষ্ঠ প্রযুক্ত অগ্রে২ যাইতে লাগিল, এবং এক জন ব্রাহ্মণ এক গাছি স্থূল যষ্টি হস্তে করিয়া, সকলের অগ্রে যাইয়া

যেন ভূত পিশাচ প্রভৃতিকে তাড়াইতে লাগিলেন। সকলে গৃহে উপস্থিত হইলে, মহেন্দ্র বাবু জলার্দ্র কুশ-মার্জ্জনী দিয়া একটী স্থান পরিষ্কার করিয়া, তদুপরি একটী ক্ষুদ্র বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং সেই বেদি ও চতুর্দ্দিক্‌স্থ ভূমি কুশেতে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পিণ্ড প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। অন্ন, তিল, মধু, দুগ্ধ, নবনীত এবং চিনিতে পিণ্ড প্রস্তুত হইল। "মাতঃ! যে পিণ্ডে আপনার মস্তক পুনঃ সৃষ্ট হইবে, সেই এই প্রথম অন্ত্য পিণ্ড গ্রহণ করুন" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, মহেন্দ্র বাবু বেদিতে পিণ্ড স্থাপন করিলেন।

অনন্তর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্থান পরিষ্কার করিয়া, কতক গুলি পুষ্প, একটী প্রদীপ্ত প্রদীপ, তাম্বূল, তিল জলপূর্ণ একটী মৃণ্ময় পাত্র ও উর্ণাবস্ত্রে বেষ্টিত পিণ্ড, "আপনি এই সমুদায় গ্রহণ করুন" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রেতের উদ্দেশে প্রদান করিলেন। এই ক্রিয়া সমাপনের পর সকলে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ রহিল। এই দশ দিনের মধ্যে বাটীর কেহই দিনের বেলায় কিছুই আহার করিতেন না। কেবল রাত্রিতে এক বার আহার হইত। বাটীর মধ্যে রান্না হইত না বলিয়া, যাহা কিছু প্রস্তুত থাকিত, তাহাই অপক্ক ভোজন করিয়া সকলে জীবনধারণ করিতেন। পুরুষেরা কেহ তামাক খাইতেন না, বা কামাইতেন না। স্ত্রীলোকেরা বেশভূষা ও কেশ বিন্যাসাদি হৃদয়প্রিয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ, ও সকলেরই মুখ অপ্রসন্ন হইল। অধিক কি! যে আহ্নিক

পূজা কিছুতেই নিবারিত হয় না, তাহাও রহিত হইল। মহেন্দ্র বাবু প্রথম দিনের ন্যায় প্রত্যহই সতিল গঙ্গোদক দিয়া পিণ্ডদান করিতেন। দিনের সংখ্যানুসারে পিণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত। প্রেতের কোন অঙ্গ পুনঃসৃষ্ট হইবে বলিয়াই, ঐ পিণ্ড প্রদত্ত হইত। তিনি দশম দিনের প্রভাতে "আপনি এই দশম পিণ্ড গ্রহণ করুন, ইহাতে আপনার নব দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা সমুদায়ই নিবারিত হইবে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশটী পিণ্ডদান করিলেন।

এই ক্রিয়ার পর ভস্মসংগ্রহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই উদ্দেশে দাহস্থানে অতি যত্নে ভস্ম রক্ষিত হইয়াছিল। প্রেতের উদ্দেশে জল ও নানাবিধ খাদ্য প্রদানের পর, পুরোহিতেরা এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন;—

"বায়ু সকল মধুর হইয়া সঞ্চালিত হউক। নদী সকল মধুময়ী হইয়া প্রবাহিত হউক। ওষধি সকল মধুময় হউক। প্রাতঃকাল মধুররূপে অতিবাহিত হউক। স্বর্গ মর্ত্যের আত্মা আমাদের নিকট মধুময় হউক। শস্য ও বৃক্ষাদি সমুদায় মধুর হউক। সূর্য্য মধুর কিরণ প্রদান করুন।" এই প্রার্থনার পর আর একটী প্রার্থনা হইল। "এই খাদ্যে যাহা কিছু বৈগুণ্য থাকে, এই সংস্কারে যাহা কিছু ত্রুটি হইয়াছে, ও এই ক্রিয়াতে যাহা কিছু ন্যূনতা হইয়াছে, তৎসমুদায় পূর্ণ হউক।"

অনন্তর মহেন্দ্র বাবু পুরোহিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং মাতৃশ্রাদ্ধের সফলতার নিমিত্ত প্রধান ২ ব্রাহ্মণদিগকে অনেক অর্থ দিলেন।

তৎপরে পুরোহিতেরা আর একটী প্রার্থনা করিলেন।

অনন্তর বাটীর সকলেই একত্র হইয়া, শ্মশানে গিয়া, দেবতাদের উদ্দেশে নানা প্রকার আহার সামগ্রী, জল, পুষ্পমালা এবং গন্ধদ্রব্য প্রদান করিলেন। মহেন্দ্র বাবু, "সর্ব্বভুক্ অগ্নিমুখ দেবতাদিগকে নমস্কার" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে স্থানে অস্থি পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া তৎসমুদায় তুলিয়া, গঙ্গোদক দিয়া ধৌত করিলেন, এবং একটী পত্রপুটে রাখিলেন। তৎপরে সেই পাতের ঠোঙা একটী নূতন মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া, বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক সূত্রেতে বিলক্ষণ করিয়া বাঁধিলেন। অনন্তর যে স্থানে নদীর জল আসিতে না পারে, এমন একটী পরিষ্কার স্থান মনোনীত করিয়া খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে কুশ পাতিয়া, সেই পাত্রটী রাখিলেন, এবং গর্ত্তটী মাটি ও কাঁটা ও শেওলা দিয়া বুজাইলেন। কিছু কাল পরে তিনি আবার সেই স্থানে গিয়া চিতাভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করিয়া, মাটি দিয়া গর্ত্ত বুজাইলেন। এক্ষণে সকলে স্নান করিয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ক্ষৌরী হইলেন, এবং গৃহে গমন ও শাস্ত্রানুসারে আপনাদিগকে পবিত্র বিবেচনা করিলেন।

এই সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, কামিনীর মনে অত্যন্ত সন্তোষ হইল। তিনি উহাতে বিরক্ত হইয়াছিলেন; ঐ সমুদায় ক্রিয়া তাঁহার নিকট নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া প্রতীত হইল। তিনি ঐ দশ দিন প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ পাঠ করিতেন। তিনি মৃতের পুনরুত্থানের বিষয় ভাবিয়া২ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কাহাকে সত্য, কাহাকে ভ্রম মানিতে হইবে ইহা জানিতে

তাঁহার নিতান্ত অভিলাষ হইল। তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তম বোধ হইতে লাগিল কিন্তু পাছে ভ্রমাত্মক প্রতীত হয়, তাঁহার মনে এই উদ্বেগ জন্মিল। তিনি যত ভাবিলেন, ততই তাঁহার গোল বোধ হইতে লাগিল। কোন সিদ্ধান্তই প্রীতিকর হইল না। "নব যদি এই বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত করিতে পারেন," এই আশয়ে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া, নিশ্চয় করিলেন।

এক দিন নব আহার করিয়া উঠিলে, কামিনী তাঁহার নিমিত্ত একটী ছোট ঘরে বসিয়া পান প্রস্তুত করিতেছেন, এমন সময়ে নব মুখ ধৌত করিয়া আসিয়া, বারাণ্ডার থামের ধারে দাঁড়াইয়া, পানের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কামিনী, তথায় কেহ আছে কি না, ও তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইবেন কি না, দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন; "নব! খ্রীষ্টানেরা আপনাদের ধর্ম্ম সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার নিমিত্ত যে সকল কারণ প্রদর্শন করে, তুমি কি কোন পুস্তকে তাহা পাঠ কর নাই? আমি তোমার নিকট সেই সমুদায় যুক্তির কিছু শুনিতে চাই।"

নব বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? আমি বুঝাইয়া দিলেও, তুমি বুঝিতে পারিবে না।"

"হাঁ, অবশ্য বুঝিতে পারিব নব! তুমি আমাকে সেই সকল বল।"

"আমিই বলিব? না গো না। পরিবারের মধ্যে এক জন যে সেই প্রলাপবাক্যে বিশ্বাস করিয়াছে তাহাই

যথেষ্ট, উহাতে আমাদিগকে বিলক্ষণ বিরক্ত হইতে হইয়াছে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের এ সকল প্রশ্নের প্রয়োজন কি? ও! আমি বুঝিয়াছি, তুমি বাটীর কর্ম্মকাযে বিরক্ত হইয়াছ।”

“না নব! বড় দিদি ও মেজ দিদি যত কায করেন, আমিত তত কায করিয়া থাকি। নব! সেই সকল কার্য্যে আমার চিন্তার আবশ্যক করে না, কিন্তু তুমি জান, স্ত্রীলোকে চিন্তা করিতে পারে। তোমার ভাইকে ঠাকুরমার দেখিতে যাওয়া অবধি, আমি খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক চিন্তা করিতেছি। নব! যদি উহা সত্য হয়?”

নব কামিনীর সহসা ঈদৃশ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বিনীতভাবে বলিলেন, “বউ! উহা যে সত্য হইতে পারে, তুমি তাহার কি প্রমাণ পাইয়াছ।”

“কেন, তোমার ভাই ঠাকুরমাকে বলিয়াছেন যে, এই ধর্ম্ম প্রীতিময়। ঠাকুরমা আমাকে তাহা বলিয়াছিলেন। আমি সেই বিষয় চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে ভাল বাসেন বলিয়াই, ঐ ধর্ম্ম দিয়াছেন। তাঁহাকে প্রীতি করাই উহার সার মর্ম্ম। আমরা, অন্ততঃ আমি যাহা চাই, তাহা ইহাতে পাওয়া যায়। ঠাকুরমা মরিয়া গিয়াছেন। তোমার ভাই আমার পক্ষে মরার বাড়া হইয়াছেন। এক্ষণে আমার আর ভাল বাসিবার কেহই নাই। আমি খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের বিষয়ে যে অল্প জানিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি হইতে পারিবে।”

এই কথা শুনিয়া, নব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ ঠিক স্ত্রীলোকের মত যুক্তি হইয়াছে। মনেতে যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ হয় তাহাই গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, ইহার মধ্যে বিচার নাই। যাহা হউক, তাহা প্রমাণ নয়।"

কামিনী আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন, "আমার অন্য হেতুও আছে। কি খ্রীষ্টান্ কি হিন্দু সকলেই ধর্ম্মকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ধর্ম্ম শুদ্ধিকরও হইবে। কারণ উত্তম তরুতে উত্তম ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন দেখ হিন্দুধর্ম্মে কেবল ব্রতাদিরই নিয়ম আছে, অন্তঃকরণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। আমার ভাসুর যখন তোমার ভাইয়ের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত পুরোহিত ডাকেন, তখনি আমি ঐ বিষয় বিবেচনা করিলাম। কড়ি উৎসর্গ, ও ব্রাহ্মণকে অর্থ দানদ্বারা, তিনি পুনরায় আন্তরিক হিন্দু কখন হইতে পারিতেন না, অথচ তাঁহার জাতিলাভ হইত ও তিনি হিন্দুধর্ম্মের সমুদায় অধিকার প্রাপ্ত হইতেন। পবিত্র ত্রাণকর্ত্তার প্রতি প্রীতি খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল। ইহাতেই মন পবিত্র হয়। তোমার ভাইয়ের সহিত শেষ সাক্ষাতের সময়ে তিনি আমাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।"

নব ভ্রাতার নাম শুনিবামাত্র, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কর্কশভাবে বলিলেন, "আমার ভাই! পাপাত্মা জাতিভ্রষ্ট খ্রীষ্টান্!" এই কথাতে কামিনীর বিধু-মুখ বিষণ্ণ ও নেত্র অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে নব ধীরভাবে বলিলেন, "বউ! রোদন করিও না। তোমাকে দুঃখিত করিবার নিমিত্ত বলি নাই। আমি এখন আসি।"

আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে। তুমি যাহা বুঝিতে না পার, তাহা ভাবিয়া২ কেন মনের ক্লেশ জন্মাও।” এই কথা বলিয়া তিনি তথাহইতে গেলেন।

কামিনী, আপনার প্রেমের পাত্র কেহই নাই বলিয়া, আক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌদামিনী যে আপনার প্রেমাস্পদ হইয়াছেন, এ কথা তৎকালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরমাকে যেমন ভাল বাসিতেন, তাঁহাকেও শীঘ্রই সেই রূপ ভাল বাসিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের উভয়েরই এক প্রকার অবস্থা হইয়াছিল। উভয়েই পতিবিরহিত হইয়াছিলেন। কামিনীকে বিধবোচিত চরিত কঠোর ব্রত সকল করিতে হইল না বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন শূন্য ও লক্ষ্যহীন হইয়াছিল। ঠাকুরমার পীড়া ও মৃত্যু ঘটনাও তাঁহাদের প্রণয়ের অন্যতর কারণ। বৃদ্ধা মৃত্যুকালে যে সকল অদ্ভুত কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনে সর্ব্বদা সেই বিষয়ের কথোপকথন করিতেন। বৃদ্ধা যে নূতন ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কামিনী অন্তভাগে তদ্বিষয়ের যাহা২ পাঠ করিয়াছিলেন, সৌদামিনীকে সেই সকল বলিতেন। কামিনী সেই বিষয়ের কথোপকথন ভাল বাসিতেন বলিয়াই সৌদামিনী কখন২ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতেন; কিন্তু কিছুই তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হইত না। তিনি কখন অধিক চিন্তা করিতে পারিতেন না, পারিলেও, সন্তানগণের লালন পালন ও গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত, সুতরাং কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর থাকিত না। যাহা হউক, যদিও

কামিনী সৌদামিনীকে আপনার ভাব ও চিন্তার সমভি-ব্যাহারিণী করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের প্রণয় দিন২ দৃঢ়রূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং তাদৃশ সৌ-হার্দ্দ হওয়াতে পরস্পরেই সুখী হইলেন।

কামিনী আপনার অনুসন্ধান বিষয়ে নবের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া, অধিক যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল, তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসিনী হইলেন না। তিনি প্রথ-মতঃ ভীতচিত্তে, কিন্তু ক্রমে২ অধিকতর বিশ্বস্তচিত্তে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরসমীপে এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে ঈশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, তবে আমাকে সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দেও।" অবশেষে এক দিন তিনি নবকে বাটীর পশ্চাদ্ভাগের বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িতে দেখিয়া, তথায় আসিলেন, ও সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া সতর্কভাবে বলিতে লাগিলেন; "নব! তোমার স্মরণ আছে, তুমি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলে যে, আমি যে সকল বিষয় বুঝিতে পারিব না, তাহা চিন্তা করিয়া ক্লেশ না পাই। তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ দিয়া-ছিলে, কিন্তু তোমার পরামর্শানুসারে কেমন করিয়া কায করিব, বল? আমি খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিষয়ে যাহা কিছু শুনিয়াছি, সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি। কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারিব।"

"কেন বউ! এ প্রশ্ন করা তোমার উচিত হয় না। যাহারা কিছুই জানে না, কিছু বুঝে না, তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারে। তোমার মত স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। তুমি আমাদের ধর্ম্মের প্রার্থনা ও মন্ত্র সমুদায়

বুঝিতে পার। কেন সেই সকল অভ্যাস ও বার২ জপ কর না? ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বিষয়ে বিলক্ষণরূপে চিন্তা ও মনোনিবেশ করিলে, তোমার মঙ্গল হইবে।”

“আমি ভাই! অনেক ভাবিয়াছি, কিন্তু দেবতাদের চরিত্রাদি অসৎ আমার মনে এই যে ভাবের উদয় হইয়াছে সেই ভাব যদি দূষ্য হয় তবে ভাবনা করিলেই বা সেই ভাবের কিরূপে সংশোধন হইতে পারে। যাহারা দেবতাদিগকে বিরক্ত করে, তাঁহারা তাহাদিগকে শাস্তি দেন; ও যথেচ্ছামতে প্রসন্ন হইলে বলেন যে, ‘তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম।’ এমন কথায় যদি বিশ্বাস হয়, তবে বিবেচনা কর, শ্বশুরের মত সুশীল ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোকদিগকে তাঁহারা যে প্রকৃত পুরস্কার দিবেন তাহার নির্ণয় কি? কিন্তু তোমার ভাই বলিয়াছেন, যে খ্রীষ্টান্‌দের ঈশ্বর কহিয়াছেন, পাপের শাস্তি দিব। তাহাই দিয়াছেন। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের পাপের দণ্ড ভুগিবার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হইলেও হইতে পারে।”

এই কথা শুনিয়া নব হাসিতে২ বলিলেন, “বউ! তুমি ভাল বুঝিয়াছ, খ্রীষ্টান্‌দের হৃৎপ্রিয় বাক্য ওষ্ঠগত করিয়াছ। ভাল বল দেখি, যে ব্যক্তি নিরপরাধিকে অপরাধের নিমিত্ত শাস্তি দিতে পারে, তুমি তাহাকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে?”

“তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন বলিয়াই স্বেচ্ছানুসারে স্বয়ং দণ্ড স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর অতএব তাঁহার নিজ ইচ্ছা ব্যতীত কেহ তাঁহার প্রতি

সেই দণ্ড করিতে পারে না। আমি পড়িয়াছি, তিনি স্বয়ং ঐ কথা বলিয়াছেন।”

আমি পড়িয়াছি, এই কথা বলিবামাত্র, আপন গোপনীয় ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছেন, কামিনীর এই কথা স্মরণ হইল। তিনি ব্যাকুলচিত্তে নবের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পাছে কি পড়িয়াছেন, নব তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার অন্তঃকরণে এই শঙ্কা হইল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে মহেন্দ্র বাবু আসিয়া পরামর্শ করিবার নিমিত্ত নবকে স্বগৃহে আহ্বান করিলেন।

মহেন্দ্র হেমলতার বিবাহের বিষয়ে নবের সহিত পরামর্শ করিবেন বলিয়াই, তাঁহাকে ডাকিলেন। হেমলতার বয়স প্রায় আট বৎসর হইয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এই সময়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া, পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য। চন্দ্রকুমার বৃদ্ধ মহেন্দ্রের অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং সাংসারিক বিষয়ে কোন পরামর্শ করিতে হইলে, নবই একমাত্র পাত্র ছিলেন।

নব বলিলেন, “হাঁ এক্ষণে বিবাহ দিবার পূর্ণকাল উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু আমার কেবল একটী আপত্তি আছে। এখন আমাদের যেরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছে, তদনুসারে বিবাহ দিতে অনেক ব্যয় হইবে; কিন্তু আপনার এখন তত টাকাও নাই।”

মহেন্দ্র বলিলেন, তাহা আমি বুঝিব। কুল মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এত করিলে পরে এখন কোন হানি হইতে দিব না। অবশ্যই হেমলতার বিবাহ দিতে

হইবে। আর অর্থের কথা বলিতেছ, আবশ্যক হইলে, অবশ্য তাহা করিতে হইবে। যদি ভাগ্যে এমন লেখা থাকে, যে আমার পরিবার দরিদ্র হইবে, তাহা হইলে ভাগ্যের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কি করিব।

নব বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আবশ্যক হইলে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। আহা! বালিকা হেমলতা বিবাহিতা হইলে, ও আপনি যে সকল অলঙ্কার দিবেন, তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইলে, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবে।"

অনন্তর হেমলতার অলঙ্কারের নিমিত্ত কত ব্যয় হইবে, তদ্বিষয়ে পিতা পুত্রে কথোপকথন হইবার পর তাঁহাদের পরামর্শ ভঙ্গ হইল।

অবশেষে মহেন্দ্র বলিলেন, "আমি কল্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বর অন্বেষণে ও প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত সকল করিবার নিমিত্ত ঘটক পাঠাইব।"

হিন্দুদের মধ্যে যে প্রকার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে, ইংরাজ পাঠকেরা চমৎকৃত হইবেন। কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, পিতা এক জন ঘটক পাঠাইয়া দেন। ঘটকেরা সচরাচর ব্রাহ্মণদের মধ্যে নীচ শ্রেণীস্থ। বরকন্যার পিতাদিগকে পরস্পর আলাপ করিয়া দেওয়াই, ইহাদের ব্যবসায়। তাঁহারা উভয়ে সম্মত হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে; ও ঘটকেরা উভয় পক্ষহইতে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। সেই রাত্রিতে মহেন্দ্র আপন স্ত্রীর নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। পর দিন স্ত্রীগণের মধ্যে ঐ কথাবার্ত্তার সাতিশয় আন্দোলন চলিল।

মহেন্দ্র ও অন্যান্য পরিবারগণ যখন এই কার্য্যেই

ব্যস্ত হইলেন, তৎকালে নবের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব উদিত হইল। কামিনীর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার অন্তঃকরণহইতে তিরোহিত হয় নাই। অধুনা তিনি সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। প্রসন্নের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া অবধি, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মন অত্যন্ত অস্থির ছিল, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ ও প্রসন্নের ন্যায় ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন নাই। অতএব তিনি আপনার মানসহইতে এই বিষয় একেবারে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণে আবার সেই ভাব সম্পূর্ণ শক্তিতে তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইল। তিনি সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ স্বহৃদয়হইতে দূরীকৃত করিতেছিলেন। এদিকে এক জন স্ত্রীলোক (নব যেমন ভাবিয়াছিলেন) অতি সামান্য অথবা কিছুই নয় বলিলে হয়, এমন শিক্ষাতেও কেবল স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার সংস্কার সহকারে যে যুক্তিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য নির্ণয় করা যায়, সেই যুক্তি অনুসারে আপনাকে চালিত ও তৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছিলেন। কামিনী যে সমুদায় শিক্ষাতেই স্থির পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ যিনি আপনার অদ্ভুতকার্য্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোকদিগের নিকটহইতে গূঢ় রাখিয়া, বালকদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারই উপদেশ পাইয়াছিলেন। নব এই কথা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে দুটী ঘটনাতে নবের ভাব অন্য বিষয়ে ধাবমান হইল।

হেমলতার বর অন্বেষণে যে ঘটক প্রেরিত হইয়াছিল, সে কিছু দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, মহেন্দ্রকে অতি অশুভ সম্বাদ দিল। সে বলিল, "মহাশয়! আমি অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু আপনার কন্যার মর্য্যাদানুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হইলাম না। প্রাপ্ত হইবও না আমার এই শঙ্কা হইতেছে। অনেক কুলীন বংশীয় যুবকের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা আপনার পরিবারের মধ্যে প্রসন্নের অবস্থানের বিষয় শুনিয়াছেন, এবং এই বিষয় অধিকই হউক আর অল্পই বা হউক, কেহ তাঁহাদিগকে বাড়াইয়া বলিয়াছে! স্বীয় পরিবারের মধ্যে খ্রীষ্টানকে স্থান দেওয়াতে, অনেকে আপনার জাতি বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। আপনার সম্ভাবিত কলঙ্ক মোচনের অনেক চেষ্টা পাইয়াছি। আপনার তীর্থযাত্রা ও তদুপলক্ষে পথে যে সকল তীর্থ দর্শন হইয়াছে তাহাতে বহুতর অর্থ ব্যয় এবং পূজা ও কঠোর ব্রতাদির বিষয় অনেক বলিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের কুসংস্কার দূর করিতে পারি নাই। তাঁহারা বলেন, অনেক নিষ্কলঙ্ক পরিবারে কন্যা আছে, আমরা সেই খানেই পুত্রদিগের বিবাহ দিব।"

মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া, ঘটকের প্রতি প্রথমতঃ অতি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কে তাদৃশ শুদ্ধাচার বংশে এরূপ কলঙ্ক রটাইয়াছে, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নব পিতার ক্রোধ নানা প্রকারে শান্ত করিলেন। অবশেষে মহেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে বলিলেন;—

"সূর্য্য যথার্থ অনুমানই করিয়াছিলেন। এই আমার

ভাগ্যদোষই বলিতে হইবে, আমি কি করিব। ভাল, কএক মাস থাকুক, তাহার পরও না হইলে যে স্থানে এই অপবাদ বৃত্তান্ত প্রকাশ হয় নাই, আমাদের এমন স্থানে যাইতে হইবে।”

তিনি এই কথা বলিয়া, যৎকিঞ্চিৎ দিয়া ঘটককে বিদায় করিলেন, এবং দুঃখিতচিত্তে যথাসময়ে পূজায় বসিলেন।

এক দিন সায়ংকালে নব বেড়াইয়া আসিয়া, প্রসন্নের একটী শিরা ছিন্ন হইয়া আত্যন্তিক ব্যামোহ হইয়াছে, এই সম্বাদ আনিলেন। ইহাতে পরিবারের মধ্যে কিছু উদ্বেগ উপস্থিত হইল। ঠাকুরমা যে বাটীতে প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, নব সেই বাটীতে এই সম্বাদ শুনিয়াছিলেন। পাছে পিতার অসন্তোষ হয়, এই আশঙ্কায়, তিনি বাটীতে কিছুই প্রকাশ করিতে পারেন নাই কিন্তু প্রসন্নের প্রতি আন্তরিক স্নেহ প্রযুক্ত উহা শুনিবামাত্র, তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “খ্রীষ্টান্ বন্ধুরা প্রসন্নের প্রতি অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন; বিশেষতঃ তাঁহার পরম সুহৃদ রামদয়াল তাঁহাকে উত্তমরূপে শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত, আপনার বাটীতে লইয়া গিয়াছেন, এবং প্রসন্ন নিজ বাটীতে যেমন সুখাদ্য দ্রব্য আহার করিতেন, রামদয়ালের পত্নী সুশীলা, সেই রূপ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন। পাদরি ও তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে যান ও তাঁহাদের সস্নেহ ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরূক আছে। কিন্তু মন রোগে

আকুলিত হইলে, “বালককাল অবধি যাহাদিগকে ভাল বাসিয়া আসিতেছেন, সময়ে২ তাঁহাদের নাম করিয়া থাকেন। তিনি স্বজননীর ও ‘কামিনীর’ নাম সতত উল্লেখ করেন।” নব আরো বলিলেন, “প্রসন্ন আমাকে দেখিবামাত্র, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নব! তুমি বাটীর সকলকেই আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাইবে, এবং আমার নিকট এই অঙ্গীকার করিয়া যাও, যে তুমি গিয়া কামিনীকে এই কথা বলিবে, আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত এখনো ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেছি।”

যখন প্রসন্ন কামিনীকে এই মর্ম্মের সম্বাদ প্রথম পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি অত্যন্ত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন। কিন্তু এখন উৎসুক হইয়া প্রত্যেক কথা শুনিয়া নিস্তব্ধভাবে স্বগৃহে গমন করিলেন। তিনি স্বয়ং কিছুই বলিতে সাহসিনী হইলেন না। অনন্তর একাকিনী হইবামাত্র, অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃখিত-চিত্তে বিলাপ করিলেন। অবশেষে অন্তঃকরণে এক ভাব উদিত হওয়াতে, তাঁহার মুখ আনন্দে প্রফুল্ল হইল।

তিনি মনে২ বলিলেন, “হাঁ করিতে পারি, করিব। খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্মের বিষয় আমার অধিক জানিবার ইচ্ছা আছে। হায়! তিনি কেমন আহ্লাদপূর্ব্বক আমাকে সেই সকল শিক্ষা দিতেন! আমি আন্তরিক খ্রীষ্টান্ হইয়াছি। খ্রীষ্টান্‌দের ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি। পতির নিকট যাইব না কেন? তিনিও পীড়িত হইয়াছেন। এখন আমি তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রেমপূর্ণমানসে

শুশ্রূষা করিলে, সুখী হইবেন। তাঁহার আরোগ্য লাভ হইবে। যাবই যাব।”

“তুমি যে খানে যাইবে, আমিও সেই খানে যাইব। তুমি যে খানে থাকিবে, আমিও সেই খানে থাকিব। তোমার প্রজা সকল আমার প্রজা হইবে। এবং তোমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর।” কামিনী প্রসন্নের খ্রীষ্টানি পুস্তকে এই কথা গুলি পাঠ করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহা বার২ উচ্চারণ করিয়া শয়ন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

পর দিন প্রাতে উঠিবামাত্র, পতির নিকট যাইবেন, এই সঙ্কল্পই কামিনীর অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিল। তিনি বারম্বার ঐ চিন্তা করিলেন, এবং যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মানস স্থিরতর হইতে লাগিল। তিনি বাটীর কোন ব্যক্তির নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু যাহাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, এমন কেহই ছিল না। পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে বাটীর সকলে; বিশেষতঃ তিনি, অত্যন্ত ক্ষতি বোধ করিয়াছিলেন। বাটীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একেবারেই উৎসাহ ছিল না। কারণ নিস্তারিণী আপনার পতিকে বলিয়া, তিন মাসের নিমিত্ত পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন; তিনি দুর্গা পূজার মধ্যে আর আসিবেন না। কামিনী কি উপায়ে পতির নিকট যাইবেন, ক্রমাগত এক পক্ষ ভাবিয়া, অবশেষে সৌদামিনীর নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কৃত নিশ্চয় হইলেন। এক দিন তাঁহারা প্রাতঃকালের সমুদায় গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, দুই জনে বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কামিনী বলিলেন।

"বড় দিদি! জান, তোমার দেবর যে খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তদ্বিষয়ে অনেক চিন্তা করিতেছি। আর তোমার স্মরণ আছে, ঠাকুরমা তাঁহার সহিত যে দিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন তাঁহাকে এই বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। ঠকুরম

আসিয়া আমাকে তাহা কহিয়াছিলেন। তিনি আমাকে এক খানি খ্রীষ্টানি পুস্তকও দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন, যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি গঙ্গাসাগরে গিয়াছিলেন, তখন এক জন পাদরি তাঁহাকে সেই পুস্তকখানি দিয়াছিলেন। ঠাকুরমা তোমার দেবরকে সেই পুস্তক খানি দেন, আমার শ্বশুর তাঁহাকে উহা পড়িতে নিষেধ করেন। পরে যাইবার সময়ে তিনি ঠাকুরমার হাতে সেই পুস্তক রাখিয়া গেলেন। আমি তাহা অনেক পড়িয়াছি।"

সৌদামিনী এই কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি পড়িয়াছ! কৈ, আমি তোমাকে তো কখন পড়িতে দেখি নাই। তুমি কখন সময় পাইলে?"

"তোমরা সকলে শয়ন করিলে, আমি পুস্তক বাহির করিয়া পড়িয়া থাকি। অত্যন্ত মনোহর পুস্তক। আমি এখনি উহার অনেক বিশ্বাস করিয়াছি।"

সৌদামিনী আরো বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া, কহিলেন, "তুমি ঐ পুস্তক পড়িতেছ, আমার শ্বশুর শুনিলে, কি বলিবেন? তিনি জানিতে পারিলে তুমি কি করিবে?"

কামিনী বলিলেন, "আমি কি করিব, বলিতে পারি না, কিন্তু ঐ পুস্তক পড়িতে ভাল বাসি, বোধ হয় আমার খ্রীষ্টান্ হইতে বড় বাসনা আছে।"

সৌদামিনী বলিলেন, "কি! তুমি খ্রীষ্টান্ হইবে? তুমি ভাই! কেমন করিয়া খ্রীষ্টান্ হইবে? দেখ দেখি, তোমাকে কত হারাইতে হইবে। তোমাকে পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, জাতি ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমুদায়ই

বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আমি খ্রীষ্টান্ হইলে, ও খ্রীষ্টা-নের সহিত বাস করিলে, আমার জন্যে শোক করে, এমন কেহই নাই। আমার মা'বাপ নাই। এক ভাই আছে, কিন্তু তাহার স্ত্রীর এমন কর্কশ স্বভাব, যে তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুই ক্লেশ বোধ হয় না। গোপাল ও কুমুদিনীই আমার সর্ব্বস্ব ধন। তাহারাও এখানে আছে।"

এই কথা শুনিয়া, কামিনীর অন্তঃকরণে এক চমৎকার ভাব উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বড় দিদি আমার সঙ্গে যাইলে, আমরা বাহির হইবার উত্তম সুযোগ করিতে পারিব, এবং যাহাতে উনি সুখে থাকিতে পা-রেন, তাহার উপায় করিব। কামিনী পতিদর্শনে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, তিনি সৌদামিনীকে এত দূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন; এখন সমুদায় কল্পনাই বলিতে স্থির করিয়া, কিঞ্চিৎ শঙ্কিতচিত্তে বলিলেন,

"ভাল, বড় দিদি! তুমি কি বিবেচনা কর, যদি আমরা দুজনেই খ্রীষ্টান্ হই? ভাই! আমার খ্রীষ্টান্‌ধর্ম্ম বিস্তা-রিত রূপে জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আর তুমি জান, তোমার দেবর পীড়িত হইয়াছেন; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি তাঁহার নিকট গিয়া, শুশ্রূষা করিলে, তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিবে, আর আমি বলিতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলেই সুখী হইব। তুমি যদি ভাই, না যাও, আমি নি-শ্চয়ই যাইব।"

"ও! আমার শ্বশুর কি বলিবেন," সৌদামিনী এই

চিন্তাতেই অস্থির হইলেন। এই কথা প্রথমেই তাহার মুখ-হইতে বাহির হইল।

কিন্তু সৌদামিনী যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। কামিনীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তাও তাঁহার ক্লেশকর হইল। তিনি ভাবিলেন, "ঠাকুরমা মরিয়া গেলেন। কামিনী খ্রীষ্টান্ হইতে বসিল। নিস্তারিণী বাপের বাড়ীতে গিয়াছে। আমাদের বাটীর দশা কি হইল!" তাঁহারা দুই ভগিনীতে বসিয়া, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিলেন। কামিনীর অন্তঃকরণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল; তিনি আর অধিক দিন থাকিতে পারেন না, অতএব বলিলেন, "ভাল, ভগিনি! এই স্থির হইল যে আমরা দুজনে যাইব, এবং গোপাল ও কুমুদিনীকে সঙ্গে লইব। আমি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করি।" এই কথা বলিয়া কথোপকথন সমাপন করিলেন।

তাঁহারা প্রত্যহই এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। দিন২ তাঁহাদের মানস স্থিরতর হইতে লাগিল। প্রাতআহারের পর, এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা তাঁহাদের পরামর্শ হইত। এই সময়ে মহেন্দ্রের পত্নী প্রায় নিদ্রা যাইতেন। গোপাল ও হেমলতা নীচেতে খেলা করিত। যাহা হউক, এই বিষয়ে তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত হইতে অনেক দিন লাগিল। তাঁহারা স্বয়ং ইহার সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত করেন সৌদামিনীর এমন ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কি প্রকারে উহা নিষ্পন্ন হইবে, কামিনী তাহার কিছুই উপায়

দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, “আমি বাবুর নিকট এক খানি পত্র লিখিব ও কোন দাসীকে ঘুষ দিয়া পাঠাইয়া দিব।” ইহাতে তাঁহারা দুই জনেই সম্মতা হইলেন।

পরদিন কামিনী দুর্গামণি নামে এক জন দাসীকে আপনার নির্জ্জন গৃহে ডাকিয়া বলিলেন, “দুর্গামণি! তুমি আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অথচ গোপনীয় একটী কায করিতে পারিবে? তুমি যদি কাহাকেও না বল, তাহা হইলে, আমি তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিব।” দুর্গামণি কতক আপনার ভাবভঙ্গিদ্বারা ও কতক চতুরতাপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার সমুদায় অভিপ্রায় বুঝিয়া লইল। তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের সমুদায় কল্পনা জানিতে পারিল, এই ভাবিয়া, কামিনী, যদিও কিঞ্চিৎ ভীত ও দুঃখিত হইলেন, কিন্তু প্রসন্ন সমুদায় উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন ভাবিয়া, উহা উত্তমই হইয়াছে, বোধ করিলেন; এবং দুর্গামণির সন্তোষের নিমিত্ত আপনার বাক্সহইতে এক ছড়া মোটা সোণার মালা বাহির করিয়া, বলিলেন, “দুর্গামণি! তুমি যদি বিশ্বাসপূর্ব্বক এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে পার, তাহা হইলে এই মালা পুরস্কার পাইবে।” এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। সেই দিন বৈকালেই একটী সুযোগ ঘটিল। মহেন্দ্রের স্ত্রী, বেলা পাঁচটার সময় স্বামীর রাত্রির আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময়ে কিছু পিষ্টক করিতে অভিলাষ করিয়া, চিনি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তথায় আর কেহই ছিল না; দুর্গামণি বাজারহইতে

চিনি আনিতে চাহিল। গৃহিণী তাহাতে সম্মত হইয়া, বলিলেন, "গোপালের নিমিত্ত সন্দেশ আনিতে তোমার কিছু দূরে অমুক দোকানে যাইতে হইবে; দেখ বাছা! যেন রাত্রি না হয়, আর দোকানি যেন চিনি স্বস্তা দেয়।" দুর্গামণি এই আদেশ পাইয়া, তাঁড়াতাড়ি কামিনীর নিকট গমন করিল।

তথায় গিয়া, কামিনীকে বলিল, "এই উত্তম সুযোগ হইয়াছে, কই, তোমার পত্র দেও।" পত্র প্রদত্ত হইল। কামিনী তাদৃশ কর্ম্ম করিয়া, কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং স্বগৃহে বসিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন তাঁহার সমীপে মনে২ এই প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর! তুমি আমার কল্পনা সিদ্ধ কর, এবং আমার পতির প্রতি যেরূপ করিয়াছিলে, আমাদের সকল অভিপ্রায়ও সেই রূপ সহজ করিয়া দেও।"

এদিকে, দুর্গামণি বাটীর যুবতীদের চতুরতায় বিস্মিত হইয়া, মন্দগমনে বাজারে চলিল। সে যাইতে২ এই প্রকার ভাবিতে লাগিল—"ইহাতে আমার ক্ষতি কি, আমি উত্তমরূপে কায করিতে পারিলে, মালা ছড়াটী পাইব। তাহাই আমার সম্পত্তি হইবে। যাহা হউক, আমি এখন শীঘ্র যাই; নতুবা বাটীতে যাইতে রাত্রি হইবে।"

পূর্ণ অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া, চিনি ও সন্দেশ কেনা হইল। অনন্তর সে পথে একটী সন্দেশ খাইতে২ পাদরির বাটীর দিগে চলিল, এবং খাইবার সময় ভাবিল, "বড় বউ কিছু বলিলে, বলিব, দোকানি বড় দুষ্ট, এদিগে

আবার সন্ধ্যা হয়, আমাকে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতে হইবে; সুতরাং আমি তাহার সহিত বকিতে পারিলাম না।" সে শীঘ্রই পাদরির বাটী দেখিতে পাইল। তাহা বড় রাস্তার ধারে বড় বাটী, সকলে পাদরির স্কুল বলিয়া থাকে।

দুর্গামণি দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল; "দরওয়ানজি! এখানে প্রসন্ন কুমার নামে একটী বাবু থাকেন, বলিতে পার?" দ্বারবান কহিল, "হাঁ আছেন" তাহাকে স্কুলের নিকটবর্ত্তী বাটীর নিকটে গিয়া অনুসন্ধান করিতে বলিল। এই সময়েই প্রসন্ন দ্বারের সম্মুখে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি দুর্গামণিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তাহার নিকট গিয়া বাটীর পরিবার কে কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সম্প্রতি কি২ ঘটিয়াছে, সমুদায় বলিয়া, প্রসন্নের কুশল সম্বাদ, তিনি পরিবর্ত্তিত অবস্থা কেমন ভাল বাসেন, কোন্ ঘরে বাস করেন, কি খান, কি পান করেন, সমুদায় জিজ্ঞাসা করিল। প্রসন্ন তাহাকে সমুদায় বলিলে, সে পত্রখানি বাহির করিয়া, তাচ্ছল্য পূর্ব্বক বলিল, "বাবু! নূতন বউ আমাকে দিয়া তোমার নিকট এই পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

প্রসন্ন পত্রখানি লইয়া স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক পাঠ, এবং ঈশ্বরকে সহস্র২ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি এই ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন; "কি! কামিনী খ্রীষ্টান্ হইতে অভিলাষ করিয়াছেন! তিনি যে প্রত্যেক খ্রীষ্টানি বিষয়ে এত ঘৃণা করিতেন! তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অভি-

লাষ ও অনুসন্ধান করিবেন।, তিনি যাঁহাকে এত ঘৃণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে বাঞ্ছা করিবেন! ঠাকুরমা যীশুর নাম লইতে২ মরিয়াছেন! যে সূর্য্য আমাকে এত ক্লেশ দিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে খ্রীষ্টান্‌দের সহিত মিলিত হইবেন।"

তিনি ভাবিলেন, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা, তাঁহার ভাব ও প্রণালী আমাদের মত নহে। ফলতঃ তিনি এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে দুর্গামণির কথা তাঁহার কিছুই স্মরণ ছিল না। অবশেষে "বাবু! আমি কি বলিব?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার চৈতন্য হইল।

তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে উত্তর দিতেছি," এই কথা বলিতে২ তিনি পাদরির বাটীর দিগে চলিলেন। পাদরি ও তাঁহার ভার্য্যা এই সম্বাদ শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পাদরির পত্নী ভাবি শিষ্যদিগকে লইয়া কি২ করিবেন, ইহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুর্গামণি বলিল, "আমাকে শীঘ্র বাটীতে যাইতে হইবে।"

প্রসন্ন দুর্গামণিকে বলিয়া দিলেন যে, "কামিনী, সৌদামিনী ও তাঁহার সন্তানগণ যেন পরশ্ব সাতটার সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। পাদরি মহাশয় ও আমি বাটীর পশ্চাতের দিকে সরু গলির মোড়ে গাড়িতে তাঁহাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিব। তুমি খিড়্‌কিদ্বার দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া নিরাপদে গাড়িতে তুলিয়া দিবে।" দুর্গামণি এই সম্বাদ পাইয়া, শীঘ্রই ভাল পারিতোষিক পাইব, মনে করিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক বাটীতে ফিরিয়া

গেল। সন্দেশের কথা সম্বন্ধ নিষ্পন্ন হইল। মহেন্দ্রের পত্নী পিষ্টক প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে কামিনী দুর্গাকে এক ঘরের কোণে ডাকিয়া সমুদায় শুনিলেন।

পর দিন কামিনীর অত্যন্ত ক্লেশে অতিবাহিত হইল। কখন্ সেই সময় আসিবে, এই অভিলাষই করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ না হয়, এই আশঙ্কাই সতত তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিল। তিনি বৈকালে সৌদামিনীর নিকট খ্রীষ্টানি পুস্তকের কোন বিষয় পাঠ ও তদ্বিষয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন।

"বড় দিদি! আমার নিকটে যে কেহ আইসে আমি দূর করিব না, যিনি এমন কথা কহিলেন তিনি কি যথার্থ ঈশ্বর নন? কালী ও শিবের কথায় ও এই কথায় কত প্রভেদ। এক ঈশ্বর আছেন, তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন। এই চিন্তা কেমন প্রীতিকর।" তাঁহারা এই রূপে কথোপকথন করিলেন। কামিনী এত দিন যাহা২ পড়িয়াছিলেন, সৌদামিনীকে তৎসমুদায় বলিলেন। খ্রীষ্টান্দের মধ্যে কেমন করিয়া থাকিবেন, এই ভাবিয়া উভয়ের মনেই বিস্ময় উপস্থিত হইল।

কামিনী বলিলেন "কেন, আমি শুনিয়াছি, তথায় স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যাইতে পারে, তাহাতে কেহই তাহাদের চরিত্রে দোষ দেয় না। থাক, আমরা শীঘ্রই সমুদায় জানিয়া লইব। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শ্বশুর জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই আমরা নিরাপদে তথায় যাইতে পারিব।"

অবশেষে অভিলষিত সময় উপস্থিত হইল। কামিনী ও সৌদামিনী যথানিয়মে দিবস অতিবাহিত করিলেন। তাঁহাদের প্রতি কাহারো সন্দেহ উপস্থিত হইল না। দুর্গামণি সেই বিষয়টীতে একটী উত্তম গল্প হইবে মনে করিয়া, এক বার আপনার সমভিব্যাহারিণী কোন পরিচারিকাকে বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু স্বর্ণমালার কথা মনে হওয়াতে নিরস্ত হইল। সন্ধ্যাকালে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইতে লাগিল। মহেন্দ্রের পত্নী পতির আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতে গেলেন। এই অবসরে কামিনী ও সৌদামিনী আপন২ দ্রব্যাদি বাঁধিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রসন্ন বলিয়া যাইবার পূর্ব্বরাত্রিতে কামিনীর সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহার মনে হইল। দুর্গামণি শশব্যস্ত হইয়া, তাঁহার গৃহে আসিয়া বলিল, "তোমরা সত্বর হও, সময় উপস্থিত। একখানা গাড়ি গলির মোড়ে আসিয়াছে; বাবু রুমাল দোলাইতেছেন।"

সৌদামিনী সন্তানদিগকে শীঘ্র ডাকিয়া লইলেন। উহারা অকস্মাৎ তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল। সকলেই নীচের তলে নামিলেন। বাগানের দ্বার ইতি পূর্ব্বেই খোলা হইয়াছিল। তাঁহারা অর্দ্ধক্ষণের মধ্যেই গাড়ির ভিতরে উপস্থিত হইলেন। দুর্গামণি স্বর্ণমালা পারিতোষিক পাইল। এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া পাছে কেহ আপনার প্রতি সন্দেহ করে, এই ভাবিয়া, সে নানা প্রকার কল্পনা করিয়া গল্প করিতে লাগিল।

দুই বৎসরের পর প্রেয়সী ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ

হওয়াতে, প্রসন্নের অন্তঃকরণে এক প্রকার অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি কামিনীর আকারের কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে কি না দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তৎকালে কোন প্রকারেই তাহা হইল না। তাঁহাদের মুখ সম্পূর্ণ রূপে অবগুণ্ঠিত ছিল। পাদরি সম্মুখে না থাকিলে, কামিনী কথা কহিতেন। প্রসন্ন গোপালের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গোপাল তাদৃশ অদ্ভুত যাত্রায় চমৎকৃত হইলেন। তিনি প্রসন্নকে চিনিতে পারিয়া, পথিমধ্যেই পরিবার সংক্রান্ত সম্বাদ দিয়া, পিতৃব্যকে সন্তুষ্ট করিলেন।

তাঁহারা একেবারে রামদয়ালের বাটীতে নীত হইলেন। তথায় পাদরির পত্নী ও সুশীলা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কামিনী ও প্রসন্ন অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরম সুখে দুই বৎসরের আত্মবৃত্তান্ত বলিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি কি প্রকারে শ্রদ্ধা হয়, তাহাতে জ্ঞানলাভ, ও তদ্দ্বারা শান্তিপ্রাপ্তি হইয়াছিল, কামিনী তৎসমুদায় প্রসন্নকে কহিলেন, ও প্রসন্ন খ্রীষ্টান্ হইয়া কেমন আছেন, ও খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম কেমন, সেই সকল কামিনীকে কহিলেন। প্রসন্ন বলিলেন; "ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে—এক বার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রজাদিগকে পুত্তলিকা উপাসনার প্রতিকূলে উপদেশ দিতে২ বলিলেন, আমার ও আমার পরিবারবর্গের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে, আমি বলিতেছি, আমরা প্রভুকে ভজিব। এই নিয়মানুসারে চলিলে, অবশ্যই আমাদের মুক্তি লাভ হইবে।"

তাঁহারা রামদয়ালের বাটীতে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহন করিলেন। সুশীলা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। সৌদামিনী অপেক্ষা কামিনীর শীঘ্রই সেই স্থান আত্মগৃহের ন্যায় বোধ হইল। এরূপ হওয়াও স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কারণ কামিনী কোন বিষয় জানিতে আবশ্যক হইলে, আপন পতিকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহারা উভয়েই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, খ্রীষ্টানেরা স্ত্রীদিগকে কেবল উত্তম পরিচারিকা বলিয়া জ্ঞান করেন না। তাঁহারা তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মণ্যা বোধ করিয়া থাকেন। আচার্য্যের পত্নী প্রত্যহ এক ঘণ্টা শিক্ষা দেওয়াতে, তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে প্রসন্ন অতি যত্ন সহকারে নূতন বাটী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই প্রস্তুত হইল।

যে সায়ংকালে কামিনী ও সৌদামিনী শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন, সেই সায়ংকালে মহেন্দ্র অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া বাটীতে আসিয়া, আপন পত্নীকে বলিলেন, “আমাদের দশা যে কি হইবে, আমি তাহা বলিতে পারি না। চন্দ্রকুমার খেলিতে বসিয়া, অনেক টাকা হারিয়াছে। আমাদের সম্পত্তি শীঘ্র২ ক্ষয় পাইতে লাগিয়াছে। ঐ ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপাত্মার ব্যবহারে, ও সূর্য্যের শ্রাদ্ধে, ও আমার তীর্থ পর্য্যটনে, ও মাতৃশ্রাদ্ধে ও গোপালের উপনয়নে আমাদের কত ব্যয় হইয়া গেল। আমরা অধিক কাল আর এ অবস্থায় থাকিতে পারিব

না। এখনও হেমলতার বিবাহ হয় নাই, এবং হইবার প্রায় আশাও নাই।” প্রসন্নের মাতা, স্বামীর অন্তঃকরণ বিরক্ত হইয়াছে এই আশঙ্কা করিয়া, “তোমার মন বিরক্ত হইয়াছে,” এই কথা বলিলেন, এবং উত্তম আহার দিয়া, ও দিনের বেলা যাহা২ ঘটিয়াছে, তাহা গল্প করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন। পর দিন প্রাতে বাটী অত্যন্ত নিস্তব্ধ হইল। উঠানে বালকদিগের কোলাহল নাই। বধূদিগকে দেখিতে পাওয়া গেল না। মহেন্দ্রের পত্নী সৌদামিনীর ঘরে গিয়া তিনি তথায় নাই, দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বাটীর চতুর্দ্দিক অন্বেষণ হইল। কিন্তু কি স্ত্রী কি বালক কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। নব পূর্ব্বে কামিনীর কথাবার্ত্তা মনে করিয়া কহিলেন, “বুঝি, তাঁহারা ঘৃণিত খ্রীষ্টান্‌দের সহিত মিলিত হইয়াছেন।” পরিবার মধ্যে যার পর নাই শোক উপস্থিত হইল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যের এক মাত্র পুত্র ও বাটীর এক মাত্র পৌত্র গোপালের নিমিত্ত তাঁহাদের যাদৃশ দুঃখ হইল, স্ত্রীগণের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখ হয় নাই। মহেন্দ্র প্রথমে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অবশেষে অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দেবতারা সতত বাটীর তাদৃশ অমঙ্গল দেখিয়াও, তাহার কোন প্রতীকার করিতেছেন না বলিয়া, তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। নব মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহেন্দ্র আবার অনর্থক অনেক অর্থব্যয় হইবে, অথচ কিছুই

ফল হইবে না, এই আশঙ্কায়, গোপনে তাহার অনু-
সন্ধান করিতে বলিলেন। নব পিতার আদেশানুসারে
করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে
হইল। গোপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং তাঁহার
মাতাই তাঁহাকে রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকারিণী।
দুর্গামণি এমনি উৎসাহসহকারে তাহারদের অন্বেষণ
করিল যে, সে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া,
কেহই তাহার প্রতি সন্দেহ করিতে পারিল না। অব-
শেষে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সেই দিন এক সময়ে
মহেন্দ্রের পত্নী কামিনীর গৃহ ও তাঁহার যে২ বস্তু
ছিল, তাহা দেখিতে২ একখানি পুরাতন জীর্ণ পুস্তক
দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই খানি পতির
নিকটে আনয়ন করিলেন। মহেন্দ্র যদিও পঞ্চাশ বৎসর
পূর্ব্বে এক বার উহা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণে
চিনিতে পারিলেন। ঐ পুস্তক খানি ধর্ম্মপুস্তকের অন্ত-
ভাগ। পাদরি ঐ খানি তাঁহাকে সাগরে দিয়াছিলেন।
পাদরি কেবল ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়াই ঐ পুস্তক
খানি দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সদুপদেশবীজ কোথায়
পতিত হইবে, তাহা জানিতেন না। চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত
গুপ্তভাবে পড়িয়াছিল, এপর্য্যন্ত কেহই উহার অন্বেষণ
করে নাই। অবশেষে উত্তম মৃত্তিকায় পতিত হইয়া অঙ্কুরিত
হইল, এবং শতগুণ সুফল প্রসব করিল।

দশম অধ্যায়।

সেই বিশ্রামাহের প্রভাত কি রমণীয়! সমুদায় প্রকৃতি যেন বিশ্রামাহ উপস্থিত হওয়াতে আনন্দে পুলকিত হইল। পূর্ব্বরজনীতে অল্প বারিবর্ষণ হওয়াতে, তরুগণ ও দূর্ব্বাদল নবরূপ ধারণ পূর্ব্বক হরিদ্বময় হইল। মন্দসমীরণ দেবদারুর ঘন পল্লবমধ্যে সঞ্চালিত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল। প্রভাত রবিকিরণে পুনরুজ্জীবনী ধরার মনোহর শোভা সম্পাদন করিল। আচার্য্যের বাসভূমির প্রীতিরুগ্থিত অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণ সকল সূর্য্যকিরণ প্রতিরূপ আনন্দনীরে ভাসমান হইয়া, বিশ্বপতির অপার মহিমার সহস্র ২ গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

আচার্য্য ও তদীয় পত্নী প্রাতে উত্থানপূর্ব্বক বিশ্রামাহের কার্য্য সকল সুসম্পন্ন, ও যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের মঙ্গল হয় এই মর্ম্মের একটী বিশেষ প্রার্থনা করিলেন। এই দিন তাঁহাদের ক্ষুদ্র গিরিজাতে কামিনী ও সৌদামিনী উভয়েই বাপ্তাইজিত হইবেন।

দুই মাস হইল তাঁহারা খ্রীষ্টান্‌সমাজে আসিয়াছেন। এই সময়ে প্রসন্ন প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আহ্লাদপূর্ব্বক পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের যাথার্থ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের পত্নী অনেক বার অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কামিনী ও সৌদামিনীর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সৌদামিনী, কামিনী অপেক্ষা আপনার নূতন অবস্থা অধিকতর শূন্য বোধ করাতে, তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তাঁহার সদয় ব্যবহারে

সৌদামিনীর অপরিচিত জনসুলভ লজ্জা অনেক অন্তর্হিত হইল। সৌদামিনী তাঁহার প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হইলেন। তিনি কামিনীর ন্যায় খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের অধিক বিষয় শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু কামিনীর নিকট যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই কামিনীর প্রতি প্রীতি সম্পন্ন ও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষিণী হইলেন।

কামিনী ও প্রসন্ন উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর সুখী হইয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। প্রসন্ন উদাহরণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তর্ক করাতে কামিনীর সন্দেহ সকল দূরীভূত হইল। এখন কামিনী এই প্রার্থনা করিলেন—"ত্রাণ কর্ত্তা! তুমি আমাকে প্রথমে ভাল বাসিয়াছ, এক্ষণে তোমার প্রতি আমার প্রেম বর্দ্ধন কর।" ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, এবং আমার স্ত্রীকে আমার প্রেমময়ী সহচারিণী ও প্রত্যেক সদালাপ ও সংকার্য্যে বিশ্বস্তা সহকারিণী হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আনিয়া দিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কেবল প্রসন্নের মনেই আনন্দ হইল এমন নহে, তাঁহার খ্রীষ্টান্ বান্ধবেরাও তাঁহার সুখে সুখী হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার পরম বন্ধু রামদয়াল অধিকতর সুখানুভব করিলেন। রামদয়াল, সুদীর্ঘ আশাশূন্য কষ্টকর দুই বৎসর প্রসন্নের নিমিত্ত সস্নেহভাবে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কামিনী ও সৌদামিনী দেশীয় রীতিতে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গিরিজাতে খ্রীষ্টধর্ম্মে বাপ্তাইজ হইবেন। যুবকেরা খ্রীষ্টান্ হইলে, কিঞ্চিৎ

দূরবর্ত্তী ইংরাজি গিরিজাতে বাপ্তাইজ হইয়া থাকেন। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, যে সকল ইংরাজবন্ধু আচার্য্যদিগের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাপ্তিস্ম কার্য্য দেখিয়া, আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ও তাঁহাদের খ্রীষ্টান্ বান্ধবেরা, আপনাদের বাস স্থানের নিকটবর্ত্তী গিরিজাতে তাঁহাদের ঐ কার্য্য সম্পন্ন হওয়াই ভাল বাসেন।

উক্ত কার্য্য দশটার সময় আরম্ভ হইবে। সৌদামিনী ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আচার্য্যের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহাকে সস্নেহভাবে অভ্যর্থনা করিলে, তিনি বলিলেন—

"আমি আপনার নিকট গোপালের পৈতা আনিয়াছি। কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার উপনয়ন হইয়াছে। আমি তাহাকে লওয়াইয়া, আজি প্রাতে তাহার নিকটহইতে ইহা লইয়াছি। আমি যে তাহাকে খ্রীষ্টান্ ধর্ম্ম শিক্ষা দিব, তাহার চিহ্নস্বরূপ এই পৈতা আপনার নিকট আনিয়াছি।"

সৌদামিনী স্বয়ং তাদৃশ কার্য্য করাতে, আচার্য্যের পত্নী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ইহাতে সৌদামিনার মনে যে কি ক্লেশ হইয়াছিল, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। অনন্তর স্নেহপূর্ব্বক বলিলেন—

"প্রিয়তমে! ঈশ্বর তোমাকে ঈদৃশ কার্য্য করিতে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করুন। যীশু ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া, বালকদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে এখনও ভাল বাসেন।

তুমি সন্তানদিগকে তাঁহার প্রেম শিক্ষা দিবে ও তাঁহার সেবায় প্রবর্ত্তিত করিবে; ইহাতে তিনি পরম সন্তুষ্ট হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই।”

উপাসনার নিয়মিত সময়ে সেই ক্ষুদ্র গিরিজাটী লোকে পরিপূর্ণ হইল। কামিনী আপন সহচরী সুশীলার সহিত স্ত্রীলোকদিগের পানে বসিলেন, এবং আচার্য্যের পত্নী সৌদামিনীকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। তাঁহারা ইতি-পূর্ব্বেই প্রকাশ্য খ্রীষ্টোপাসনাস্থানে উপস্থিত হইতেন। উহার সুশৃঙ্খল নিয়ম ও আড়ম্বরশূন্য কার্য্য দেখিয়া, কামিনীর চমৎকার বোধ হইত। সকলে বুঝিতে পারে, এমন সহজ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় ঈশ্বরের স্তুতিবাদ বিষয়ক সঙ্গীত, ধর্ম্মপুস্তকের দুই এক অধ্যায় পঠিত, এবং ঈশ্বর প্রজাদিগের প্রতি করুণা বিতরণ করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও ঐহিক ও পারত্রিক প্রয়োজনীয় মঙ্গল সকল কামনা করিয়া, প্রার্থনা করা হইল। সেই দিন যে সকল বিশেষ কার্য্য হইল, কেহই তাহা বিস্মৃত হন নাই। আচার্য্য এই বলিয়া, আন্তরিক ভাব প্রকাশপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, “হে ত্রাণকর্ত্তা! কামিনী ও সৌদামিনী তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তুমি ইহাঁদিগকে যাবজ্জীবন তোমার প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন কর। ইহাঁরা তোমার মন্দিরে ভারতবর্ষীয় মহিলাগণের প্রবিষ্ট হইবার যেন প্রথম উদাহরণ হন।” অনন্তর তিনি ধর্ম্মপুস্তকহইতে কতিপয় বচন পাঠ করিয়া, সেই সকল বাক্যে যে সমুদায় উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা সবিশেষে ব্যাখ্যা করিলেন। অবশেষে বাপ্তিস্ম

কার্য্য আরম্ভ হইল। কামিনী ও সৌদামিনী সভামধ্যে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আন্তরিক অভিলাষ করেন কি না? আচার্য্য তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। "হাঁ, আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে আন্তরিক অভিলাষ করি" তাঁহারা এই কথা বলিলেন। যে যীশুর শোণিতে সকলের পাপ ধৌত হয়, তাঁহারা সেই যীশুর প্রতি ভক্তির চিহ্ন-স্বরূপ জল গ্রহণ করিলেন। "ঈশ্বর! তুমি এখন ও সদাকালই ইহাঁদিগকে মঙ্গল, প্রেম ও শান্তি বিতরণ কর।" আচার্য্য ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সকলে স্ব ২ আবাসে গমন করিলেন।

ভজনা সমাপ্ত হইলে, প্রসন্ন কামিনী ও সৌদামিনীকে লইয়া রামদয়ালের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ও কামিনী পরদিন আপনাদের আবাসে গমন করিবেন। যে পর্য্যন্ত কামিনী বাপ্তাইজ না হন, সেই পর্য্যন্ত তিনি তথায় প্রবেশ করিবেন না; তাঁহার এই অভি-লাষ ছিল। কারণ প্রথমতই সেই গৃহ খ্রীষ্টান্ ভবন হইবে, এবং আপনারা তথায় প্রতিদিন ঈশ্বরসহবাসে প্রার্থনা করিবেন, এই মানস করিয়াছিলেন। সৌ-দামিনী আপনার সন্তানগণকে লইয়া বাস করিবেন বলিয়া, উহার নিমিত্তে একটী ক্ষুদ্র গৃহ নিকটে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি আহ্লাদ ও আশাপূর্ণ চিত্তে নূতন জীবন আরম্ভ করিবেন বলিয়া, পরদিন প্রাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন সৌদামিনী আচার্য্যের পত্নীর নিকট পূর্ব্ব প্রতি-

জ্ঞানুসারে গোপালকে পাদরির স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন, এবং স্বয়ং দুই এক ঘণ্টা লেখা পড়া ও সূচিকর্ম্ম শিখিবার নিমিত্ত বালিকাবিদ্যালয়ে যাইতে লাগিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ে কি হয়, দেখিবার নিমিত্ত, তিনি পূর্ব্বে সতত তথায় গমন করিতেন। কিন্তু স্কুলের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত। এক্ষণে খ্রীষ্টান্দের সহবাস ভাল লাগাতে, ও সকলের সহিত পরিচয় হওয়াতে, তিনি নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে গিয়া, বালিকাদের সহিত শিখিতে অভিলাষ করিলেন।

সেই বিদ্যালয়ের কার্য্য আচার্য্যের বাটীর দুটী ঘরে হইত। আচার্য্যের পত্নী ও আর একটী দেশীয় স্ত্রীলোক তাহাতে শিক্ষা দিতেন। প্রথম প্রবেশ দিবসে সৌদামিনী তাহার এক অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিলেন। একটী ঘরে বড় ২ বালিকারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাড়ী পরিয়া ও বিবিআনা চুল বাঁধিয়া, আচার্য্যের পত্নীর সহিত এক গোল টেবিলের চতুর্দ্দিকে বেঞ্চের উপর বসিয়াছে। আর একটী ঘরে ছোট ২ বালিকারা দেশীয় শিক্ষিকার চতুর্দ্দিকে মেজেতে বসিয়াছে। সৌদামিনী যখন প্রবেশ করিলেন, সেই সময়ে আচার্য্যের পত্নী বালিকাদিগকে ধর্ম্মপুস্তকের একটী উপাখ্যান বলিয়া ও ইতি পূর্ব্বে তাহারা যাহা পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রশ্ন করিয়া, ধর্ম্মপুস্তকের প্রাত্যহিক পাঠ দিতেছিলেন। তিনি সস্নেহ ভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া, সৌদামিনীকে আপনার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। বালিকারা ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পাঠ করিল। তাহারা যাহা পড়িল, তাহা মনে রাখিবে ও

তাহাহইতে উত্তম উপদেশ গ্রহণ করিবে বলিয়া আচার্য্যের পত্নী তদ্বিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। সৌদামিনী সমুদায় অভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিলেন। তিনি সেই পাঠ শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহাতে যত্ন প্রকাশ করিলেন। উহার অধিকাংশ তাঁহার নূতন বোধ হইল। কারণ তিনি এপর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তকের অল্প অংশমাত্র শুনিয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, আচার্য্যের পত্নী সৌদামিনীর আহ্লাদ ও যত্ন দেখিয়া, যার পর নাই সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হইলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ ভিন্ন তিনি সৌদামিনীকে স্বয়ং বিশেষ২ পাঠ দিতেন। তাঁহার উন্নতি করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা ও মনোযোগ থাকাতে; শিক্ষার সময় তাঁহাদের উভয়েরই পরম সুখে অতিবাহিত হইত।

এক্ষণে কামিনীরও শিক্ষা আমোদজনক বোধ হইল। প্রসন্ন তাঁহাকে শিখাইতে লাগিলেন। এখন আর তাঁহাকে জ্ঞানপিপাসা ও জ্ঞান লাভেচ্ছা গোপন করিতে হইত না। কামিনী শিক্ষাতে যেমন আনন্দ প্রকাশ করিতেন, প্রসন্নও তাঁহাকে শিখাইতে সেই রূপ আনন্দিত হইতেন। সুতরাং শীঘ্র২ তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। আপনার শিক্ষা, গৃহকর্ম্ম ও স্বামির আহার প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া, সুখে ও ত্বরিত ভাবে সময় অতিবাহিত হইত।

কয়েক সপ্তাহ পরে এক দিন সায়ংকালে প্রসন্ন আচার্য্যের সহিত পৌত্তলিক সমাজে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত এক দেশীয় গিরিজাতে গমন করিলেন। পরে আপনি

স্বদেশীয়দিগের সমীপে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, এমন আশা করিয়া তিনি আচার্য্যের বক্তৃতা শুনিয়া, উত্তম বক্তৃতায় কি২ আবশ্যক, তাহা শিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রত্যাগমন কালে নবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নব সেই দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। প্রসন্ন আপনার নূতন বাটীতে কামিনী ও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নবকে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদের বাটীর সুশৃঙ্খলতা ও স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া তাঁহার অপরিসীম আনন্দ হইল। কামিনী নবকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন; "নব! আমরা এখানে কেমন সুখে আছি, তুমি আসিয়া দেখাতে আরও সুখী হইলাম। খ্রীষ্টান্ হইয়া অবধি আমি পরম সুখে আছি।"

নব বলিলেন, "হাঁ, স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নিকট সর্ব্বদাই সুখী হন। স্বামীর সহিত তুলনা করিলে, অন্যান্য ত্যাগ তাঁহাদের পক্ষে কিছুই নহে। কিন্তু পুরুষ আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাকে যে সকল ত্যাগ করিতে হইত, তাহার সহিত তুলনা করিলে, আমি খ্রীষ্টান্ হইয়া কখনই সুখী হইতাম না।"

প্রসন্ন কহিলেন, "হায়! তুমি এই বিষয়ে যত্ন কর এই আমার ইচ্ছা। এখন আমাদের মন ও আত্মা এক হইয়াছে, ইহাতেই এত সুখী হইয়াছি। আমি প্রত্যহ কামিনীকে কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে পাঠ দিই না, অন্যান্য বিষয়ও পড়াইয়া থাকি। ইনিও উত্তম শিক্ষা করিতে পারেন। দেখ কি দুঃখের বিষয়! আমাদের দেশের এত স্ত্রীলোক বাল্যাবধি মূর্খ রহিয়াছে।"

নব বলিলেন, "হাঁ, তাহা হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাঁহারা কি আর গৃহকর্ম্মে মনোযোগ করিতেন?"

প্রসন্ন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কেন, তুমি এই মাত্র যে আমাদের বাটীর সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলে। ইহা সমুদায়ই কামিনীর কৃত। অবশিষ্ট এই, তুমি এক বার আসিয়া তাহার রাঁধা ব্যঞ্জন খাইয়া দেখ। আমার বোধে পূর্ব্বহইতে এখন উত্তম।"

এই কথার পর দুই ভ্রাতাই কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কথাটী অতিসামান্য বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের পরস্পারের এত প্রণয় ও সৌহৃদ্য থাকিলেও, হিন্দুধর্ম্ম এই বিষয়ে যে কেমন প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে, এই ঘটনাতে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন। এই প্রতিবন্ধকতায়, এক ভ্রাতা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া, অন্য ভ্রাতার সামান্য আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে নব বলিলেন, "হাঁ, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য। কখন২ আমার খ্রীষ্টান্ হইবার অভিলাষ হয় বটে, কিন্তু পারিব না।"

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই! তুমি খ্রীষ্টান্ হইতে পার না?"

"আমি তোমার ন্যায় সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ মেষ্য দাদা এক্ষণে অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হইয়াছেন, আমিই পিতার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। আমি যদি খ্রীষ্টান্ হই তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ

হইবে। অধিক কি! আমি এখানে আসিয়াছি, এ কথাও তাঁহার নিকট বলিতে সাহসী হই না।”

প্রসন্ন বলিলেন, “বাবাকে দেখিতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। কেমন, আমার আসা পর্য্যন্ত তাঁহার আকার অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না?”

“হাঁ, তাঁহাকে এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অবসন্ন বোধ হয়। কিছু দিন হইল তাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়াছে।” এই কথা বলিয়া, হেমলতার বিবাহের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছে, তাহা সমুদায় বর্ণন করিলেন। অনন্তর অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরিবারসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইল। প্রসন্ন, নবের নিকট নানা প্রকার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে এত প্রশ্ন করিলেন, যে কেহ তৎসমুদায় শুনিলে, খ্রীষ্টান্ হওয়াতে, স্বজাতির প্রতি তাঁহার স্নেহের কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনতা হইয়াছে, ক্ষণকালও এমন বিবেচনা করিতেন না। বরং ইহাতে তাঁহার স্বজাতিস্নেহ দৃঢ়তর হইয়াছিল। নব সৌদামিনী ও তাঁহার সন্তানদের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা স্বয়ংই তথায় উপস্থিত হইলেন। যখন তাঁহারা দুই ভ্রাতায় কথাবর্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে কামিনী তাঁহাদিগকে ডাকিতে গিয়াছিলেন। গোপাল নবকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি খুড়া মহাশয়কে দেখিবামাত্র, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ আপনি কি২ করেন, আপনার স্কুল, খেলার সঙ্গীরা, এবং নূতন পুস্তক কেমন, সমুদায় বিষয়েরই কথা কহিলেন। অনন্তর নব দুঃখিত হইয়া গমনোদ্যত হইলে, তিনি সর্ব্বদা আ-

পনাদের সহিত দেখা করিবেন, প্রসন্ন তাঁহাকে এই স্বীকার করাইয়া লইলেন।

নবের আসিবার কিছু দিন পরেই রামদয়াল এক দিন কুঠীহইতে আসিয়া আপনার স্ত্রীকে বলিলেন, “সুশীলে, উত্তম সুযোগ হইলে, তোমার সখী সৌদামিনী বিবাহ করিবেন কি না, তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ?”

“না, আমি কখনো তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি জানিতে চাহ কেন? তাঁহার নিমিত্ত পাত্র দেখিয়াছ?” “হাঁ, আমার বন্ধু প্রাণকৃষ্ণ হালদার পাত্র আছেন। গত বারে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে সৌদামিনী এখানে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তিনিও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। আজি ‘সৌদামিনী আমাকে বিবাহ করিবেন কি না,’ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি জান, তিনি খ্রীষ্টান্ ও ব্রাহ্মণ বংশীয়, সৌদামিনীও সম্প্রতি খ্রীষ্টান্ হইয়াছেন, তিনি অন্য জাতিকে বিবাহ না করিতে পারেন। বিশেষতঃ প্রাণকৃষ্ণ বাবু অতি সৎলোক। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি তাঁহার উত্তম স্বামী হইবেন, এবং তিনি অনেক টাকা বেতন পান। তুমি সৌদামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কি বলেন জিজ্ঞাসা কর।”

সুশীলা বলিলেন, “আমি কালি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিব। যদি সৌদামিনী তাঁহাকে দেখিতে চান, তাহা হইলে, তিনি আসিয়া, এক বার আমাদের সহিত দেখা করিতে পারেন।”

পরদিন সুশীলা সৌদামিনীর নিকট গমন করিয়া

দেখিলেন, যে তিনি স্কুলহইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। রামদয়াল যাহা২ বলিয়াছিলেন, তিনি সৌদামিনীকে তৎসমুদায় বলিলেন। সৌদামিনী সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন —

"কেন, আমি বিবাহ করিব কেন? আমার দুই সন্তান আছে, তাহাদিগকে লালন পালন করিব। আর চাই কি? খ্রীষ্টান্ হইয়াছি বলিয়া যে বিবাহ করিতে হইবে, এমন্ কথা নাই।"

সুশীলা বলিলেন, "হাঁ তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি জান, বিধবারা ইচ্ছা করিলে, খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মে তাঁহাদের বিবাহ করিবার বিধি আছে? কেহ২ খ্রীষ্টান্ হইয়া বিবাহ করিয়া পরম সুখী হইয়াছেন। তুমিও সেই রূপ না হও কেন?"

"কারণ আমার ভাল লাগে না। আর কয়েক বৎসর গেলেই, গোপাল বড় হইয়া টাকা উপার্জ্জন করিবে। বিশেষতঃ জানি, সে সর্ব্বদা মাতার প্রতি ভক্তি করিবে। তাহা হইলে, আমি এখনকার মত তখনও অত্যন্ত সুখী হইব।"

"হাঁ আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি এখানে সর্ব্বদাই সুখী হইবে। আচার্য্যের পত্নী বলিয়াছেন, তুমি বিবাহ করিয়া যদি আপনাকে সুখী বোধ কর, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু এবিষয়ে তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করিবে।"

"তবে তোমার স্বামীকে বলিও, যে তিনি আপন বন্ধুকে বলেন, আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা করিবার

অপেক্ষা না থাকে। আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই। কিন্তু "তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট আসিয়া, এই কথা বলিয়াছ; অতএব তোমার প্রতি আমার সততই সৌহার্দ্দ থাকিবে।"

"ভাল, তাহাই করিব, তবে আমি এখন আসি," সুশীলা এই কথা বলিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক পতিকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। নব সৌদামিনীর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে সর্ব্বদা প্রসন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; এবং তাঁহারাও তাঁহার প্রতি যত্ন করিতেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য বুঝিয়াছিলেন ও মনে২ স্বীকারও করিতেন। কিন্তু এতদ্দেশ নিবাসি স্বশ্রেণীর অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া রহিলেন। ভ্রাতার নিকট বলিয়াছিলেন, যে, "আমি খ্রীষ্টান্ হইয়াও সত্যতার নিমিত্ত সমুদায় বিসর্জ্জন দিতে পারি না।" সুতরাং প্রসন্ন ও কামিনীর ন্যায়, মানসিক শান্তি লাভও করিতে পারেন নাই। প্রসন্ন ও কামিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা এক্ষণে অত্যন্ত সুখী ও একাত্ম হইয়াছি।" আবার শীঘ্র পুত্র হওয়াতে, তাঁহাদের সেই সুখের আরো বৃদ্ধি হইল। ঈশ্বর আমাদের প্রতি যেমন অনুগ্রহ করিবেন, পুত্রকে সেই রূপ শিক্ষা দিব, এবং যাবজ্জীবন বিশ্বস্ত ভৃত্য করিব, তাঁহারা এই আশা করিলেন। পুত্রলাভ হওয়াতে, আপনাদিগকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী বোধ

করিলেন, এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গেরও আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

প্রসন্ন কামিনীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! দেখ দেখি, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কেমন অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে আপনার সত্য পথ জানিতে ও উহাতে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, এবং যখন আমি একেবারে আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন তিনি তোমাকেও খ্রীষ্টান্ করিয়া, আমাকে অর্পণ করিলেন। এক্ষণে তিনি এই পুত্র সন্তানও প্রদান করিয়া, আমাদের পূর্ণ আনন্দের সম্পাদন করিলেন।"

এই কথা বলিয়া, প্রসন্ন পুত্রকে ক্রোড়ে করিতেছেন, এমন সময়ে কামিনী শিশুকে চুম্বন করিয়া বলিলেন;—

"হাঁ তিনি যথার্থই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।" অনন্তর "হে ঈশ্বর! আমরা সর্ব্বদা যেন তোমার প্রেমকে ধন্যবাদ করি। আমাদিগকে ও আমাদের পুত্রকে অধিক কাল জীবিত রাখ। আমরা যেন একত্র একটী প্রেমপর সুখী খ্রীষ্টান্ পরিবার হইয়া, জীবন যাপন করি" এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

এক্ষণে আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। আমরা গ্রন্থের নায়ক নায়িকাকে হিন্দুধর্ম্মের অতি জটিল পথের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মের সরল ও আনন্দময় পথের পথিক করিয়াছি। এই পথের পথিক হইলে, অনন্ত জীবন লাভ হয়। ভারতবর্ষীয় অনেকেই যেন ইহাদের অনুকরণ পূর্ব্বক, আপনাদের জড় দেবতাদিগকে পরি-

ত্যাগ করিয়া, সত্য সজীব ঈশ্বরের উপাসনা করেন। আন্তরিক যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা এত কাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিবার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিবার শক্তি প্রদান করেন। "আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার ও সুসমাচারের নিমিত্তে যে ব্যক্তি গৃহ কি ভ্রাতৃ কি ভগিনীগণ কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি ভূমি পরিত্যাগ করে, সে ইহলোকে শতগুণ এবং পরলোকে অনন্ত জীবন পায়।"

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা অল্পসংখ্যক কিন্তু মহাত্ম যে দলকে এই কথা বলিয়াছিলেন পাঠক সেই দলের মধ্যে আপনাকে গণ্য করুন।

সম্পূর্ণ ॥